প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

(চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা, বিদ্যাপতি।)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত এবং
ঐ ঠিকানায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

(চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা, বিদ্যাপতি।)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা;
৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত এবং
ঐ ঠিকানায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

চণ্ডীদাস।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

১।

কামদ।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ?
[কা]ণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু,
শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
[জ]পিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ?
নাম পরতাপে (১) যার,
ঐছন (২) করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ?
[যে]খানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে (৩) রয় ?
[পাস]রিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব ? কি হবে উপায় ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় (৪) ॥

২।

তিরোতা।

(চিত্রে দর্শন।)

[সই] সে অবলা, হৃদয় অথলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি হরি! এমন কেন বা হলো!
বিষম বড়বা— অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া (৫) দিল ॥
বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি (৬)।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি ?
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

৩।

কামদ।

(সাক্ষাদ্দর্শন)

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধা-ময়।

[১।] প্রতাপে, গুণে। ২। এইরূপ।
[৩।] কেমন করিয়া।
[৪।] যাচিয়া দান করে।

৫। নিক্ষেপ করিয়া (হিন্দী)।
৬। আপন সহচরী, তাঁহাকেও আপন ভাবিতে পারি না। কেন না, বিশাখা একখানি চিত্রপট প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল "একবার এখানি দেখ।" তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, চিত্র দর্শন করাতেই না এই বিপদ!

নয়ন চকোর মোর,
পিতে (১) করে উতরোল, (২)
নি᠆খে নিমিখ (৩) নাহি হয়॥
সখী দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে (৪) নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনী
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহি (৫) রসাল॥
দুইটি মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে,
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল-বিচার?

৪।

কামদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা (৬)।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা (৭)॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্ব ফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥

কম্বু (৮) জিনিয়া কে
কোকিল
আরদ্র (৯)
সারদ্র (১০)
ঐছন দেখি
বিস্তারি পাষাণে কেবা, [illegible]
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি (১১) উপরে কেবা,
কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

৫।

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে (১২) যেন শশী রবি॥
সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ান জুড়ায় চেঞা (১৩)।
হেন মনে লয়, যদি লোকভয় ন
কোলে করি যেয়ে ধেঞা (১৪)॥
তরুণ মুরলী, করিল পাগল
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইলা
কি করিবে দোসর পরে?

১। পান করিতে। ২। উৎকণ্ঠিত হয়। ৩। নিমিষের তরেও নিমিষ পড়ে না। ৪। ভাগ্যে সে।
৫। তত্র; তাহাকে।
৬। [illegible]। ৭। স্থৈর্য্য, স্থিরতা।

৮। কোন কোন স্থানে "অ
পাঠ দেখা যায়।
৯। হরিদ্রা।
১০। সহিত আরদ্র (স+অ
সারদ্র) অর্থাৎ পীতবর্ণ।
১১। (অদলা—অদলী) ঘৃত
পত্রের সহিত জানু হইতে গুলফ
ভাগের উপমা হইয়াছে।
১২। উদয় হইয়াছে। ১৩।
১৪। ধাইয়া।

ধরম করম দূরে তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল-সে।
চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে ॥

৬।

কামদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদনা জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (১) ধনুভঙ্গী ঠাম,
নয়ান কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি ॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মূরতি,
সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে,
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।
নাভির উপরে, লোম লতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্রধনুকের আভা ॥
চরণ নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় (২) ॥

১। ভ্রূ।
২। এই কবিতাটী গ্রন্থান্তরে এইরূপ দেখা যায়—
[illegible] রবে কোটী

৭।

কামদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে !
ব্রজকুল নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরু মূলে।
গোকুল-নগর মাঝে,
আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি,
যতনে রেখেছি আমি,
বাশী কেন বলে "রাধা রাধা"?
মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার চন্দ্রলনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে,
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।

চাঁদবদনে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে কুলের অভিমান ॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরি কুলবতী, ছাড়ে নিজ পতি,
তেজি লাজ ভয় মান ॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভিয়াছে ভাল,
উপজিছে মদন বিকার ॥
নাভির উপরে জনু, তমাল জিনিয়া তনু,
দলিতাঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিগরে, গড়িয়াছে ভাল তারে,
রাম কদলী সম শোভা ॥
চরণ নখর কোণে, রঞ্জিত শোভে মেনে,
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

শির বেড়ল বৈলান জালে (১)
নব গুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে-শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (২) চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড়ু কালা ॥

৮।

ধানশী।

(সখ্যুক্তি)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার,
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেনে বা হলো ?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে ॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥

৯।

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা !
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে (৩)
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ (৪) করি, ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

১০।

ধানশী।

কালিয়-বরণ, হিরণ-পিঁধন (৫),
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে ॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে (৬) ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা (৭)।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা ॥
রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে,
কালার গলার ফুলে ॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥ } ৮

১। চূড়া-বন্ধন-বেণী। ২। বড়ু (প্রা) [illegible] ৩। একাকিনী।

৪। দৃষ্টি।
৫। হিরণ্য পরিধান অর্থাৎ পীতাম্বর।
৬। দিয়া।
৭। [illegible]
৮।

কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরি যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ } ১

১১।

ধানশী।

সোণার নাতিনি, এমন যে কেনি (২)
হইলা বাউরী(৩) পারা ?
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে কদম্ব তলাতে,-
দেখিলা যে কোন জনে ?
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি,
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরি,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল শীল নাশে,
কালিয়া প্রেমের মধু॥

১২।

কামদ।

সোণার নাতিনি কেন,
আইস যাও পুনঃপুন,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি,
অঝরু (৪) ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥

যমুনার জলে যাও,
কদম তলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামল-বরণ হিরণ-পিঁধন,
বসি থাকে যখন তখনি
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও,
সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাঙ (৫) তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে,
কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া (৬) ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী,
কুল আছে তোমার বৈরি,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে,
কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু॥

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

১৩।

তুড়ি।

তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।

১। খানিতে এইরূপ—"চেতন পাইয়া উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবে যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥"
৯। সেই দ্বিতীয় গ্রন্থে;—
"চণ্ডীদাস কহে যারে কহ ভুতা।
শ্যাম চিকণ কালিয়া সে নন্দের ঘরের পুতা॥
২। কেন।
৩। বায়ুগ্রস্তা (প্রা)।
৪। নির্ঝর।

৫। বুঝিলাম। ৬। বাড়ি দিয়া।

তাহার উপরে, চূড়াটি (১) বনালে,
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে এমন কারিগর, বনাইলে ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ, (২) শিরোপা করিতুঁ (৩)
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল (৪) যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ওকথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥

১৪।

তুড়ি।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল ॥
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি (৫) ॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্দেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তহু (৬) ॥
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মার ॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়;
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

১৫।

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগণে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে যনি, (৭)
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর ॥
সই! কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল।
আজানু লম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান চাক।

১। চুচুক। ২। পাইতাম। ৩। করিতাম।
৪। প্রসারণ বা বিস্তার করিল।
৫। মুক্তা হার।
৬। তাহাতে।
৭। বিভিন্ন পাঠ—"যেন"।

চরণ কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু॥

১৬।

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীন বালিকা সেহ।
দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম্ব বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে, মদন কুলুফে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত (১) চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিন্ধন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥

১৭।

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ, মদন তরঙ্গ,
হসি বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ॥
ললিত আকার, মুকুতা হার,(২)
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলি, কনক কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনে খুসি,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশঃ রহি যায়।

১৮।

তুড়ি।

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
যুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন (৩) শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে,
কনক কটোরি হাতে।

সীঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে (১) ॥
নীল সাড়ী, মোহন-কারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ ॥
কুচ যুগ গিরি, কনক কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোক লাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক (২) উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে কি দানে,
ভজিয়া সে উমা-পতি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে ॥

১৯।

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরজে ধৈরজ যায় ॥
সই! চাহনি মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর ॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর করছে থুইয়া (৩)
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিবে হিয়া ॥

বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ (৪)
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয় ॥
দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি,
হাঁস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলি, হইনু পাগলি
মরমে রহিল পশি ॥
শূন যে হিয়া, রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ বয় ॥

২০।

তুড়ি।

থির বিজুরি, বদন গৌরী,
পেখনু ঘাটের কুলে।
কানড়া (৫) ছাঁদে, কবরী বান্ধে,
নব মল্লিকার মালে ॥
সই! মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে ॥
ফুলের গেড়ুয়া (৬) লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস ॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—"মমথে"।

(৪) টাগ—(সং) টঙ্গ, জঙ্ঘা—ইতি মেদিনীকোষ।

(৫) কানড় সাপ যেরূপ কুণ্ডলী করিয়

চরণ কমলে, মল্ল-তাড়ল, (১)
স্থন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥

২১।

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দূর অরুণ আর॥
সই কিবা সে মধুর (২) হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগণ মণ্ডল হেরু (৩)।
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে স্থন্দর ভার।
বহিয়া দুকূল, চরণের ফুল,
জলদ শোভিত ধার॥ (৪)

কহে চণ্ডীদাসে, বাস্থলি আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন্ জনে॥

২২।

ধানশী।

সজনি ওধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ, স্থবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন,
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে,
স্থমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশীকলা।
সাঁজেতে উদয়, স্থধু স্থধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির
মনোরথ জরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাস্থলী আদেশে,
শুন হে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥

---

(১) অলঙ্কার বিশেষ (মল) যাহা অধুনাতন পশ্চিম দেশীয় খোট্টা কামিনীগণ চরণে পরিয়া থাকে।

(২) বিভিন্ন পাঠ—"মুখের"।

(৩) গ্রীবাস্থিত মণি হার বক্ষে পতিত হওয়াতে গগন মণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে, অর্থাৎ বক্ষ গগন; মণি শ্রেণী তারকাবলী।

(৪) পদকল্প তরুতে এইরূপ আছে;—
"উরু যে উরুতে লম্বিত কেশ, হেরিয়া
স্থন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকূল, জলদ শোভিত
ধার॥"

ইহাতে অর্থ সংলগ্ন হয় না। আমাদের স্থাপনানুসারে এইরূপ অর্থ হয়;—গুরু

শ্রীমতীর পরিধান বস্ত্রের উপরি দিয়া চরণের যাবক চিহ্ন পর্য্যন্ত সেই কেশরাশি জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু এ

প্রৌঢ়ার উক্তি।

২৩।

গান্ধার।

নিতি নিতি এসে যায়, রাধা সনে কথা কয়,
শুনিয়েছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে, দেখা হবে তার সনে
ভাল হইল দেখিলাঙ তোকে॥
চেট্টে নেট্টে (১) যায় জলে,
তারে তুমি ধর চুলে,
এমত তোমার কোন্ রীত।
যার তুমি ধর চুলে, সেই এসে মোরে বলে,
নহিলে নহিতাম পরতীত।
সুজন কখন নও, পর নারী নিতে চাও,
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমিত শুনিলাম ভালে,
যদি শুনে তার জনে,
শুনিলে হইবে অপভাষ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস কর, কাছাড় খাইঞা পড়,
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
নহে কেনে ঘাটে মাঠে,
তোমার অপযশ রটে,
শুনিবার পাই সব কথা॥
আমার কথাটী শুন, না করিহ ইহা পুনঃ
না মজে নন্দের কুল গারি।
চণ্ডীদাসেতে কয়, এ কথা কি মনে লয়,
নাগরীর পতি হইল বৈরী॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

২৪।

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম,
জপয়ে তোহারি নাম।
শুনিতে তোহারি বাত,
পুলকে ভরয়ে গাত।
অবনত করি শির, লোচনে ঝরয়ে নীর;
যদি বা পুছয়ে বাণী, উলটি করয়ে পাণি।
কহিয়ে তোহারি রীতে,
আন না বুঝিবি চিতে।
ধৈরজ নাহিক তায়, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

২৫।

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন,
নিদান দেখিয়া আইনু পুন।
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর;
না খায় আহার না পিয়ে নীর।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি,
যত তত করি নহিয়ে সুধি
সোণার বরণ হইল শ্যাম,
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম,
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই,
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে,
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে।
আছয়ে শ্বাস, না রহে জীব;
বিলম্ব না কর আমার দিব।
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা;
কেবল মরমে ঔখদ রাধা।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

২৬।

তুড়ি।

কানুর পিরিতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়া দড়ি লৈঞা গায়েতে চড়িয়া

১। চেট্টে নেট্টে তরুণী রমণী

সই! কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশী ধরি, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উগরে সকল,
আর বহু মূল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি;
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

২৭।

কামদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন (১) দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই বাজি করে নিবে যে কি?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি?
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা (২)॥
সুন্দরী গণে, বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি (৩), খেতের মিঠানি (৪),
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কালা॥

২৮।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি,
বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে (৫)।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষ হরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা,
দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় থোব,
সাপিনী বাঢ়য়ে কোব,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥

২। (হিন্দী) স্বতন্ত্র।
৩। চতুরের চাতুর্য্য। ৪। মিষ্টরস।

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে" ?
"থাকি বনের ভিতরে,
নাগ-দমন (১) বলে মোরে,
নাম মোর জানে সর্ব্বজনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি" ॥
"বটের (২) ভিখারী হও,
বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদী তটে" ॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে,
"তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে,
যা পাও তা নেও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি,
ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া,
তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

২৯।

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জিনী,
বোলে বৈস, দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জণী, চাঁকয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে ॥
নাপিতিনী একে (৩) শ্যামা,
ননীর পুতলী, ঝামা,
বুলাইছে মনের আকুতে (৪)।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে,
"কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার ॥" (৫)
নাপিতিনী কহে "ধনি,
শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।" (৬)

১। কালীয় দমন, অপরার্থে—সাপুড়ে।

৩। "বরণ একে"—পাঠান্তর।

৪। আকুতে—আগ্রহে পাঠান্তরে "আনন্দে।"

(৫) একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে—
নাপিতিনী বাণী শুনি, দেখিয়া চরণ খানি,
তলে লেখা দেখে শ্যাম নাম।
তবে বুঝি আপন মনে,
চাহে নাপিতিনী পানে,
বলে তুমি কহ আপন নাম ॥

৬ সেই গ্রন্থে—
শ্যাম নাম কহে ঠারে, জগত মোহিবার তরে

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইল্যে যাও নিজ ঘরে ॥

৩০।

সুহিনি।

নাপিতিনী কহে " শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
' বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ' ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই "
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে" (১) ॥
রাই কহে "তবে (২) আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥" } ৩
বসিল ছুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
"কহয়ে বেতন দেহ যে রামা ॥" } ৪
রাই কহে " কিবা হইবে তোর ?"
সে কহে " বেতন নাহিক ওর ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
" হেন নাপিতানী দেখি যে নাই ॥
এমতে ধন যে করেছ কত ?"
সে কহে " ভুবনে আছয় যত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
" ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি ॥ } ৫
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ ॥

৩১।

বালাধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতরে, মহাকলরব
নাগর হৈল পসারী ॥
দোকান দাকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন ॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে, আনিনু যতনে
তোমাদের অভিমত ॥"
খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে ॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া,

৫। পশ্চাদ্বার—বর্দ্ধমান ও বীরভূমে প্রচলিত।

৬। "কহিলবোলায়া"—হ, লি, পু।

৭। "ক্ষৌরিণী বলিয়া ডাকয়ে আইস।
রাই বলে এই ছুলিচায় বৈস "। ঐ।

৮। আসি নাপিতিনী কহয়ে তাঁয়।

৯। কুচযুগ গিরি মোর মনোনীত।
ইহা দিয়া মোরে করহ প্রীত ॥
আর যে বেতন দেহ আমার।

মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা।"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে ॥
আর একজনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার স্থচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর"
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর ॥"
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেইজন,
রক্ষক হইবে কারা?
রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে ॥

৩২।

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে ॥
ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত টীটপনা আসিয়া ঘরে?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর"।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর?

৩৩।

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিয়া বিভূতি, সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥
কহে "জয় দেবী ব্রজপুর সেবি,
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য দায়িনি,
পূজ দেবী ভগবতী ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বোলে "গোপ ভাল আছে ॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে ॥"
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণে ধরি।
"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,

শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভবাণী,
"সব সুলক্ষণ যুতা।—
গন্ধর্ব্ব পাবনী, (১) যশোদা নন্দিনী
—রাধা নাম ভানুসুতা (২)॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।
"আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"একথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়"॥
"একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি (৩) সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"

হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী ঘর কোথা ?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নল তখন,
শ্যাম নাগর টীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে (৪)॥

৩৪।

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে, (৫)
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শির শূল, পিরিতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জরি।

---

১ জগৎতারিণী হ, লি, পু।

২। রাধাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেয়াশিনী একবার কহিল "বধূটী সর্ব্ব সুলক্ষণা" তৎপর, ভগবতীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক দৈব শক্তি প্রভাবে যেন কহিলেন "ইহার নাম রাধা ও ইনি বৃষভানুসুতা।"

৩। উপপতি! অন্যার্থে—শ্রেষ্ঠপতি অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

৫। সুবোধ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা রহস্য প্রকাশ করে না, কিন্তু কার্য্য দ্বারা জানায় যে, সে প্রতারণা বুঝিয়াছে। প্রস্থান দ্বারা শ্রীমতী দেয়াশিনীকে জানাইলেন যে, তিনি তদীয় চাতুর্য্য বুঝিয়াছেন। "বেকত না করে গুরুজন মাঝে।" স্থানান্তরে এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়; ইহাতে অর্থ অপেক্ষাকৃত বিশদ হইলেও ছন্দঃ পতন হয়। বোধ হয় "বেকত না করে কাজে" প্রথমে এইরূপ পাঠ ছিল।

৪। "প্রতি ঘরে ঘরে" পাঠান্তর।

ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।”
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হ'ল মন।
বলে যে “যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥”
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
“মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ এক বার যাই॥”
এই বাড়ী হইতে, আসিছি তুরিতে,
কহে “হেথা থাক বসি।”
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥

৩৫।

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, (১) ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে (২) মাটী।
তবল্লক (৩) ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিচ্ছার কাজে,(৪)
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) “রোগ যে ইহার আছে॥”
বামহাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
“পিরিতের জ্বরে, জ্বরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয়॥”
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
‘ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে?”
“ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত,
যদি সে সময় পেতেম॥”
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
ঢীট নাগর রাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ?

৩৬।

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন, (৬)
যতন করিয়া আনে॥
কেশর, যাবক, কস্তুরী, দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন.
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
“মোদের মহলে, আসি দেহ” বোলে
“অনেক নিতে যে হবে।”

২। “বল্কল।” ৩। “কেশর।”
৪। “তকল্লুবী।”
৫। “চিকিৎসক সাজে।” উপরিউক্ত

৬। মাথা ঘসিবার জন্য আমলকীর

থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
"চুয়া, সুচন্দন, করহ রচন,"
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুম্বক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিবঁ,
যতেক আনহ তুমি।"
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী কোরে।
নদী সে আইল, অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল সে বেলে,
যাইতে চাহি যে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
"কহে কি লাগিবে মোরে?"
বট আনিবারে, কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে, "হিয়ার ভিতরে;
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া, (১)
সে ধন আমারে দেহ॥"
তথনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখি যে কোন স্থানে॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে। (২)
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

৩৭।

তুড়ি।

এক দিন বর, নাগর শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষ-ভানু সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শিখর, নাগর চতুর,
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করল তাতে॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥

১। খুলিয়া।
২। বনতি হয়, মনের মিল হয়।

কহে চণ্ডীদাসে বাস্থলী আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে॥

৩৮।

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্ব তলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠাঁরি॥ (৩)
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে, (৪) গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলাবুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি! লাজে মরি মোরা॥

প্রেমবৈচিত্র।

৩৯।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া এতিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥
সই একথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি আরতি বাড়ায়া
মরণ অধিক কাজে।
লোক চর চায় কুলে রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

৪০।

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু সোণা যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ॥
সই! মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা॥ ধ্রু॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলক দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমনি এগতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে॥

৩। ঠাঁরি—(হিন্দী) দাঁড়াইয়া।
৪। আনবাটে—অন্য পথে।

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
কি পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাসুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥

৪১

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত।
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাসুলী আছয়ে যথা॥
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস

৪২।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে
কি না করিব বিধানে॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন বাসুলী চরণ
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি॥

৪৩।

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর

গুরুজন জালা জলের শিহালা
পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

৪৪।

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীত রীতি॥ ধ্রু॥
মাটি খেদাইয়া থাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারি যে কূলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয় এমতি সে নয়

৪৫।

ধানশী।

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে!
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সোই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন কলিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি লে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

৪৬।

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীয়ূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুণে
পঞ্জর ধসিয়া গেলে।
যতন করিয়া অবলা বধিতে

এমন অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে ত্যজিনু মরমে
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥

৪৭।

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরি
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে ঠিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ

৪৮।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ ধ্রু॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাড়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

৪৯।

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বালিল গলা॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিবু সখি

ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

৫০।

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগ করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে॥ ধ্রু॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুণে
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে ত্যজিনু মরমে
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥

৫১।

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল
সাধল মরণ নিজ॥
সই! প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিব দেহা॥

৫২।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি নাছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল
বিষম অনল নিবাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে কমল মাধুরী
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই! এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে॥ ধ্রু॥
ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাসে কহে শুনল সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

৫৪।

শ্রীরাগ।

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল॥

সেরূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কিনা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে॥

সম্ভোগ মিলন।

৫৫।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগ মনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধু বনে আছে, রতন বেদিকা,
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারি পাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
লেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,

৫৬।

কামদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজ ধনী (১)॥
মধুর মুরলী, পূরে (২) বনমালী,
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
আমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল (৩), রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে (৪) বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী (৫)
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, (৬) হরণ করিল,
মানসে কাটিল সীঁদ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারী গণে, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাসবিলসন, করল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

৫৭।

কামদ।

পদউধ (৭) কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ (৮)।

১। ব্রজের ধনী—অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা।
২। নিনাদ করে।
৩। যাহাদের কুল নিশ্চল অর্থাৎ যাহারা কুলভ্রষ্টা নহে।

৬। মনে সীঁদ কাটিয়া যেন চোরে হৃদয় চুরি করিল।
৭। দৈয়াল। ৮। জাগিলা যামিনী

তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ (১) ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের (২) কারণ,
লখিতে নারিবে (৩) কেহু ॥

৫৮।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কি বা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখিরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥

৫৯।

বেহাগ।

আজু কে গো মূরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল?
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল?
কে বনাইল হেন রূপ খানি!
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী।
নীল উজলি নীলমণি ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারা ঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।

১। কানুর পিরীতি কি জানি হইল, বড় দেখি পরমাদ—পাঠান্তর।

২। মায়ার—পাঠান্তর। ৩। রাখিতে না পারে—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে ?

৬০।

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে, (১)
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ (২)
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে (৩) ॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি, (৪)
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥

৬১।

বিভাস।

পরাণ বঁধূকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে ॥
পিঙল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে ॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা ॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয় ?

৬২।

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি ॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়।
ননদী বোলয়ে হেঁ লো কি না তোর হইল ?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল ॥

৬৩।

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু, সই !
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই ॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে,
তাহারে করিনু কোরে।

১। "আঙ্গিনার কোণে তিতিছ বঁধুয়া" —পাঠান্তর।
২। "নহি স্বতন্তরী, গুরুজন ডরে"— ঐ
৩। ঘরে আগুন দি।
৪। "শ্যামের"—ঐ

ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে ?
এত ঢীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি ॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই ॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে (১) ॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার ॥

৬৪।

ললিত।

আর একদিন সখী শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু (২) ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া ?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (৩)
আছিল আমার ভালে তোর রধভাগী ॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি (৪)॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি ॥

৬৫।

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী,
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ শ্যাম সোহাগিনি।"
রাধা বিনোদিনি, তোমারে বলিতে কি ?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি ॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়া ছিলা নাকি একা ?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা ?
সেই দিন হৈতে, সেইত পথেতে
করে নাকি আনাগোনা ?
রাধা রাধা বলি ! বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা ॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে
তা সঞে (৫) কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি, বেশ দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় (৬), যে থাকে সদায়,
সাঁপে থাক্ তার বুকে ॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা ॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।

১। তর্জ্জন গর্জ্জন করে।
২। লইলাম। ৩। অগি।
৫। সঙ্গে।

নিরমল কুলে একথা যে তোলে,
সে নারী গরল খাউ (১) ॥
চিত দৃঢ় করি, থাক লো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টুলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়?
বড়ু চণ্ডীদাস বলে ॥

৬৬।

বিভাস।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বর্তন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি ॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহা সুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাঁথা ॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

৬৭।

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী (২) নই ॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত মোরে করি,
সে মোর মত হৈল ॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক,
তেঞি সে (৩) তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি ॥
তাহার প্রেমের বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি ॥

৬৮।

বিভাস।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল,
এবড়ি মরম ধন্দ ॥
সজনি পাওল (৪) পিরীতি ওর (৫)
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলী,
বুঝি না করলি কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি- বসতি বিষয়
তেজিয়া, দেয়লি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥

১। খাউক, ভক্ষণ করুক।
৩। তাই সে।
৪। পাইলাম।

৬৯।

ধানশী।

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে ঠেস্না বালিসে,
ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ!
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে,
শুন হে রসিক জন।
সদা জালা যার তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

৭০।

সিন্ধুড়া।

আজু কার নিশি নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি (১)
পুন কি পাইব দেখা?
মদনে আগুলি গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত?
অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে?
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর!
এ বড় লাগাল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ।

৭১।

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি, অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ (২)।

৭২।

সিন্ধুড়া।

'আমি যাই যাই' বলি বোলে তিন বোল।
কত বা চুম্বন দেই, কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

১। আগরি—আগলি—আগুল (প্রাদেশিক) অর্থাৎ ধামা, বা ডালি। গুণের আগরি—গুণের ডালি। অথবা "আগরি"

৭৩।

সওয়ারি।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়॥
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম?
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এথানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত॥

৭৪।

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে॥
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।

৭৫।

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥
ইতি সম্ভোগ।

অনুরাগ—নায়ক সম্বোধনে।

৭৬।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদরায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই নাভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

৭৭।

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোনবিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়?

৭৮।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ?
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ?
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়?
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥

৭৯।

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালি।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এদুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়?

৮০।

সুহই।

হেদেহে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন (১)॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছাকাজে দগদগি হৈনু॥
নাজানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

৮১।

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ?
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে?
সো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যেজন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।

১। কলঙ্ক রহিল এই চিন—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস কহে, এমনি পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে ॥

৮২।

সিন্ধুড়া।

যথন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥

৮৩।

কামদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোক মুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর?
গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর?
পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,

৮৪।

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুঞিত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিণু,
বিষেতে জারিল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেই।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের আনল,
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥

৮৫

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী, কূলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,

বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত।
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধুহে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বন্ধু য়ার বহু।
পিরীতি বিষদ, হইলে বিপদ,
এমত নাহউ কেহু (১)॥

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

৮৫।

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ (২) কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া (৩) জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥

দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজচণ্ডী দাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥

৮৬।

তুড়ি।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সেযে, কালিয়া মূরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ তাঁহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে, যেমত রাবণে,
যোই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর-চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে?

৮৭।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশিটি, দুপরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল?

১। অর্থাৎ কাহারও পক্ষে প্রেম যেন বিষদ—বিষদাতা হয় না।
(২) রভস—পাঠান্তর।
(৩) জাগিয়া—পাঠান্তর।

খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী॥

৮৮।

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা,(১)
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মূরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গ দোষে কিনা হয়,
রাহু মুখে শশী মসি লাভ (২)॥

৮৯।

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার (৩) বাঁশী, বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা! উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥ (৪)
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে?
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ (৫)

৯০।

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

৯১।

তুড়ি।

মূরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে?
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। (৬)

---

১ না শুনে ধরম কথা—পাঠান্তর।
২। কুসঙ্গের এমনি গুণ যে সমুজ্জ্বলচন্দ্র আলোকবিহীন রাহুর স্পর্শে মলিনতা প্রাপ্ত হয়।
৩। কঠিন—পাঠান্তর।
৪। যে না দেশে বাঁশীর ঘর সেই দেশে যাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥—পাঠান্তর।
৫। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী যে কি করে।
আপন করম দোষ, দোষ দিবে কারে?—পাঠান্তর।
৬। শুনিতে সুন্দর কাণে—পাঠান্তর।

যমুনা পবন, স্থগিত গমন, (১)
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে।
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥

৯২।

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি।
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পীঠে ॥
পড়িয়া ভুমেতে, ধরফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখাদিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাথায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥

৯৩।

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হৈলাম দাসী ॥
গোকুল নগরে, কেবা কিনা করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা ॥
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে ?
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে ॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

১। চৌদিকে গগন—ঐ।

৯৪।

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্কছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস ?
মরণের সাথি যেই, সেকি ছাড়ে পাশ ?

৯৫।

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ ॥
সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী, (১)
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা ॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ ?

৯৬।

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,
এমনি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা ॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে ॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে ॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা ॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বরন্তরি হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে ॥

৯৭।

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদীর বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সি ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা ?
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা ?
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ ভাগী কোথা গেলে পাব ?
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

৯৮।

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।

১। এতেক কামিনী, আমি অভাগিনী—

সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥

৯৯।

সিন্ধুড়া।

সই একি সহে পরাণে?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে।
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি?
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথাই জীবনে জী॥
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল?
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জরজর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার?

১০০।

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল?
সই বলনা উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আচরিতে,
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী বচনে জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এবোল এছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥

---

৪৯ (১)।

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল॥
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যাবিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে কেবা কিনা করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে মরুক সে জনে
পর চরচায় থাকে॥

১০১।

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা!
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥

১। এই পদটী ৪৯ সংখ্যার পর পড়িতে হইবে।

এজ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥
তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

১০২।

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। (১)
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল (২)
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাস্যে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়। (৩)
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥ (৪)
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।

১০৩।

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এদুখ কহিব কাকে?
অন্য ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে গুয়া।
কোন কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রৈয়াছে শুয়া?

সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥

১০৪।

বড়ারী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই,
কণাকাণি শুনি এই কথা॥ (৫)
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥

১০৫।

সিন্ধুড়া।

এদেশে বসতি নৈল (৬) যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে?
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে (৭)।
কত না সহিব জালা এ পাপ পরাণে (৮)।
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১। "জন।" ২। "সুজন।" ৩। "ভাঙ্গিবে।" ৪। "অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥" পাঠান্তর।

৫। "সদাই শুনিতে পাই, কাণে কাণে কহে তুয়া কথা॥"—পাঠান্তর।
৬। "নাহি।
৭। "ননদীর রোলে॥"
৮। "শাশুড়ীর বোলে।"

১০৬।

তুড়ি।

এক জ্বালা গুরুজন (১) আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে (২) সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই (৩) কি হবে উপায়?
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১০৭।

ধানশী।

সই! না কহ ওসব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে (৪)
কালা হৈল (৫) জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া (৬)
যাইব গহন বনে (৭)॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

১০৮।

ধানশী।

সখিরে,—
মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চীত॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম (৮) ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যেজন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি,দেশে দে শ ফিরি(৯)
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের (১০) বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥

১০৯।

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমারা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিন যেখানে, যে সব পিরীতি—
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।

১। "ঘরে হৈল।" ২। "প্রাণ।"
৩। "কোথা যাব কি করিব"—পাঠান্তর।
৪। "অন্তর না ছাড়ে।" ৫। "সদা।"
৬। "কহিয়া বলিয়া।"
৭। "বিদায় হইব।" ইতি পাঠান্তর।

৮। "ধরম।" ৯। "মাথায় করিয়া দেশে দেশে যাব।" ১০। "গোকুল"—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা ॥

১১০।

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন ॥
সেরূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটী লইয়া যায় পাছে ॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসী।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি ॥
অলস আইসে, নিদঁ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হৈল অনুকূলে ॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ?

১১১।

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পারি ॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল ॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥

১১২।

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে (১) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম ॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুখ পরাধিনী বালা ?
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল ॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন ॥

১১৩।

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে ?
গোপত পিরীতি, না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে ?
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে ॥
সই এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল ?
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক,
তবু যে নাপানু হরি ॥
পুরুষ পরশ, হইল দুরস,
বিছরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, নাপাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥

১। পরসে—(সে—হিন্দী)—পরের সঙ্গে অথবা পর হইতে।

চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

১১৪।

ধানশী।

সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পরমনে দুখে॥

১১৫।

ধানশী।

সই তাহারে বলিব কি?
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী।
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া; কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতু,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

১১৬।

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জন্মে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই! এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
লেহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে আনলময়।

বনের মাঝারে, ছটফট করে,
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া, বাণ যে খইয়',
পশিতে তাহাতে পুন (১)।
গরল আনলে, শরীর বিবল,
শামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি, নাপায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে (২)।
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পীঁজরে,
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যাবিনে, না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী ?

১১৭।

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎ ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই জানি কি হইবে মোর ?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর ?
সেগুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত !
গুরুজনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত॥

১১৮।

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই এবড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা ?
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য নয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ ?

১।"জড়াজড়ি করিয়া পড়িতে তাহাতে যেন"—পাঠান্তর। ২। "রহিতে সহিছে মনে"—পাঠান্তর।

১১৯।

সিন্ধুড়া।

সখি কেমনে জীব গো আর!
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে?
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা?
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখিগো,
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরু জনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

১২০।

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া,
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুঃখ॥
সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল?
কানুর পিরীতি, কুলের করাত্তি,
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা॥
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এপাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ॥

১২১।

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষু রস গুড়!
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মূড়॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া, ভিয়াঁন করিয়া
এবে সে লাগিল সীঠ॥
মশল্লা আনিনু, আগুণে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভার।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ?

মল্লার।

১২২।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কেবলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কেবলে পিরীতি ভাল ? (১)
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী, বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এবধ কাহারে লাগে ?
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে (২) ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নব ঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপবিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

১২৩

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥

১। "শুন শুন দূতি, কি কহ মো প্রতি, বচন না লাগে ভাল।" ২। "আনন্দে"।

সখি! কি মোর কপালে (৩) লেখি
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু (৪)
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, (৫) দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত,
মরমে বহল শেল॥ (৬)

১২৪।

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা (৭)!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল ?
হাসিতে হাসিতে, পিরীত করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী (৮) পিরীতি করে।

৩। "করমে"। ৪। "উচল হইতে" নিচলে চাপিয়া"। ৫। "সেবিতে"।—পাঠান্তর।

।৬ পদকল্পতরুতে এই পদটি জ্ঞান দাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং ভণিতা এইরূপ—

"——পাইনু বজর তাপে। জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে"॥

৭। "সই লো এ বুকে"। ৩। পিরীতি মিরীতি এ দুই বচন, কে বলু পিরীতি ভাল"। ৮। "জন"।

তূষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি (১) পুড়িয়া মরে॥
হায় অভাগিণী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল (২) আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে (৩) সংশয় দেখি॥

১২৫

শ্রীরাগ।

পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব,
এদুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে॥
সখি! আর কি বলিব তোরে!
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর (৪)
এত দুখ দিল মোরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না করিব,
শয়ন স্বপ্ন মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি ত্যজিয়া,
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি পবন, পরশ লাগিয়া,
ত্যজিব নিকুঞ্জবাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে জানে চণ্ডীদাস॥

১২৬।

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব।
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কেহ তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি॥

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

১২৭।

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মনু॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এরসে ভুলেনা,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগোঁ এই বর, মরণ সফল,
কি আর এসব আশে?
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥

১২৮।

সুহই।

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতল দেহ মীঠ হবে কেন?
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে?

১। "অমনি"।
২। "সদাই ঝরয়ে।" ৩। "যে দুঃখ উঠিল, জীবন।"—পাঠান্তর।
৪। "সই আর না বলিবে মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর,

১২৯।

সুহই।

কেনবা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা বুঝিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃস্থত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এজনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

১৩০।

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা

১৩১।

গান্ধার।

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পর মুখে যেবা শুনে,
তেঞিত অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি আনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

১৩২।

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥

১৩৩।

গান্ধার।

কেনবা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি?
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি (১)।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥

১। আগি—অগ্নি।

আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥

১৩৪।

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে. তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট ফট, ঘূরুণি নিপট,
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাঁহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

১৩৫।

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়।
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয়?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা॥ ১
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

১। "হাসিতে বাসিতে গীতের ঝমরু এ বড় সুগড় পনা।" পাঠান্তর।

১৩৬।

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয়?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে॥

১৩৭।

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি?
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে (২) নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে (৩)॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে }
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে } ৪
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥

(২) "বাহিরে বেড়াতে"। (৩) "এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীতে।" (৪) "একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে। তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপ লোকে॥"

জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

১৩৮।

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর (১) মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ (২) না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানুপ্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরিতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

১৩৯।

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব একজন॥

১৪০।

সিন্ধুড়া।

মনের মরম জানিবে কে॥
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে।
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি শঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে?

১৪১।

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
আমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীলত বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে?
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ ১

১৪২।

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥

(১) "পাঙসের।" (২) "নিষেধ"।—পাঠান্তর।

১। "দারুণ পিরীতি সেই ধরয়ে পরাণে।"—পাঠান্তর।

এ ছার রসনা মোর   হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই   লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই   কত করু বন্ধ॥
তবু ত দারুণ নাসা   পায় তার গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব   করি অনুমান
পরসঙ্গে শুনিতে   আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার   ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া   কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই   ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা   কাহে জানি পুছ?

১৪৩।

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল   কুলবতী নারী?
সদা পরাধীন ঘরে   রহে একেশ্বরী॥
ধিক রহুঁ হেন জন   হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে   তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটী   কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি   ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুক্তি   ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন   ভাবহ উদাস?

১৪৪।

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ   কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমী কহি   সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি   নাহিক সংসারে।
এত দিন বুঝিনু সে   ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি   জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই   জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম   মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি   আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা   যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে   দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১৪৫।

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে,   পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে?
আপনি না বুঝে,   পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি,   পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত,   করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন,   করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক,   করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে,   মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন,   পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥

১৪৬।

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ,   মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান,   আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে,   উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার,   সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে,   পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত,   যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।

সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ওরূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

১৪৭।

তিওট, বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতর কপালে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিল রসিক-মূঢ় পুরুষের সনে (১)।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে ॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা ॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

১৪৮।

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই ॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায় ॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে
গালি পাড়িছ কেনে ?

১৪৯।

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে (২)।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ?
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥

১৫০।

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ!
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে কুলটা হইনু কুলে
জগত ভরিয়া রইল লাজ ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥

১। রাধা অরসিক নায়কের সহিত প্রেম সংঘটন না করাতে বিধাতাকে নিন্দা করিতেছেন। নায়ক রসিক হইলে, তন্মিলন সুখাবহ বটে, কিন্তু বিচ্ছেদ সমধিক যাতনাকর। কোন কবি কহিয়াছেন;—
"প্রেমৈব মা ভবতু চেৎ পথিকেন নৈব,
তত্রাপি চেৎ গুণবতা ন সহ কদাচিৎ
অস্তেব বা ন পুনরস্য কদাপি ভঙ্গঃ,
স্যাদেব বা ভবত্ববশ্যমদস্য মায়ুঃ।"

(২) "রহিতে না পারি ঘরে চিত উচাটনে"—পাঠান্তর।

পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥

১৫১।

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি মুরতি হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে?
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ রতন পিরীতি পরশ (১)
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি দিনু জলাঞ্জলি
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিনু কালা পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস মরমে রহল
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥

১৫২।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

১৫৩।

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,

---

(১) "পরাণ সমান পিরীতি রতন"

বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

১৫৪।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের (১) ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, (২)
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

১৫৫।

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকল পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

১৫৬।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এতিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে?
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে?
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি?
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর॥

(১) বৃক্ষের। (২) মন্ত্রে।

বিপ্রলব্ধা।

১৫৭।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারিনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এসব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান?
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

১৫৮।

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা। মরমে পাইয়া ব্যথা।
সজল নয়ান হৈয়া। রহে পথ পানে চাইয়া॥
ফুলশেজ বিছাইয়া। রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজর চাঁদনি রাতি। মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন। কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল। আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ। চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

১৫৯।

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় থো।
ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থর হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে॥

খণ্ডিতা।

১৬০

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥

নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি॥

১৬১।

বিভাস।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস?
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

১৬২।

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর॥
বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত!
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে (১) মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥

সাধিলা (২) মনের সাধ যে ছিল তোমারি (৩)
দূরে রহু দূরে রহু (৪), প্রণাম আমারি (৫)॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে (৬)॥

১৬৩।

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে,
যাপিলা যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালা রজনী?
নীল নলিনী আভা,
কে নিলে অঙ্গেরশোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গ খানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা ফাঁদ?
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী?
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাখি।
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে তুন আঁখি॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, একথা অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষভানু সুতা॥

১৬৪।

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥

২। "পূরালে"—হ লি পু।
৩। "কি আর বিচার"—প ক ত।
৪। "প্রণতি আমার"—প ক ত।
৫। "দূরে দূরে রহু বঁধ"—হ লি পু।
৬। "চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে

বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা॥
খর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

১৬৫।

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি!
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী?
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি?
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

১৬৬।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

রামকেলী।

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ (১)॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে?
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥

১৬৭।

প্রত্যুত্তর।

রামকেলী।

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা?
চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পীঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে॥
আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে?
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেঁথানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥

১৬৮।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন?

১। "অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ"—পাঠান্তর।

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

১৬৯।

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তুহুঁ এক রমণী শিরোমণি রসবতী
কোন্ ঐছে জগমাহ ?
তোহারি সমুখে শ্যাম সহ বিলসব
কৈছন রস নিরবাহ ?
ঐছন সহচরী বচন হৃদয়ে ধরি
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে মান তেয়াগল
উলসিত ছুহেঁ দোঁহা হেরি ॥
পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে ॥

১৭০।

সুহই।

শুন লো রাজার ঝি। লোকে না বলিবে কি ?
মিছই করসি মান। তো বিনু জাগল কান ॥
আনত সঙ্কেত করি। তাহা জাগাইলা হরি ॥
উলটি করসি মান। বড়ু-চণ্ডীদাস গান ॥

১৭১।

ধানশী।

ছিছি মানের লাগিয়া শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মুরতি,
পরশে শীতল হৈলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

প্রবাস।

১৭২।

ধানশী।

সখি রে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল ?
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল ?
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন ?
যে থাকে কপালে, করি একেকালে,
মিটাইব আখর তিন (১) ॥

১। হয় কুল মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমের সমীপে যাইয়া জন্মের মত "বিরহ" মিটাইব, অর্থাৎ শেষ করিব। নতুবা গরল ভক্ষণ পূর্ব্বক জন্মের মত "পরাণ" বা "পিরীতির" শেষ করিব। চণ্ডীদাস কোন বর্ণের সহিত "আকার" "ইকার" থাকিলেও তাহাকে একই অক্ষর বলিয়া গণনা করেন; যথা—"পিরীতি আখর তিন" তদনুসারে এস্থলে "আখর তিন," হয়, "বিরহ" নতুবা "পরাণ" (জীবন), বা "পিরীতি"।

১৭৩।

সুহই।

কানু অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে ?
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে ?
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে ?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে।
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে ?
দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে ॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে ?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে ॥

১৭৪।

সিন্ধুড়া।

সখি রে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা ॥
আমার মাতার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল ॥
কোন সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর ॥
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা ॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভর্ৎসয়ে,
কহি বড়ু চণ্ডীদাস ॥

১৭৫।

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে, করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥

১৭৬।

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি ?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি ?
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর ?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার ॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল ॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

মাথুর।

১৭৭

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখিরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই॥

১৭৮।

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল?
কে বা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, আনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের. মকর যেমন,
না জানে মীঠ কি তীত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত?
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার,সোণার প্রতিমা,ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে॥

১৭৯।

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই মুখ-ইন্দু॥
হে পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাস খত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

১৮০।

বেলাবলী।

রাইর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥
অব্ যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।

সখী পাঠাওল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

ভাবসম্মিলন।

১৮১।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান ॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া ॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি ॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা ॥
কোলেত করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি ॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কতজন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে ॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥

১৮২।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায় ॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায়ে হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥
সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব টুটায়ব কে ?
তোহারি গরবে গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ ?

১৮৩।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি !
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি (১) ॥

১। তোমার সালঙ্কার বচনই আমার অঙ্গরাগ জন্য ভূষণ স্বরূপ; আমি অন্য অলঙ্কার চাহি না।

চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার॥

১৮৪।

সুহই।

বধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী (১)॥
ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ওদুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর (২)।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর (৩)॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।

চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি (৪)॥

১৮৫।

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমিহে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায় (৫)॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

১৮৬।

সুহই।

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।

১। জাতি কুল শীল সকল মজাঞা হইনু তোমার দাসী॥—পাঠান্তর।

২। অবলা অখলে, না ঠেল চরণে, ত্রুটির নাহিক ওর।

৩। অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি, ক্ষমিতে উচিত তোর॥ একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে এই সকল পাঠ দৃষ্ট হয়।

৪। গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়। চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত নয়॥ পাঠান্তর।

যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়?
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥

রাগাত্মিক পদ *

১।

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
বস্থতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি ॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি পরকীয়া, যাহার কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত ॥ (১)

---

* রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত। এবং ইহাদের সাধন প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক।" ইহার বিস্তারিত বিবরণ "চৈতন্য চরিতামৃত" ও "বিবর্ত্ত বিলাসে" দ্রষ্টব্য।

১। "বস্থতে গৃহেতে" ইত্যাদি হইতে। "প্রমাদ হবে" পর্য্যন্ত পদের ভাবার্থ "বিবর্ত্ত বিলাস" গ্রন্থে এইরূপ আছে ;—
"বস্থ শব্দে পৃথ্বী কহি একুল আকার।
আছে সে গুহ্য দেশে প্রকৃতি সবার ॥
গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।
বস্থতে গৃহেতে যুক্ত করি পঞ্চবাণ সঙ্গ ॥
* * * * *
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খোদিবে।
ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে ॥
* * * * *
দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয় ॥
দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে।
ভীমরুল আদি পুত্র কন্যা উঠিবে তাহাতে ॥
তাহার সহিত যজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়।
বিবাহ করিতে মানা বাশুলী কহয় ॥
৪ র্থ বিলাস।

২।

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।

ব্রজ বিনা ইহা নাজানে অন্য॥

দুই রসিক হইলে জানে।

সেই ধন সদা যতনে আনে॥

নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।

রাগের উদয় এই সে রীতি॥

রাগের উদয় বসতি কোথা।

মদন মাদন শোষণ যথা॥

মদন বৈসে বাম নয়নে।

মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥

শোষণ বাণেতে উপানে চাই।

মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥

স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।

চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥

৩।

রসিক রসিক, সবাই কহে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক (১) হয়॥
সখি হে রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলী পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে,
উছলিয়ে বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

৪।

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধ্বনি॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

৫।

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবেত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ, জানে কোনজন,
কেমন মরণ সেই।

১। কোটি জনের মধ্যে গুটিকতক পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি।

যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছট ফটি,
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥

৬।

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে ॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি ॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি ॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য ॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারণ্যামৃতে স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম।

৭।

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলি আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা ॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে ॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কিমতে পাই ॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি ॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥
দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে ॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সুতা দিয়া, তাহায় চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল ॥

৮।

মরম কহিতে ধরম না রয়,
নাহি বেদ বিধি রস।
সতী যে হইবে, আগুনি খাইবে,
না হবে অন্যের বশ ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভব নদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কাম রতি, হবে অন্য পতি,
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।

সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
অন্যের পরশে, সিনান করিব,
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতী মাঝে ॥

৯।

শুন রজকিনি রামি!
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি, বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

১০।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন ॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে ॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥
রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ;
চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস ॥

১২।

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়?
কেমন বরণ, কিসের গঠন?
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিল.
শুন বৃকভানু ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি?
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গদ্য পদ্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥

১৩।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে ॥

পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগ মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ?
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদ্গারিল কে?
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

১৪।

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটী আখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥
অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥ (১)

১। আমাদিগের প্রতিপাদিত অর্থ এই;—

"চৌদ্দ ভুবন"—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

"ভুবন তিন"—ভাব,কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট। কবির রীত্যনুসারে এ স্থলে অক্ষর গণনা হইয়াছে; তৎপ্রমাণ "পিরীতি—আখর তিন।"

"দুইটী আখরে"—ভাব। ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী আখর—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কানন স্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর; বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটী আখর "ভাব।"

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

"পঞ্চরস"– শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—ভাবকান্তি বিলাসের পর "জ্ঞ" এই বর্ণ যুক্ত হইয়া, "ভাবকান্তি বিলাসজ্ঞ" শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃই হৃদয় "কনক আসন" রূপে ব্যক্ত হয়।

"পঞ্চরস" ইত্যাদি—প্রাগুক্ত পঞ্চরস মধ্যে, চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস প্রধান। তৎপ্রমাণ, "সব রস সার শৃঙ্গার এ" ইত্যাদি পদ।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা ;

"চৌদ্দভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

"ভুবনতিন"—ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা।

"সপ্ত আখর"—রাধা, রমণ, কুঞ্জ।

"দুইটি আখর"—রাধানামে (বৈষ্ণবদিগের) নিত্য প্রীতি জন্মে।

"তিনটী আখর"—রমণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ।

"অষ্টম আখর"—"স্থ"। অর্থাৎ রাধরমণ কুঞ্জস্থ।

উক্ত জেলার অন্তর্গত সাকুল্লিপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের সারাংশও নিম্নে প্রকটিত হইল।

"চৌদ্দভুবন"—সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহল্লোক,জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক, এই সপ্ত স্বর্গ। অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল।

"ভুবনতিন—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

"সপ্ত আখর" ইত্যাদি—হাস্যোঽদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়। পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥ ইতি চৈতন্য চরিতামৃত। এই অন্তরা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"দুইটী আখর" ইত্যাদি—এস্থলে মধুর রস। দ্বিধা, অর্থাৎ "কেবলা" ও "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা।"

"তিনটী পরশে" ইত্যাদি—এতদ্দ্বারা মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর রাগোৎপত্তির ত্রিবিধ লক্ষণ, অর্থাৎ পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, ও কাম লিখন ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—এপদে হৃদয়কেই বুঝাইতেছে। দুইটী আখর পাঁচের পর"—এই সঙ্কেত করিয়া সাধ্য বস্তুর সাধন কার্য্যে লিপ্ত হইতে কহিয়াছেন।

"কনক আসন" ইত্যাদি—সাধন কার্য্য সিদ্ধ হইলে, হৃদয় শুদ্ধ হইয়া কনকাসন স্বরূপ হইবে।

"মনসিজরাজা"—অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মহাজন পদাবলী সংগ্রহ প্রথম ভাগের অন্তঃস্থিত ২য় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণ

——o——

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ

অর্থাৎ

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত সত্যনারায়ণের পালা। *

বন্দনা।

গুরুং গণপতিং গৌরীং গঙ্গেশং গরুড়ধ্বজং।
নত্বা শ্রুত্বা সুচরিতং প্রাহ রামেশ্বরঃ সুধীঃ॥

সত্য সত্য সত্যপীর সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রত কথা॥
রসাল রসিক-প্রিয় রমাইব রাগে (১)।
বৃন্দারক বৃন্দকে (২) বন্দনা করি আগে॥
গুরুগণ গণেশে হইয়া প্রণিপাত।
বন্দো বহ্নি বিপ্র বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ॥
ত্রিসাবিত্রী (৩) সিন্ধুপুত্রী (৪) সরস্বতী শিবা।
ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য রাত্রি দিবা॥
কামাখ্যারে করি নতি ধর্ম্মরাজ যুতা (৫)।
সসর্প মনসা বন্দো মহেশের সুতা॥
অষ্ট সিদ্ধি (৬) নব গ্রহ দশ দিক্‌পাল।
বন্দো বর্ণ (৭) পঞ্চাশৎ পরম রসাল॥
প্রণমিব পরাৎপর-পদাব্জ-যুগলে।
কূর্ম্মানন্ত অবনী অম্বুধি অষ্টাচলে॥
ত্রিলোক-তারিণী বন্দো তুলসী সুন্দরী।
গোলোক সহিত বন্দো চতুর্দ্দশ পুরী (৮)॥
গঙ্গা আদি তীর্থ ক্ষেত্রে হয়া দণ্ডবৎ।
কামরূপ আদি বন্দো পীঠ পঞ্চাশৎ (৯)॥
সায়ুধ বাহন আর রণ-পরিবার।
দশ মহাবিদ্যা বন্দো দশ অবতার॥
গোকুলে গোবিন্দ বন্দো গোবর্দ্ধন ধারী।
প্রণমিব প্রভুর প্রেয়সী যত নারী॥

---

* প্রধান আদর্শ পুস্তক সন ১১৬২ সালের লিখিত।

১। রসিকতা প্রিয় রসযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গানে প্রমোদিত করিব। রাগে—গানে। রমাইব—প্রমোদিত করিব। রমণ—প্রমোদ।

২। দেবতা সকলকে।

৩। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে সাবিত্রী অথবা গায়ত্রী উচ্চারণ দ্বারা সন্ধ্যা-কার্য্য হয়; সেই ত্রিকালিকী সাবিত্রীকে বন্দনা করি। পরে এইরূপে ত্রিকালিকী সন্ধ্যাকেও বন্দনা করা হইয়াছে। "ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র"।

৪। যমুনা।

৫। ধর্ম্মরাজ যুক্তা।

৬। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ "অষ্ট বসু"।

৭। ক খ গ ঘ প্রভৃতি পঞ্চাশ বর্ণ।

৮। পুরী—লোক, অর্থাৎ চৌদ্দ লোক।

৯। কামরূপ এবং আর পঞ্চাশ পীঠ; সর্ব্বশুদ্ধ ৫১ পীঠ।

বলরাম আদি ব্রজ বালক সকল।
বৃন্দাবন আদি বন্দো বিহারের স্থল ॥
কলিন্দ-নন্দিনী (১) বন্দো কদম্ব কানন।
বন্দো বংশী বট তট পরম কারণ ॥
অষ্ট সখী অষ্ট কুঞ্জ অষ্ট কুঞ্জ সার।
অষ্ট মনোরম ঘটে ঘটিত যাহার (২) ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বন্দো বংশীবর-ধারী।
তাঁহার দুর্লভ (৩) বন্দো ব্রজেন্দ্র কুমারী ॥
পরম সাদরে বন্দো তাঁর পঞ্চরস।
তথাপি মাধুর্য্য বন্দো গোপিকার বস (৪) ॥
সখ্যভাবে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শেষ করি।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য মনোহারী (৫) ॥
বাৎসল্য ভাবেতে ভজে ব্রজেন্দ্র-গোপিনী (৬)।
সুবলাদি সখ্যে, শান্ত (৭) শনকাদি মুনি ॥
রাধিকা রসের সার সব পূর্ণ ভাব (৮)।
প্রেম-হেম দানে (৯) কৃষ্ণ যারে হৈলা লাভ॥
প্রণমিব অষ্টরাগ রসিকের রাগে (১০)।
রাগাত্মিকা ভক্তিকে (১১) বন্দনা করি আগে॥
অর্চ্চনাদি নয় ভক্তি বন্দো সাবধানে।
মোহান্তে যোগেন্দ্র যাতে করয়ে ধেয়ানে (১২)॥
বন্দিব জননী পদ্ম পরম কারণ।
যাঁহার প্রসাদে দেখি এসব সৃজন ॥
জনক জননী মধ্যে আগে বন্দো মা।
এতিন ভুবন মধ্যে সার যাঁর পা ॥
বন্দিব জনক পদ জনমের দাতা।
চতুর্বর্গ সিদ্ধ যাঁর সেবায় সর্ব্বথা ॥
জগতের সার মাতা পিতার চরণ।
যেবা নাহি ভজে তার নিষ্ফল জীবন ॥
কহে রামেশ্বর বাক্য না করিহ হেলা।
ভবাম্বুধি মধ্যে মাতা পিতা পদ ভেলা ॥ ১ ॥

অতঃপর নবদ্বীপে বন্দিব নিমাই।
অধম জনার বন্ধু তিঁহ বিনে নাই ॥
অদ্বৈত গোঁসাই বন্দিব সাবধানে।
প্রকাশিলা যিঁহ হরিনাম দয়াবানে ॥
বন্দো বীরভদ্র বীর নিত্যানন্দ নাম।
প্রেম-হেম দানে যিঁহ পূর্ণ কৈলা কাম ॥
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
সারেঙ্গ গোঁসাঞী বন্দো পরম সানন্দ ॥

১। কালিন্দী—যমুনা।

২। অর্থগ্রহ হইল না।

৩। তিনি অর্থাৎ বংশীবর-ধারী শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অর্থাৎ যে ব্রজেন্দ্র-কুমারীকে দুর্লভ জ্ঞান করেন।

৪। এই পদের কোন সহজ অর্থ হয় না। বোধ হয় অন্য কোন শব্দ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবে। বস্থ শব্দের অপভ্রংশ বোধ করিলে অর্থ সঙ্গতি হয়।

৫। ইহারও পূর্ব্ব চরণের সহজ অর্থ হয় না। ৬। যশোদা।

৭। শান্তভাবে। ‘ভজে’ ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। ৮। রাধিকাতে সকল ভাব পূর্ণ রূপে আছে। ৯। প্রেমরূপ সুবর্ণ দান দ্বারা যিনি কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

১০। রসপ্রিয় ব্যক্তির অনুমোদনীয় সুরে কিম্বা ভাবে।

১১। রাগ অর্থ অনুরাগ। ভক্তিতে অনুরাগ অংশই প্রবল। অথবা আর এক অর্থ হয়,—রাগ অর্থ সুর; ভক্তি সুর সহকারেই প্রকাশিত হয়, অতএব ভক্তি রাগাত্মিকা।

১২। যোগ মার্গ অপেক্ষা ভক্তি মার্গ শ্রেষ্ঠ। যোগেন্দ্র শিব যোগের মোহেতে মুগ্ধ থাকিয়া, সেই মোহের অবসান হইলে যে নয় ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন, সেই নয় ভক্তিকে বন্দনা করি।

সার্ব্বভৌম বন্দো সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ।
প্রভুর সহিত যাঁর হৈল বদাবদ (১)॥
ষড়্ভুজ দেখায়া প্রভু দিলা দরশন।
তবে সে বিস্ময় হৈলা সার্ব্বভৌম মন॥
অতঃপর বন্দিব প্রভুর তিন লীলা।
আদ্য অন্ত মধ্য এই তিন বিরচিলা॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দো আমি তার ভাই(২)।
স্বর ভঙ্গ কর যদি পীরের দোহাই॥
ষষ্টি মহাকাল আদি ক্ষেত্রপাল যত।
উপদেব বৃন্দকে বন্দনা শত শত॥
বন্দো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাগণ।
যত ব্রহ্ম ঋষি দেব-ঋষির চরণ॥
অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ।
ত্রিদশের চতুর্দ্দশ ভুবনের ভূপ (৩)॥
পরে সত্যপীর বন্দো বলে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদা বাটী যদুপুর গ্রাম॥ ২।

সত্যপীর বন্দনা।

জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেব দেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
তোমার চরণে প্রণিপাত।
সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব ময়, চারু চরাচর চয়, (৪)
চন্দ্রচূড়-চিন্ত চিন্তামণি।
পূর্ব্বে হৈয়া দশ মূর্ত্তি, করিলে অকথ্য কীর্ত্তি
সত্যপীর হইলে ইদানী॥
ছয় দরশনে কয়, এক ব্রহ্ম দুই নয়,
জন্য জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট, হৈন্দবী করিল নষ্ট,
দেখি রোহিম বেশ হৈলা রাম (৫)॥
দুষ্ট দেখি দূরে পরিহার।
ব্রাহ্মণে বলিয়া ভেদ, ঘুচালে লোকের খেদ,
রক্ষা কৈলে সৃষ্টি আপনার॥
এক দিলে(৬) অল্প ধনে যে তোমারে সিন্নিমানে
হাসিল করহ তার কাম (৭)।
আমি অতি মূঢ় মতি, কি জানিব স্তুতি নতি
নিজ গুণে উর গুণধাম॥
দরিদ্র দ্বিজের কাছে, পূর্ব্বকালে সত্য আছে
আত্মবাক্য পালিবে আপনি।
নায়েকের হৈয়া তুষ্টি, সিন্নিতে করহ দৃষ্টি,
শুন আপনার ব্রত বাণী॥
দুঃখ বিনাশিনী তথা, তোমার মঙ্গল কথা(৮)
যে গায়, গাওয়ায়, যেবা শুনে।
তুমি রক্ষা কর তারে, মহামারে মহাঘোরে,
মহাবনে, রণে, রিপু-স্থানে॥
দৃঢ় ভক্তি হৈলে আর, পাতক না থাকে তার,
মনোরথ সিদ্ধ হাতে হাতে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,
হরি বল পীরের পীরিতে॥ ৩।

গ্রন্থারম্ভ।

সর্ব্ব লোক শুন শুন সর্ব্ব লোক শুন।
সত্যপীরে স্মর, সিন্নি দেহ পুনঃ পুনঃ॥

১। বদাবদ—বাদাবাদি।

২। ডাকিনী যোগিনীগণ শক্তিরূপা ভগবতীর অনুকারিণী; সেই শক্তিরূপা ভগবতী আমার মাতা, অতএব ডাকিনী যোগিণীগণ আমার ভগিনী তুল্যা, আমি তাহাদের ভ্রাতা। গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়। অর্থাৎ ডাকিনী যোগিণীগণ আমার কোন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন।

৩। ত্রিদশ অর্থাৎ স্বর্গ ও সমুদায় চৌদ্দ লোকের রাজা।

৪। চারু চরাচর চয়—সুন্দর বিশ্ব সকল; তুমি সকলেতেই আছ।

৫। "দেখিয়া রহিম হৈলা রাম"—পাঠান্তর। ৬। দিল্—মন। ৭। কাম—কামনা। ৮। তোমার কথা, মঙ্গল কথা এবং দুঃখ বিনাশিনী কথা।

প্রবল প্রতাপ প্রভু পাপ-তাপ-হারী।
যেরূপে জাহির পীর নিবেদন করি।
দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশ পুর।
তাহে এক বিপ্র ছিল বড়ই বিদুর (১)॥
খেতে চারি চালু নাঞি, চালে নাঞি খড়।
তিঁহ প্রভু পীর পুত্র তাঁর পায় গড়॥
আপনি অত্যন্ত যতি, সতী সীমন্তিনী।
দামোদরে দৃঢ় ভক্তি দিবস রজনী॥
লঙ্ঘনে বঞ্চন (২) কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কৃষ্ণ ভক্ত সুদামার সকলি লক্ষণ॥
আপনি অতিথি-প্রিয় ততোধিক প্রিয়া।
আত্ম উপবাস অন্ন অন্য জনে দিয়া॥
জঠরের জ্বলনে যখন জীউ যায়।
তখন মগন মন মুকুন্দের পায়॥
কত কালে কৃষ্ণ পাব ভাবে দিবা রাতি।
বান্ধিল প্রেমের পাশে অখিলের পতি॥
তবে প্রভু মায়া কৈল ব্রাহ্মণের সঙ্গ।
কদাচিৎ ভজনে ভক্তির নাঞি ভঙ্গ॥
নানা রূপে বিড়ম্বিয়া (৩) হরিলেন হরি।
ভক্ত বটে কলিতে কিরূপে কৃপা করি॥
ভিক্ষা ভাঙ্গি ভক্তি বুঝি ভ্রমি সাথে সাথে।
পীর হৈয়া পশ্চাৎ প্রত্যক্ষ হব পথে॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষাতে যায় তাতে হৈল মায়া।
যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া॥
ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে।
কেহ ঘরে নাঞি, কেহ থাকিয়া না শুনে॥
কেহ কহে ফিরে মাগ প্রসবেছে নারী (৪)।
কেহ কহে নিত্য কি তোমার ধার ধারি॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে দূর দূর।
মারিতে চলিলা কেহ হইয়া নিষ্ঠুর॥
প্রতি ঘরে ভ্রমি ভিক্ষা না পায়া (৫) নগরে।
"দাতা কৃষ্ণ কোথা" বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
বাটী বাটে (৬) গিয়া মাঠে অপরাহ্ন কালে।
বিষাদে বসিল বিপ্র বট বৃক্ষ তলে॥
কে করিবে আশ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ছাড়ে।
ছল ছল চক্ষু জল টস্ টস্ পড়ে॥
ধৈরজ না ধরে দ্বিজ ধৈরজ না ধরে।
বাড়িল বিবেক বড় ব্রাহ্মণীর তরে॥
বুভুক্ষিতা বনিতা বাটীতে বাট চায়া।
কেন প্রভু হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়া॥
সত্ত্ব গুণে সবার পালন কর্ত্তা তুমি।
অবনীতে অপাল্য অধম মাত্র আমি॥
মাগিলে না পাই মুষ্টি রিক্ত হস্তে যাই।
পূর্ব্বকৃত পাপে এত পরিতাপ পাই॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
পরলোকে প্রভু পরিত্রাণ কর তুমি॥
আপনাতে আরোপিয়া অধমতা ভ্রম।
তিতিক্ষায় কৈল তনু ত্যাগ উপক্রম॥
দাসদুঃখ দেখি দামোদরে হৈল দয়া।
সর্ব্বথা সাক্ষাৎ হব দিব পদ ছায়া।
ফকীর ফিকিরে উরে (৭) নবঘন শ্যাম।
হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥ ৪

দ্বিজবরে দিতে বর, কলি হেতু সত্বর,
মাধব হইলা পীর।
ফকীর সাজে, জগত বিরাজে,
অদ্ভুত কৃষ্ণ শরীর॥

১। দুঃখী। ২। বঞ্চন—থাকা।

৩। বিড়ম্বনা—ছলনা করিয়া।

৪। আদর্শ পুস্তকে এই রূপ বানান আছে—"কেহ কহে ফিরা্যা মাগ প্রশব্যাছে নারী।"

৫। পায়্যা চায়্যা হয়্যা করা্যা তখনকার এই রূপ বানান। স্থানে স্থানে আমরা ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া এখানকার বানান লিখিব।

৬। বাটী বাটে—বাড়ি যাইবার পথে। বাট—পথ।

৭। ফকীর বেশে প্রকাশিত হইলেন। ফিকির—কৌশল। অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ একটী কৌশলের মধ্যে গণ্য।

যুবত্ব বয়েস, সুবেশ (১) মহেশ,
বিধুমুখে মধুরিম (২) হাসি।
মস্তক উপর, পাগ মনোহর,
নানাভরণ বিলাসী॥
বড়ি বড়ি কৌড়ী (৩) গ্রন্থিত গুধড়ী (৪)
ছাগ ছাল থলি থাল দণ্ড।
প্রবাল তাড়ি ফল, মুকুতা(৫) ঝল মল,
মালা মণ্ডিত গণ্ড॥
ঘণ্টা রণ রণ, জিগীর (৬) ঘন ঘন,
ঝন্ ঝন্ জিঞ্জির শব্দ।
রামেশ্বর বলে, বসিয়া বট তলে,
ব্রাহ্মণে লাগিল স্তব্ধ॥

৫।

কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈ খুব ফকীর হঙ্ লেগা মেরে দুওয়া (৭)॥
তেঁই বাওয়া বক্তার (৮) ধরম আত্মা দেখা তুঝে।
মৈঁ ভুখা ফকীর হঙ খিলাও কুছ মুঝে॥
তমাম্ দুনিঞা দেখা সবি ইমান্ ছুটা (৯)।
কাঁহা কহি খয়রাত ন করে এক মুঠা॥

দ্বিজ বলে দেওয়ান ও কথা কও কাকে।
মনস্তাপে মরিতে বসেছি ঐ পাকে॥
কলি হইল প্রবল মজিল ধর্ম্ম পথ।
দেওয়ান কহেন বাওয়া কহো হকীকত(১০)॥
নিজ দুঃখ (১১) কয়া দ্বিজ করেন রোদন।
নারিনু খাওয়াতে আমি বড় অভাজন॥
মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইলে মিছে।
ধর মোর বসন অশন কর বেচে॥
বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া বলে বাছা।
দুনিঞা মে এসাভি আদমি রহে সাঁচা(১২)॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে।
রাত্ দিন্ যৈসা তৈসা দুখ্ সুখ্ হোয়ে(১৩)
জানা গেয়া বাত বাওয়া জানা গেয়া বাত।
কাপরাত (১৪) লেও ভালা আও মেরা সাত॥
জওত সত্যপীর মৈরা জওত সত্যপীর (১৫)।
তেরা দুঃখ্ দূর করো তও হাম্ ফকীর॥

১। বোধ হয় রচয়িতার লিখন, "মহেশ" কিন্তু আমাদের আদর্শ সকল পুস্তকেই "মহাশয়" পাঠ ধরা হইয়াছে।

২। সুমিষ্ট।

৩। বড় বড় কড়ি।

৪। গুধড়ী—বস্ত্র। গ্রন্থিত গেরো দেওয়া। ছিন্ন বস্ত্র সকলকে গেরো দিয়া গায়ে দেওয়া ফকীরদিগের সাধারণ বেশ।

৫। মুক্তার ন্যায় ঝলমল করে, এমন প্রবাল অর্থাৎ পলা ও তাড়ি ফলের মালাতে তাঁহার গণ্ড মণ্ডিত। গণ্ড—গলা; মণ্ডিত—ভূষিত।

৬। জিগীর—চীৎকার স্বর। ভিখারী যোগ্য। ৭। দুয়া—আশীর্ব্বাদ।

৮। বক্তার—সৌভাগ্যবান্।

৯। ইমান—ধর্ম্ম; ইমানছুটা—ধর্ম্মহীন।

১০। হকীকৎ—যথার্থ বৃত্তান্ত।

১১। আদর্শ পুস্তকের অনেক স্থানে "দুস্খ" বানান আছে। আমরা সর্ব্বত্রই "দুঃখ" বানান দিলাম।

১২। এমন খাঁটি (ধর্ম্মনিষ্ঠ) লোকও পৃথিবীতে আছে?

১৩। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা বাঙ্গালাতে লেখা কঠিন। যথার্থ হিন্দীর বানান বাঙ্গালাতে অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য এই সকল পয়ারের (পদের) বানান এক এক লোকে এক এক প্রকার লিখিয়াছেন। আমরা যতদূর হিন্দী বানানের সহিত মিল রাখিতে পারি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল পদ লিখিলাম। হিন্দীর "হোবে" কথাকে আমারা "হোয়ে" লিখিলাম। কারণ অন্তঃস্থ ব লিখিবার রীতি বাঙ্গালাতে নাই। এইরূপ অন্যান্য স্থলে কিছু কিছু রূপান্তরিত হিন্দী লিখিত হইল।

১৪। পূর্ব্ব কাপড়।

১৫। জওত—জীবিত অর্থাৎ জাগ্রত।

এসা কুছ হুজুর বাতায় দেও তোয়।
কিয়ে পিছে সিতাব খয়ের খুব হোয় (১)॥
সত্যপীর পাওমো একিদা করো দিল্ (২)।
সাহেব করেগা তেরা নিয়ত হাসিল্ (৩)॥
আপসেঁ চালায় দেও সিরিনিকে মদ্দ্ (৪)।
কোহি তেরা হুকুম করেগা নাহি রদ্॥
জিস্কো তেঁ যো কহেগা সোহি হোগা সহি (৫)।
পীর বরাবর (৬) হোগা করো যাকে এহি॥
দ্বিজ বলে দেওয়ান কহিলে মহাশয়।
যবনের কার্য্য সেত ব্রাহ্মণের নয়॥
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্য।
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্য॥
দেওয়ান কহেন শুন গেয়ান কি বাত (৭)।
রাম রহিম দোয় (৮) নাম ধরে এক নাথ (৯)॥
অভেদ তোমারে কহা শাস্ত্রকি সার।
তুমে ভেদ ভলা নহি করোত একৃত্যার (১০)
এত শুনি মনে মনে বিস্ময় ব্রাহ্মণ।
আপাদ পর্য্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ॥
চকিতে চকিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ।
দেখিতে দেখিতে হৈল ব্রাহ্মণের বেশ॥
নিদান জানিল প্রভু ভকত-বৎসল।
ধরণী লোটায়ে ধরে চরণ কমল॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সকরুণে কয়।
ছাড় মায়া, কর দয়া, দেহ পরিচয়॥

হাসিতে হাসিতে হরি দ্বিজে কন তবে।
নিদান আমার তুমি পরিচয় লবে॥
বিধি বড় ভাই মোর মহেশ অনুজ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চতুর্ভুজ॥
কংস কেশি মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম॥
পরাপর চরাচর আমি সে যাবন্ত।
সুরপুরে শক্র আমি পাতালে অনন্ত॥
ফকীর হইয়া আসি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ॥
দ্বিজ কহে যত কহ শুনি বিপরীত।
পীরের সিন্নিতে বা বিষ্ণুর কেন প্রীত॥
জিঁহো প্রভু পরমাত্মা তিঁহো কেন পীর।
তুমি বা ফকীর কেন ব্রাহ্মণ শরীর॥
প্রভু কহে ভাল জিজ্ঞাসিলে শুন বলি।
পরীক্ষিত পতনে প্রবল হৈল কলি॥ (১১)
একদিন সেই পরীক্ষিত ক্ষিতিনাথ।
মৃগয়াতে কলি ক্রিয়া দেখিলা সাক্ষাত॥
তরাসে গোরূপ ধর্ম্ম, কলি হৈয়া নর।
নির্ঘাত প্রহার করে গোরুর (১২) উপর॥
তিন পা ভেঙ্গেছে আছে এক পায় উবু।
সেই পায় নির্ঘাত প্রহার করে তবু॥
দেখি কোপে কাঁপে রাজা না জানি বিশেষ।
গোরু মেরে পাপিষ্ঠ পতিত কৈল দেশ॥
খড়্গ ধরি কাটিতে ধাইল মহাবল।
দেখিয়া বিস্ময় কলি হাসে খল খল॥ (১৩)

১। কিয়ে পিছে—করিলে পর। সিতাব খয়ের—ঐহিক মঙ্গল।
২। দিল্—মন। একিদা—একনিষ্ঠ।
৩। হাসিল—প্রসিদ্ধ; ভাল।
৪। মদ্দ্—পদ্ধতি। সিন্নির প্রথা প্রচলিত করিয়া দেও।
৫। সহি—সত্য, সাব্যস্ত।
৬। পীরবরাবর—পীরের সমান।
৭। জ্ঞানের কথা।
৮। দোয়—দুই।
৯। এক নাথ—এক ঈশ্বর।
১০। একৃত্যার—স্বীকার।

১১। "মোক্ষমার্গ মারা গেল কাল হৈল কলি।" ইতি পাঠান্তর।
১২। "গোরূপ" ইহাও কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়—কোন কোন প্রদেশ ভাষায় গোরূপ অর্থ গোরু।
১৩। "কাটিতে যাইতে কলি খল খল হাসিল।
ইহা দেখিয়া রাজার বিস্ময় হইল॥" পাঠান্তর।

(১) শুন রে অবোধ আমি বধ্য নহি তোর।
ইহাতে ঈশ্বর-দত্ত অধিকার মোর॥
গোরু নহে ধর্ম্ম এই কলিকাল আমি।
বধিব ইহারে বল কি করিবে তুমি॥
রাজা বলে কি বল তোমার নাম কলি।
অল্প দিনে এখনি এতেক ঠাকুরালি॥
ভাল হৈল অনায়াসে পাইনু তোর দেখা।
দুর্জ্জন তর্জ্জন, আমি সজ্জনের সখা (২)॥
যার দত্ত অধিকারে ধর্ম্ম হিংস তুমি।
সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কিঙ্কর হই আমি॥
সদা ভাগবত কথা সভাতে আমার (৩)।
মোর অধিকারে অধিকার কি তোমার॥
আমি, শুকমুখে শুনেছি সকল বিবরণ।
কলি ব্যাধি প্রতি কৃষ্ণ-রস রসায়ণ (৪)॥
এত শুনি কলি করিলেন হেট মাথা।
কহ তবে আমার ভোগের স্থল কোথা॥
বাছিয়া নৃপতি চারি স্থল দিলা তারে।
সুরা, শুনা, (৫) সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকারে॥
ধর্ম্মেরে নিস্তার করি রাজা গেলা ঘর।
সেই হৈতে ধর্ম্ম ছাড়া এই চারি নর॥
এখন দমনকর্ত্তা পরীক্ষিত নাই।
ধর্ম্মনাশে কলির বিস্তর হইল ঠাঞি॥
কত কালে কলি করিবেন একাকার।
যবনাদি জাতি ভেদ না থাকিবে আর।
আজি কত অনীত হইল উপস্থিত।
ব্রহ্ম বৈশ্য ক্ষত্র শূদ্র স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত॥
বিধবা করিল ভ্রূণ হত্যা অনিবার।
নিরামিষ্য ছাড়ি, মৎস্য কর্কটী (৬) আহার॥
কহিতে কলির কথা কাঁপে কলেবর।
অগম্যেতে গমন করিল কত নর॥
যে জন সধন তার পূজা সর্ব্ব ঠাঞি।
নিস্পৃহের অনাদর অন্ন জুটে নাই॥
পাপে পরিপূর্ণা পৃথ্বী হরিলেন শস্য।
প্রজার উপর হ'ল রাজার দুর্দৃশ্য (৭)॥
দেখিছ সকল, জান(৮) ব্রাহ্মণ তনয়।
সংক্ষেপে কহিনু কলি মাহাত্ম্য নির্ণয়(৯)॥
আর সিদ্ধি শুদ্ধি বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি নাই পাপে।
প্রভু হয়ে পীরত্ব পেলাম এই তাপে॥
নাম ভেদ তাহাতে নৈবেদ্য মাত্র ভেদ।
পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ॥
প্রকারে পাপিষ্ঠ নরে করিতে নিস্তার।
আইনু তোমার কাছে কর অঙ্গীকার।
তুমি ভক্ত দেবে মুক্ত অনুরক্ত মোরে।
প্রক শিয়া পথ পরিত্রাণ কর নরে॥

১। কলি হাসিয়া বলিল, পূর্ব্ব পদের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ।

২। আমি দুর্জ্জনের দমনকারী এবং সজ্জনের প্রতি সখার ন্যায় হই।

৩। "সদত ভারত কথা সভাতে আমার" ইতি পাঠান্তর।

৪। কলিরূপ ব্যাধির প্রতিকারার্থ কৃষ্ণ কথা রসায়ণ স্বরূপ।

৫। সুরা—সুঁড়ি; শুনা—হত্যাকারী, জল্লাদ।

৬। কর্কটী—কাঁকড়া। ৭। দুদৃশ্য—কুদৃষ্টি। (৮) দেখিছ, অতএব জান। ৯। কোন কোন পুস্তকে কলির এইরূপ বিস্তার বর্ণনা দেখা যায়।—

বুদ্ধি নাশে কলিকল্প গৃধ্নু সভাসদ।
ঘরে ঘরে ঘোটনা আফিঙ্গ ভাঙ্গ মদ॥
স্বামী প্রতি তুচ্ছ বুদ্ধি করে সব নারী।
পুরুষ সকল হৈল স্ত্রীর আজ্ঞা কারী॥
প্রতিদিন সযত্নে ঘুচালে মল মূত্র।
হেন বাপ মায় ছাড়ি ভিন্ন হৈল পুত্র॥
ম'লে জলাঞ্জলি নাঞি দেয় তিন কুশে।
লক্ষ্মী হৈলা নীচ প্রিয় ছাড়ি সুপুরুষে॥
পুত্রের সম্পত্তি যদি লুটে খায় ভূতে।
বধুর ডরে মায়ের যোগ্যতা নাই ছুঁতে॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত।
ভক্তি মুক্তি লভিতে অনেক আছে পথ॥
সে পথে যাইতে যার বল বুদ্ধি খাট।
তারে লয়ে কালক্রমে লঘু পায় (১) রট॥
তুমি সিন্নি দেহ আগে যাহ নিজালয়।
পৃথিবীতে পূজার প্রচার তবে হয়॥
আজি হৈতে আর ভিক্ষা না মাগিহ তুমি।
হের ধর রত্ন পঞ্চ * দিয়া যাই আমি॥
প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয়।
বহু স্তুতি নতি করি করপুটে কয়॥
কোথা দিব, কিবা সিন্নি, কার আবাহন।
কিবা ঋদ্ধি (২) হয় সিদ্ধি(৩)মহিমা কেমন॥
সবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে।
বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোহর স্থলে॥
গোময়েতে সুন্দর সংস্কার করে স্থান।
আলিপনা দিবে ধ্বজ-পতাকা নিশান॥
বেদীতে পাতিবে পীঠ(৪) তাতে দিব্য বাস।
তাতে ছুরী কাটারী বা খড়্গ চন্দ্রহাস (৫)॥
তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর।
তার মধ্যগত হব আমি সত্যপীর॥
পঞ্চ দেব পঞ্চ পূজা পঞ্চ উপচারে।
বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অনুসারে॥
উদক্‌মুখে (৬) বসিবে বেষ্টিত বন্ধুগণে।
সিন্নির সামগ্রী বলি শুন সাবধানে॥
দুগ্ধ গুড় আটা আর রম্ভা পাণ গুয়া।
সম্ভব বৈভব ভব সব সওয়া সওয়া॥ (৮)
আদি উপচারে সম ভাগ এক যোগে।(৯)
নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিবে ভোগে॥
কাঁচা এই মত মতান্তর বলি পাকা। (১০)
আনা মাসা আদি করি কড়ি কিম্বা টাকা॥(১১)
সওয়া সংখ্য মূল্য, যদি সমিষ্টান্ন নয়। (১২)
সমর্পিলে সত্যনাথে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥

১। পায়—পদে। যাহারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির উপদিষ্ট পথে চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে লইয়া কালক্রমে অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিকালের ব্যবস্থানুসারে এই লঘু পদে অর্থাৎ হীনতর দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হও। রট—চল, প্রবৃত্ত হও।

* "নবরত্ন" ইতি পাঠান্তর।

২। ঋদ্ধি—ধন। ৩। ধনলাভ সিদ্ধি।

৪। পিঠ—পিড়ি। ৫। চন্দ্রহাস—অস্ত্রবিশেষ।

৬। উদক্‌মুখে—জল মুখে দিয়া আচমনপূর্ব্বক অথবা পূর্ব্বমুখে।

৮। যেমন বৈভব, তাহাতে যাহা সম্ভব হয়। কিন্তু সকল সওয়া সওয়া হওয়া চাই। যথা—সওয়া সের বা সওয়া পুয়া দুগ্ধ; সওয়া সের বা সওয়া পুয়া গুড় ইত্যাদি। পাণ সুপারি রম্ভা প্রভৃতির বেলা সওয়া গণ্ডা বা সওয়া পণ বা ১২৫টী ধরিতে হইবে। এইরূপ সকল দ্রব্য সওয়া সংখ্যক হইবে।

৯। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল সেই সকল দ্রব্যাদি উপচার "নমঃ সত্যপীরায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভোগার্থ নিবেদন করিবেক। দুগ্ধ গুড় ইত্যাদি একত্র মিশ্রিত করিবে; এবং কেবল এক দ্রব্য অধিক হইবে না, সকলি পরিমাণ মত সমান লইতে হইবে।

১০। কাঁচা সিন্নি ও পাকা সিন্নি।

১১। আনা মাসা শুভঙ্করের মতে একটী অঙ্ক। ইহার তাৎপর্য্য সমানুপাতিক হিসাবে।

১২। যদি সমিষ্টান্ন সিন্নি না হয়, তবে তাহার মূল্য স্বরূপ সওয়া সংখ্যক অর্থ। যথা—সওয়া পণ কড়ি বা পাঁচ সিকা বা ১২৫ টাকা ইত্যাদি।

যুগলে যে যার ইচ্ছা করি এক মত। (১)
ব্রত কথা কবে সবে হবে দণ্ডবত॥
পীরত্বাংশে মুজরা (২) করিবে পুনর্ব্বার।
সত্যপীর নারায়ণ দ্বি অংশ প্রকার॥ (৩)
সত্যপীর নামের তাৎপর্য্য শুন আগে। (৪)
মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্যপুর ভাগে॥
নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।
পীর হলে প্রাণ গেলে না পূজে হিন্দব॥ (৫)
অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম।
হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥ ৬।

শুন সিন্নি দানের মহিমা অতঃপর।
পূজিলে পীরের পদ নিরাপদ নর॥
না থাকে দুর্গতি তার না থাকে দুর্গতি।
শত্রুতে শমন সম, ধনে ধনপতি॥
সচ্ছন্দে পীরের বরে করে নানা ভোগ।
চক্রপাণি চরণে চিত্তের রহে যোগ॥
স্থানে (৬) যদি মানে সিন্নি হৈয়া শুদ্ধ ভাব।
সিদ্ধ এক মাস মধ্যে মনোঽভীষ্ট লাভ (৭)॥
সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরে সত্যপীর।
ত্রিভুবনে নির্ভয় সে অব্যয় শরীর॥
নিরবধি বলে যদি সত্যনারায়ণ।
তারে কলি ডরে,—হস্তী সিংহকে যেমন॥

ব্রত কথা শ্রবণে মাহাত্ম্য কথ্য নয়।
এত শুনি কহে দ্বিজ হইয়া বিস্ময়॥
ঘুচিল সংশয় গ্রন্থি সিন্নি দিব আমি।
যদি বিষ্ণু বট চতুর্ভুজ হও তুমি॥
ভক্তের ভাষণে (৮) চতুর্ভুজ হৈলা হরি।
গরুড়স্থ, শংখ চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দ্বিজবর।
আনন্দ সাগরে যেন ডুবিল প্রস্তর (৯)॥
পুলকে প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
অবাক্ অমনি দ্বিজ রহে করপুটে॥
কত কষ্টে কহিল চরণে দেহ স্থান।
স্বীকার করিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হাহাকার করি দ্বিজ পড়ে ভূমিতলে।
অধমে বঞ্চিত করি প্রভু কোথা গেলে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি কৈল বিস্তর রোদন।
হইল আকাশ বাণী যাহ নিকেতন॥
উদ্দেশে অষ্টাঙ্গ (১০) দ্বিজ চলে নিজ ধাম।
হুকুম মাফিক্ হদ্দ বিরচিল রাম॥ ৭।

ওথা বিষ্ণু গেলা বিষ্ণু শর্ম্মার মন্দিরে।
ব্রাহ্মণীর বাপ হৈয়া বোঝা লয়া শিরে॥
কন্যা ছলে কহে, কি কর বিষ্ণু-প্রিয়া।
অভুক্ত জামাতা পথে রাধ বাড় গিয়া॥
হের ধর তোমার মায়ের আয়োজন।
বস্ত্র অলঙ্কার পর আ(ই)স বাছাধন॥
ভিক্ষুকে পড়িয়া দুঃখ পাইলে প্রচুর।
আমি কি করিব বাছা বিধাতা নিষ্ঠুর॥
যে হোক সে হোক দুঃখ গেল অতঃপর।
অদ্য লক্ষেশ্বরী (১১) হয়্যা সুখে কর ঘর॥

১। কাঁচা সিন্নি ও পাকা সিন্নি, এই দুয়ের মধ্যে যে মতে যাহার ইচ্ছা হয়, সেই এক মত অবলম্বন করিয়া পূজা করিবে।

২। মুজরা—পূজা। ৩। সত্যপীর ও নারায়ণ এই দুই প্রচার অংশ।

৪। আগে সত্যপীর নামের তাৎপর্য্য, পরে নারায়ণ তাৎপর্য্য বলিবার আশয়।

৫। হিন্দব—হিন্দু সকল।

৬। স্থানে—সত্যনারায়ণেরপূজাস্থানে।

৭। মনোভীষ্ট লাভ সিদ্ধ হয়।

৮। ভাষণে—কথায়।

৯। গভীর আনন্দে নিমগ্ন—এই ভাব।

১০। অষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া। উদ্দেশে—ঈশ্বর উদ্দেশে।

১১। লাখপতির গৃহিণী।

বাপ বুদ্ধে(১)ব্রাহ্মণী বারায় (২) প্রণিপাত।
সাবিত্রী সমান হও বলে বিশ্বনাথ ॥
ক্রন্দনমুখী হৈয়া রামা দিল জল স্থল।
জিজ্ঞাসিল কহ বাপা ঘরের মঙ্গল ॥
কহে প্রভু সত্যপীর প্রসাদে আনন্দ।
লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে (৩) সকলি সচ্ছন্দ ॥
সত্যপীর নামে এক দয়ার ঠাকুর।
তাঁবে সিন্নি দিতে তিঁহ দুঃখ কৈলা দূর ॥
বাপে ঝিয়ে বিস্তর দিবস দেখা নাঞি।
লোক মুখে শুনি ভিক্ষা মাগেন জামাই ॥
অতএব আইলাম দিতে নানা ধন।
পথে জামাতার সহ হইল মিলন ॥
দুঃখ-নাশ-উপদেশ কহিয়াছি তাঁরে।
তিঁহ কি কিনিতে গেলা পাঠাইয়া মোরে ॥
পাকের সকল দ্রব্য (৪) আনিয়াছি আমি।
বস্ত্র অলঙ্কার পরে রান্ধ গিয়া তুমি ॥
আমি দেখি জামাতা আসেন কত দূরে।
এত বলি গেলা হরি বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
ব্রাহ্মণী সাদরে পরে বস্ত্র অভরণ।
কুলুপী তুবাই শংখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ (৫) ॥
রতি জিনি রূপে ধনী আলো কৈলা ঘর।
রান্ধিল সত্বর; দ্বিজ ভণে রামেশ্বর ॥ ৮।

হেন কালে কুতূহলে ক্ষিপ্র বিপ্রবর।
সিন্নির সামগ্রী লৈয়া প্রবেশিলা ঘর (৬)
দেখি সতী ঘটে (৭) পতি উঠে যোড় হাতে।
কহে এতক্ষণ কোথা ছিলে প্রাণনাথে ॥
সালঙ্কারা সীমন্তিনী দেখিয়া বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিতে,—জায়া জনকের কথা কয় ॥
বনিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি।
চক্রপাণি চিনিতে নারিলে চন্দ্রমুখী ॥
প্রভু এসেছিলা সাধ্বি! হৈয়া তোর পিতা।
তুমি ধন্যা পীর কন্যা কীর্ত্তি কল্পলতা ॥
প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া কহিলেন কথা।
কেশবের সে সব এসব সব কথা (৮) ॥
পতি কহে, সতী মোহে শুনি বিবরণ।
মহোল্লাসে করিল পূজার আয়োজন ॥

১। বুদ্ধে—বুদ্ধিতে।

২। বাহির হইয়া।

৩। চলিত ভাষায়,—ধনী ও বিদ্বান লোকের ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বিরাজমান, ইহা বলা হয়। এস্থলে ঈশ্বর পক্ষে লক্ষ্মী সরস্বতীর সাক্ষাৎ সত্তা বুঝাইবে।

৪। 'শাকাদি পাকের দ্রব্য'' ইতি পাঠান্তর। ৫। দুই হাতের দুই বাই শংখ; কুলুপী—প্রকার বিশেষ অর্থাৎ খিল আঁটা; শঙ্খের নাম—শ্রীরাম—লক্ষ্মণ, কেননা—দুই বাই সমান ও উত্তম মিল বিশিষ্ট।

৬। "হোথা, পথি লয়্যা প্রভুর পূজার আয়োজন। আনন্দে মন্দিরে গেলা গোবিন্দ নন্দন ॥" ইতি পাঠান্তর।

৭। "ঘাটে" বা "ঘরে" হওয়া উচিত। অথবা এরূপ পাঠ হইলেও অর্থ হয় "দেখি পতি ঘটে সতী উঠে যোড় হাতে।" ঘটে অর্থাৎ একটু পশ্চাতে গিয়া। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত কোন পুস্তকে সেরূপ নাই।

৮। "সেবকেরে কৃপা বলি জানিনু সর্ব্বথা।" ইতি পাঠান্তর। ইহার পরে আরো এই কয়েকটি পদ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

নারায়ণ দত্ত ধন হেম ধর ধনী। আ(ই)স কাছে বৈস কহি কৃষ্ণের কাহিনী ॥ ——

দ্বিজ ব্রাহ্মণীকে কয়। সিন্নি দিব সর্ব্বথা বিলম্ব নাহি সয় ॥

পার্শ্ববর্ত্তীগণে সতী নিমন্ত্রিয়া আনে।
বিষ্ণু শর্ম্মা বৈসে বিশ্বনাথ আরাধনে (১) ॥
প্রভু পদ পঙ্কজ পূজিয়া তপোধন।
বন্দনা করিয়া শেষে ব্রত কথা কন ॥
যেমন প্রকারে দয়া করিলা ঠাকুর।
আদ্য অন্ত সেই সব কহিলা প্রচুর ॥
ক্ষমস্ব বলিয়া ঘটে কৈল বিসর্জ্জন।
আপনি করিলা সিন্নি বাঁটিতে পত্তন ॥
বিপ্রভাগে দিতে আগে আজ্ঞা মাগে এসে।
ব্রাহ্মণ সকল সে বিকল হ'ল হেসে (২) ॥
কেহ বলে গলে সূত্র ফেল পুত্র মিঞা।
শির মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া ॥
সার্ব্বভৌম বলে বিষ্ণু শর্ম্মার মাতুল।
ওরে কুলাঙ্গার কেন হইলি বাতুল ॥
বিষ্ণু শর্ম্মা বলে সবে বলিলে বিস্তর।
ভাল যদি চাহ সিন্নি খাও অতঃপর ॥
হরির হুকুম কার বাপে করে রদ।
এইরূপে বিস্তর বাড়িল বদাবদ ॥

নিদান বলিল সবে তবে সিন্নি খাই (৩)।
যে কহ সে কথার প্রত্যয় যদি পাই ॥
তোর হরি তোরে বলি (৪) পীর হৈলা মাঠে
মোরা দেখি কেরামত তবে জানি বটে ॥
প্রভু যার সখা তার ঋদ্ধ সিদ্ধ বলে।
তু যদি তেমন তৃণ নাহি কেন চালে ॥
অন্ন বস্ত্র বিবর্জ্জিত ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কৃপার কি চিহ্ন এত ক্ষেপার লক্ষণ ॥
কেরামত দেখা যদি সখা পৈগম্বর।
দেখি কুঁড়্যা যাকু পুড়্যা হকু দিব্য ঘর (৫)।
এত শুনি গৃহে বিপ্র বসিলেন যোগে।
পতিব্রতা সতী শোভা পা(ই)লা বাম ভাগে(৬) ॥

১। কোন কোন পুস্তকে ইহার পর এই কয়েকটী পদ আছে। প্রভু মুখ শ্রুত ঘৃত করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিল ভোগ ॥ অন্তরীক্ষে অনন্ত পাতিয়া লৈল হাত। শঙ্কর পাইল যেন শ্রীফলের পাত ॥ অপার আনন্দ উপস্থিত নারায়ণ। পাণ্ডব পূজিল যেন পূর্ণ আয়োজন।

২। ইহার পর এই কয়েকটী পদ কোন কোন অল্পদিনের লিখিত পুস্তকে দেখা যায়।

রাম রাম করি কেহ কর্ণে দিল হাত।
যবন হইল কেহ কহিল নির্ঘাত ॥
কেহ বলে দাড়ি রাখ মোজা পর পায়।
নেড়ামাথা হৈলে সিন্নি বড় শোভা পায় ॥
কেহ বলে নমাজ করিতে ভাল জানে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভজে মুক্তি পাইল এতদিনে ॥

৩। "ব্রাহ্মণ সকল বলে তবে সিন্নি খাই।" ইতি পাঠান্তর।

৪। আত্মীয়ত্ব হেতু।

৫। ইহার পর কোন কোন পুস্তকে এই কয়েকটী পদ দৃষ্ট হয়।

বেড়া অগ্নি দিব ঘরে প্রবেশিবে তায়।
তাহে যদি জীবে, সিন্নি খাব সর্ব্বদায় ॥
না জ্বলে অনল কভু প্রভু সখা যার।
কেশরী কুঞ্জর কি করিতে পারে তার ॥
যে কহ সে যদি বটে তবে পাবে ত্রাণ।
তার সাক্ষী পুরাণে প্রহ্লাদ উপাখ্যান ॥

৬। ইহার পরিবর্ত্তে এই কয়েক পদ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

এত শুনি বিষ্ণুশর্ম্মা স্মরে সত্যপীর।
ব্রাহ্মণেভ্যো বলে বিপ্র প্রবেশিল ঘর ॥
নর নারী হেরাহেরি ঠারাঠারি সব।
কেহ বলে প্রবন্ধে পাইল পরাভব ॥
ওথা ঘরে বিষ্ণুশর্ম্মা বসিলেন যোগে।
পতিব্রতা সতী শোভা পাইল বামভাগে ॥

তৎপরে অতিরিক্ত আরও কয়েকটী পদ দৃষ্ট হয়,—

হরি বল হরি বল বলে উচ্চৈঃস্বরে।
আন আন দ্রুত অগ্নি দেহ মোর ঘরে ॥
কেহ বলে রাম রাম কেহ বলে শিব।
প্রতাপে উঠুক বহ্নি মোরা কেন দিব ॥

বহ্নি বীজ জপে দ্বিজ ডাকে সত্যপীর।
দহ দহ দহ কুঁড়্যা দেহ সুমন্দির ॥
ত্রিদহ ত্রিদহ যদি আছে (১) ওষ্ঠপুটে।
পীরের প্রতাপে অগ্নি চাল ফুট্যা উঠে ॥
দক্ষিণান্ত (২) প্রবল পবন হৈল সখা (৩) ॥
পাবক ব্যাপক বিশ্বদাহকের লেখা (৪) ॥
চক্ষুর নিমিষে অগ্নি হৈল ঘর ময়।
প্রভু আসি দাস দাসী কোলে করি রয় ॥
কৃষ্ণ যার সখা তার কি করে পাবক।
আমোদে রহিল যেন প্রহ্লাদ সেবক ॥
সর্ব্বস্ব জ্বলিয়া ভস্ম হইলা য়থন।
প্রকাশিল প্রতাপে প্রসাদ বিলক্ষণ (৫) ॥
হেনকালে যোগ বলে প্রকাশিল পীর।
দিব্য অট্টালিকা ঘর বেষ্টিত প্রাচীর ॥
বারি (৬) হৈল বিষ্ণুশর্ম্মা বাঘে আসোয়ার।
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥
ডরে কাকুর্বাদ করে বলে তুমি পীর (৭)।
মহীতলে মিছা মায়া মনুষ্য শরীর ॥
জাহির হইল এবে জানিল সবাই।
ক্ষম অপরাধ প্রভু দেহ সিন্নি খাই ॥
এমতি প্রণতি স্তুতি করিল বিস্তর।
সবিস্ময়ে সিন্নি (৮)খেয়ে সবে গেলা ঘর ॥
রন্ধন ভোজন কৈল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
কহে রামেশ্বর সবে কর হরিধ্বনি ॥ ৯।

আচমন মুখ শুদ্ধি করি দুই জনে।
রাত্রিকালে কুতূহলে রহিল শয়নে ॥
প্রভাতে উঠিয়া স্মরে সত্যনারায়ণ।
প্রিয়া করে পুষ্পাদি পূজার আয়োজন ॥
পীর বিনা দুহাকার অন্য নাহি মনে।
সিন্নি দিয়া নিত্য পূজে লৈয়া বন্ধু জনে ॥
প্রেমে বন্দী হৈয়া পীর রহিলেক ঘরে।
ঘুচাইয়া বিপদ সম্পদ দিল তারে ॥ (৯)
এমতে জাহির পীর, পূজা দ্বিজাগারে।
কাছে কত নর নারী আছে যোড় করে(১০) ॥
দুয়ারে দুন্দুভি বাজে ফুকুরে বিষাণ। (১১)
আকাশে আল্লাম উড়ে পীরের নিশান ॥
দিনে দিনে সিন্নি দানে পূর্ণ হৈল কাম।
দাস দাসী হাতী ঘোড়া ধনে যোড়া(১২)ধাম ॥
দেশে দেশে প্রতাপ জাহির হৈল বাড়া।
দশ বিশ হাজার হুজুরে রহে খাড়া ॥
ভিঁড়ে কেহ দেখে কেহ দেখিতে না পায়।
তবে উচ্চ মঞ্চ বান্ধি বসাইল তায় ॥
বামভাগে বনিতা বিরাজে অণুক্ষণ।
দরশনে লব্ধ মনোরথ কত জন ॥
কার কোন কথা দ্বিজে অগোচর নয়।
বাক্ সিদ্ধ, যারে যে বলেন সিদ্ধ হয় ॥
মীর ওমরাও জমীদার ভৃত্যবৎ।
হাজার লাখের সিন্নি হুজুরে খয়রাৎ ॥
দেখি অতি রেলা অনুমতি দিলা শেষে।

১। "আছে" না হইয়া "আসে" এইরূপ পাঠ হইবে।
"দহ দহ দহ" এই বাক্য যেমন ওষ্ঠপুটে আসিল, অমনি পীরের প্রতাপে বহ্নি চাল ফুটিয়া উঠিল। গুরুত্ব বোধনার্থ ত্রিদহ দুইবার বলা হইল।
২। দক্ষিণান্তস্থিত অর্থাৎ দক্ষিণে বাতাস। ৩। সখা—সহায়। ৪। লেখা—তুল্য। ৫। "শক্র আসি সুধাবৃষ্টি করিলা তখন।" ইতি পাঠান্তর। ৬। বারি—বাহির। ৭। "করপুটে কহে সবে তুমি সত্যপীর।" ইতি পাঠান্তর। কাকু—কাতরোক্তি। ৮। "পীরের প্রসাদ পায়্যা" ইতি পাঠান্তর।

৯। এই পরিচ্ছদের "আচমন মুখশুদ্ধি"—ইত্যাদি পদ হইতে এই পদ পর্য্যন্ত নূতন লিখিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পরিচ্ছদের শেষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর রন্ধন ভোজনের কথা আছে। তাহার পরে আচমন শয়নাদির কথা সঙ্গত। ১০। ইহার পরে এই কয়েক পদ দৃষ্ট হয়।
বিষ্ণুশর্ম্মা দিল সত্যপীর হৈল নাম।
দাস দাসী হাতী ঘোড়া ধনে যোড়া ধাম ॥
কি দিব তুলনা ধনে, ধন দেখে তার।
আপনাকে কুবের পাইল তিরস্কার ॥
১১। শিঙ্গা। ১২। ধনপূর্ণ।

কষ্ট পায়া বিদেশী এ দেশে কেন এসে॥
সত্যপীর সাহেব আছেন সর্ব্ব ঠাঞি।
যথা তথা দেহ সিন্নি যাহ বাপ মাঞি॥
পূজার পদ্ধতি ভাষা রচে দিল তবে।
নকল লিখিয়া লোক লৈয়্যা গেল সবে॥
কত লোক আশ্রয় করিয়া সেই ছায়া।
বিরচিল বিস্তর যেমন যারে দয়া॥ *
দেশে দেশে সিন্নি দিল যার যথা ধাম।
বিঘ্ন চূর্ণ গেল তূর্ণ হৈল পূর্ণকাম॥
ভাগ্যহীন জন ছিল, শুনিয়া বাখান। (১)
সেবি সত্যপীর নিত্য, হৈল বিত্তবান্॥
কাষ্ঠ কেটে কষ্ট পা(ই)ত কাঠুরিয়াগণ।
সত্যপীর প্রকারে (২) তুষিল তার মন॥
সংক্ষেপে সে সব সত্যপীরের বিক্রম।
শুন সবে সত্য সত্য সত্য মনোরম॥

মথুরা নগর মধ্যে মনোহর পুরী।
তাতে তার বসতি তৎপর (৩) তত্ত্বধারী॥
দিবসে না মিলে অন্ন নিজ কর্ম্ম ফলে। (৪)
কাষ্ঠবৃত্তে কাল যায় জনম বিফলে॥
কহে কৃষ্ণ কি কৈলে কি কৈলে কলিকালে।
কি পাকে রেখেছ মো সবারে কষ্ট জালে॥
সংসার সাগর মধ্যে সবে সুখে আছে।
আমরা অবোধ মতি আছি পদ কাছে॥
কৃপাকর করুণা সাগর কলানিধি।
কি পাকে করেছ কষ্ট কপালে সে বিধি॥
প্রকারের পীরের পদ পরম কারণ।
শুনিয়া আনন্দ হৈল সবাকার মন॥
কহে মো সবার যদি দুঃখ নিবারণ।
করে কৃপাসিন্ধু, করি একার্য্য সাধন॥ (৫)
এমন একান্ত চিত্ত হৈল সর্ব্বজন।
ভাল সিন্নি দিল তূর্ণ হৈল পূর্ণ ধন॥
শুন লোক হেন দেবে না করিহ হেলা।
লভ রে আশ্রয় কলি-কল্পতরু-তলা॥ (৬)
বিষ্ণুশর্ম্মা উপাখ্যান শুনিলে সকল।
উপস্থিত হলে পূজা কর,—স্থিত ফল॥ (৭)
সিন্নি দিয়া দেখ গিয়া দ্বিধা থাকে যার।
হাতে সাড়া পাবে, বাড়া কি বলিব আর॥
কিন্তু যদি জন্ত হয়, নির্বিকল্প-মনা।
পূজ্য পূজকের কর্ম্ম কার্য্যে যায় জানা॥ (৮)
আর সবিশেষ উপদেশ বলি শুন।
বিস্মৃত না হয়ো দিও যদি সিন্নি মান॥
সন্তান কারণে সত্যপীরে সিন্নি মেনে।
পাসরে পেয়েছে দুঃখ সদানন্দ বেণে॥
সংক্ষেপে সে সব কথা কহে রামেশ্বর।
সদানন্দ হৈতে ক্রমে শুন সর্ব্ব নর॥ ১০।

সদানন্দ শুভক্ষণে সত্যপীরে সিন্নি মানে
সন্তান কারণে সাবধানে।
করুণা সাগর ধীর কন্যাবর দিল পীর
কমল লোচন সেই দিনে॥
ঋতুকালে হৈল সঙ্গ দিনে দিনে বাড়ে রঙ্গ
মাসে মাসে গণনা করিল।

---

* সত্যনারায়ণের পুঁথি অনেকে লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এক জন লেখক।

(১) ব্যাখ্যান—পীরতত্ত্ব ব্যাখ্যান। (২) এক প্রকারে বা কোন প্রকারে।

(৩) তৎপর—ব্রহ্ম পরায়ণ। (৪) পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম ফলে।

(৫) "প্রকারে—কলি-কল্পতরুতলা।"—এক প্রকার উপাসনায় পীরের পদই মুক্তির কারণ। যদি কৃপাসিন্ধু আমাদের দুঃখ নিবারণ করেন, তবে একার্য্য করি, অর্থাৎ পীরের পূজা করি। (৬) কলিকালে যাহা কল্পতরু তুল্য তাহার তল আশ্রয় কর। (৭) পূজার কারণ উপস্থিত হইলে পূজা কর, ফল-স্থিত অর্থাৎ ফল হইবেই।

৮। জীবন নিষ্কাম হইলে, ঐহিক কোন ফল পাইবে না, কেবল বিষ্ণু পূজার ফল মাত্র।

যবে হৈল দশ মাস পূর্ণ হইল গর্ভবাস
প্রসবের কাল উপজিল ॥
প্রসব হইল কন্যা রূপে গুণে এক ধন্যা
রতি জিনি রূপের মাধুরী।
জিনি স্বর্গ বিদ্যাধরী হইল সে সুন্দরী
রূপে মোহি রূপ কৈল চুরি ॥
দশম বৎসর যবে হৈল, সাধু মনে ভাবে
কন্যার সম্বন্ধ করি কোথা।
ভাট কবিরত্ন আনি কহে সাধু শিরোমণি
যাহ লক্ষপতি আছে যথা ॥
শুনিয়া সাধুর কথা বলে মহারাজ (১) তথা
যথা সাধু লক্ষপতি আছে।
অবিলম্বে গিয়া তথা কহিল সকল কথা
দাণ্ডাইয়া লক্ষপতি কাছে ॥
জ্যোতিষ আনিয়া তবে শুভ মেল কৈল সবে
শুভ লগ্ন শুভক্ষণ দিন।
করি চলে মহারাজ সাধিয়া আপন কাজ
প্রীত হৈল দুজনে অভীন (২) ॥
পাত্র দেখি সদানন্দ বাড়িল আনন্দ কন্দ
সেই ক্ষণে কন্যা দিল দান।
কত দিন বাসে গেল বাণিজ্যের কাল হৈল
দিন কৈল জ্যোতিষ বিধান ॥

* * * *

কহে দ্বিজ রামেশ্বর এক চিত্তে শুন নর
পীরের মঙ্গল পরানন্দ ॥ ১১।

সাধু শুভক্ষণে কন্যার কারণে,
সত্যপীরে সিন্নি মেনে।
চন্দ্রকলা সুতা, পাত্রে হয়ে দাতা,
পীরে পাসরিল বেণে ॥
দক্ষিণ সফরে, নৌকার ব্যাপারে,
জামাতা সহিতে গেলা।
কলানিধি ভূপে, ভেটিয়া কৌতূকে
বিকি কিনি আরম্ভিলা ॥
চামর চন্দন, আদি নানা ধন,
বদলে রাজার সনে।
তথি হৈল ভূষা (৩) ভূপে দিল বাসা,
পীরের দুঃখ উঠে মনে ॥
সাধু সুতা পাইল, আমা পাসরিল,
প্রমাদে পাড়িব তারে।
যেন কোন জন, করিয়া মানন,
আর না এমন করে ॥
সুর-চোর পীর, পশি নৃপতির,
কোষে করাইল চুরি। (৪)
রাজ ধন লয়ে, রাতারাতি বয়ে,
পূরিল সাধুর তরি ॥
কোটাল বিহানে, (৫) রাজার তর্জ্জনে,
চোরের চেষ্টায় ফিরে।
নায়ে নৃপ মাল, দেখিয়া কোটাল,
যুগল সাধুরে ধরে ॥
মারিয়া বিস্তর, বান্ধিয়া সত্বর,
দিল নৃপতির পাশে।
অব্যয় সাধব, (৬) রাজা নিল সব,
বন্দী হৈল দৈব দোষে ॥
কত দিন গেল, বন্ধনে রহিল,
অস্থি চর্ম্ম হৈল সার।
কহে রামেশ্বর, এ ভব সাগর,
সত্যপীর কর পার ॥ ১২।

১। ভাটের সম্বোধন। পশ্চিমে রাঁধুনী বামনকে মহারাজ বলে।

২। অভিন্ন।

৩। ভূষা—অলঙ্কার—সম্মান। (৪) সুরচোর—দেবচোর, দেবতা অথচ চোর অর্থাৎ অভীত ও অদমনীয় চোর নৃপতির ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া চুরি করাইলেন। (৫) প্রভাতে। ৬। ব্যয়কুণ্ঠ সাধুগণ। ব্যয় না করিয়া যে ব্যক্তি ধন সংস্থান করে, তাহার সর্ব্বস্ব গেলে তীব্র মনস্তাপ হয়, এই ভাব।

হোথা, ঘরে ঝুরে সাধুরানী, যুবতী ঝুরে ঝি।
সাধু গেল বিদেশে না জানি হৈল কি॥
চন্দ্রকলা বলে মা মরিব বিষ খেয়ে।
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে॥
স্বামী বিনে শরীর যৌবন হৈল কাল।
বিরহে বিদরে বুক স্মর-শর-জাল॥
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি কত (১) উঠে মনে।
চিরকাল গেল দুঁহে মজিল পাটনে॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি কাঁদে উভরায়।
বিপ্রবাড়ী ক্ষিপ্র (২) খড়ি গণাবারে যায়॥
তত্র দ্বিজপুত্র বার বৎসরের পরে।
বিদেশে বিদ্বান্ হয়ে এসেছেন ঘরে॥
বালক বিলম্বে বিরহিণী তার মা।
পীরে সিন্নি মেনে পুত্র পেয়ে দেন তা॥(৩)
হেন বেলা চন্দ্রকলা গেলা সেই খানে।
ব্রত কথা শুনে সিন্নি খা(ই)ল সবা সনে॥
ব্রাহ্মণের বালকের বিবরণ পেয়ে।
সত্যপীরে সিন্নি মানে শুদ্ধ চিত্ত হয়ে।
কহে তাত সহ নাথ এনে দেন ঘরে।
সেই ক্ষণে সিন্নি আমি দিব সত্যপীরে॥
ব্রাহ্মণীরে ইসাদ (৪) রাখিয়া গেলা ঘরে।
সদয় হইলা পীর সাধুর উদ্ধারে॥
অর্দ্ধ রাত্রে হয়ে প্রভু প্রচণ্ড ফকীর।
স্বপনে বলেন বসে বুকে নৃপতির॥
কাহে রে কুটন গির্দ্দ(৫) মৌত লগা তেরা।(৬)
ছোড় সদানন্দ নাম সেবককো মেরা॥

১। কত কথা। ২। শীঘ্র।

৩। বালকের বিরহে তাহার মাতা সত্যপীরের সিন্নি মানিয়াছিলেন; এখন সন্তানকে পাইয়া সেই সিন্নি দিতেছেন। সেই সময়ে চন্দ্রকলা সেইখানে গেলেন।

৪। ইসাদ্—সাক্ষী। ৫। যাহাকে কোটালে ধরিয়াছে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু।

৬। তোর মরণ লেগেছে।

নহি ঠৌর (৭) মারেঙ্গা রখেগা
কোন চাচ্চা। (৮)
ওঁ লোক ভি চোর আর
তৈঁ লোক ভি সাঁচ্চা॥ (৯)
তস্‌কির খাতির উসে পীর এতা কিয়া। (১০)
এও নহি তো তেরা মাত্তা
ও কাঁহা সে গিয়া॥ (১১)
যও তো ওহি লেতা মাত্তা
যওতো ওহি লেতা।
বেহান্‌কো কেও রয়তা
রাতাই চলা যাতা॥ (১২)
তেকা ওকা গুণা নহি সবি গুণা মেরা। (১৩)
ছোড় দে দো গরিবকো
চলা যায় ডেরা॥ (১৪)
ঔর এক হিসাব কে বাত কহোঁ শুন্।
যেতা মাত্তা লিয়া তেকা দেগা দশ গুণ॥(১৫)
যও তো বেণিয়া কোঁ তেঁ লুঠ নহি লেতা।
বারো বরিখমে বারো গুণ হোতা (১৬)

৭। তোর ঠাওর নাই অর্থাৎ কিসে কি হইল, দেখিস্ না।

৮। আমি তোকে মারিব; তোর কোন্ খুড়া রক্ষা করিবে?

৯। ওরা চোর আর তুই সত্য সত্য ব্যবহারী?

১০। উহাদের অপরাধের জন্য পীরই এত করিয়াছেন।

১১। তাহা না হইলে তোর ধন ওরা কেমন করিয়া লইল। মাত্তা—ধন। ১২। ওরা যদি ঐ ধন লইত, তাহা হইলে প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত কেন থাকিত, রাত্রিতেই চলিয়া যাইক। ১৩। সে সব ওদের বা আমার দোষ গুণ নয়, সব আমার। ১৪। ডেরা—বাস।

১৫। সাধুর যত ধন লুটিয়া লইয়াছিস্, তাহার দশগুণ দিবি।

১৬। যদি তুই তাহার ধন লুটিয়া না লইতিস্ তাহা হইলে এই বার বৎসরে তাহার বার গুণ ধন হইত।

সাহা মজকুর কি দস্তুর কুছ বুঝে।
থোরা দিলায় দিয়া এনা,
মাপ কিয়া তুঝে (১)॥
বিহান কো ছোড়ান কিযে কহোঁ বের বের।
মেরা বাত ন রখেগা মরেগা আখের” (২)॥
এত বলি অমঙ্গল দেখাইলা শেষে।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত আগুণ লাগে দেশে॥
নিদ্রাগতে জটে ধরে বসাইল পীর।
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা নৃপতি অস্থির॥
ভয়ে ব্যগ্র হৈয়া রাজা চৌদিক নেহালে।
রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন বলে॥
প্রভাতে সপাত্র পরিবার নরপতি।
পড়িয়া সাধুর পায় করে স্তুতি নতি॥
রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর।
সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভু সহোদর॥ ১৩।

খালাস করিয়া দুই জনে।
কলানিধি মহারাজা করিল সাধুর পূজা
ঘোড়া দোলা বসন ভূষণে॥
পীরের হুকুম মত দশ গুণ পরিমিত
ধন দিল আর দশ তরি।
শ্বশুর জামাতা রঙ্গে বিদায় রাজার সঙ্গে
মহানন্দে কোলাকুলী করি॥
নিজ লোকে সাধু শিরোমণি (৩)।
কুড়ি ডিঙ্গা পেয়ে সুখে বেয়ে চলে ঘর মুখে
অবিচ্ছেদে দিবস রজনী॥
ওথা পীর ভাবেন অন্তরে।
মিছা মায়া কৈনু এত না জানিল সাধু সুত
ভাল মতে জানাইব তারে॥
ফকীর শরীর হয়ে সাধুর নিকট গিয়া
জিজ্ঞাসেন ক্যা লেযাও বাওয়া।
আধা চিজ্ দেও মুঝে পীরকা দোহাই তুঝে
করেঙ্গা বহুত কুছ দোওয়া (৪)॥
পীরের বচন শুনে পরিহাসে কয় বেণে
কেত্তা দিন ভয়ো হো ফকীর।
কামাঞি (৫) তো খুব দেখা,
ওকুপ (৬) কি নহি লেখা
কেরামত (৭) ক্যা কিও জাহির (৮)॥
এক কৌড়ী লে যা চলা পীর কহে পায়া ভলা
ক্যা চিজ্ লেযাও কহ মুঝে।
শুনে রহেঁ কেত্তা মাত্তা (৯)
সাধু কহে নাতা পাত্তা,
কেত্তা নাম বাতাওঙ্গা তুঝে॥
কহে সাধুর জামাই থাক্ লেযাতাহোঁ মৈঁ
তল্লাস মে তেরা কোন্ কাম।
শুনি পীর মৌনে রয় তৎক্ষণে তদ্রূপ হয়
দোঁহে যে যাহার নিল নাম (১০)॥
দেখে সাধু হৈল সর্ব্বনাশ।
নায়ে হৈতে নামে তড়ে ফকীরের পায় পড়ে
রক্ষ রক্ষ বলে দুই দাস॥

১। ব্যবসায়ীদিগের রীতি তুই কিছু বুঝিস্। তাহাকে অল্পই দেওয়াইয়া দিলাম, তোকেও ক্ষমা করিলাম।

২। সকালেই ছেড়ে দিস্ বার বার বল্ছি। আমার কথা না রাখিলে শেষে মরিবি।

৩। নিজ লোকের সহিত কুড়ি ডিঙ্গা পাইয়া সাধু শিরোমণি ইত্যাদি।

৪। আশীর্ব্বাদ। ৫। কর্ম্ম = ধর্ম্ম উপার্জ্জন। ৬। বুদ্ধি।

৭। আশ্চর্য্য শক্তি। ৮। ধর্ম্ম কর্ম্ম তো খুব দেখছি; বুদ্ধির ত সীমা নাই; আশ্চর্য্য শক্তি কি প্রকাশ করিয়াছ?

৯। কত ধন তা শুনিয়া থাকি।

১০। সাধু বলিয়াছিল, নাতা পাত্তা; তাহার জামাতা বলিয়াছিল, থাক্। এখন নৌকার দ্রব্যগুলি কতক লতাপাতা ও কতক থাক্ হইয়া গেল।

কান্দে সাধু হইয়া কাতর।
পীর বুদ্ধি সিদ্ধি করে (১) দুজনে দুপায় ধরে
স্তুতি নতি করিল বিস্তর॥
পীর বলে এতো নয় তুমি সাধু মহাশয়
কেন পড় ফকীরের পায়।
মর্য্যাদা হইবে নট (২) কেহ পাছে দেখে উঠ
ছাড় পদ চড় গিয়া নায়॥
কড়ার ভিখারী আমি এই যে কহিলে তুমি
তবে কেন কর পরিহাস (৩)।
দূর দাগাবাজ বেণে কারে কি না দিলি মেনে
তেঞি তোর হৈল সর্ব্বনাশ॥
দৈবের আঘাত তোরে কি করিতে বল মোরে
আপনার ভাল নহে মন।
ভাগ্যে ছিল চন্দ্রকলা সে সিন্নি মানিল শালা
তেঞি তোর রহিল জীবন॥
সে ট্যাঁটি (৪) বেটীর তরে,
সিন্নি মেনেছিলি পীরে,
দিলি নাই কোন অহঙ্কারে।
যা,—দোষ ক্ষমিনু তোকে,
ভাল যদি সাধ থাকে,
সিন্নি দিয়া পূজ গিয়া পীরে॥
শুনি সাধু মোহ যায়,
পূর্ব্ব দ্রব্য দেখে নায়,
ফিরে দেখে নাহিক ফকীর।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, সজামাতা সদাগর,
সিন্নি মেনে আনন্দে অস্থির॥ ১৪।

১। ইনি পীর, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া।
২। নট—নষ্ট।
৩। কড়ার ভিখারীকে তোমার ন্যায় ধনবান্ লোকের স্তুতি নতি করা পরিহাস বোধ হয়।
৪। ট্যাঁটি, ঠেঁটি, ডেঁকো ইত্যাদি

নায়ে চড়ি দিল সাধু পীর জয়ধ্বনি। (৫)
পবনে পবন তুল্য চালা'ল (৬) তরণী॥
কুতূহলে জলে জলে চলে পীর-সখা (৭)।
এড়াইয়া নানা দেশ দেশে দিল দেখা॥
নায় ছিল বাদ্য ভাণ্ড তায় দিল কাঠি।
কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটি॥
সাধু আইল দেশে ঘোষে যত নর নারী।
সদানন্দ দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী॥
শুভ সমাচারে সাধ্বী (৮) দূতে দিল ঘোড়া।
দুয়ারে দুন্দুভি বাজে মহোৎসব জোড়া॥
হেন বেলা চন্দ্রকলা পরম সাদরে।
দ্রুত গিয়া সিন্নি দিয়া পূজা কৈল পীরে॥
তরণী উথিতে যত তরুণীর ত্বরা।
খেতে ছিল সিন্নি ফেলে হৈল অগ্রসরা॥
পতি প্রতি মতি ধায়, পাছে ধায় মা।
গায়ের গরবে ভূমে পড়ে নাহি পা॥
প্রসাদ ফেলেছে পীরের আছে পূর্ণ কোপ।
দর্প-চূর্ণ বালা অহঙ্কার কৈল লোপ॥
সদ্য দিল প্রতিফল দেখে গিয়া সতী।
বাপ বন্ধু কান্দে ঘাটে ডুবে মৈল পতি॥
হায় হায় কি হৈল কি হৈল লোক বলে।
মায়ে ঝিয়ে মূর্চ্ছিত পড়িল ভূমিতলে॥
মুখে জল দিয়া কেহ করা'ল চেতন।
কহে রামেশ্বর কন্যা করহ রোদন॥ ১৫।

ধরিয়া মায়ের গলা কান্দে কন্যা চন্দ্রকলা
স্বামী শোকে হইয়া কাতর।
ম্লান হইল মুখশশী, মনোহরা মুক্তকেশী
না সম্বরে অঙ্গের অম্বর॥
হাহাকার করি মুখে চাপড় মারয়ে বুকে,
সুকপালে কঙ্কণের ঘাত।

৫। "জয় জয় ধ্বনি"—ইতি পাঠান্তর।
৬। "ত্বরাইল"—ইতি পাঠান্তর।
৭। পীর সখা যার—(বহুব্রীহি) পীরের

ধৈরজ ধরিতে নারে কেন্দে কহে কলস্বরে
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ ॥
একবার দরশন দেও।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অভাগীরে সঙ্গে করি লেও (১) ॥
দেশে আইলে চিরদিনে বড় সাধ ছিল মনে
আঁখি ভরি দেখিব তোমারে।
তাহাতে দারুণ বিধি হরিল হাতের নিধি
বড় শেল রহিল অন্তরে ॥
মদন মরণে যেন রতির বিষাদ হেন
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ।
মায়ের বিদরে বুক বাপে দশ গুণ দুখ
কান্দে সবে করি মনস্তাপ (২) ॥
বিষম সঙ্কটে পড়ে অশ্রুমুখে কর যুড়ে
ভাবে সাধু পীরের চরণ।
করিল বিস্তর স্তুতি না হইল অবগতি (৩)
মরিতে চলিল তিন জন (৪) ॥
ঝাঁপ দিতে যায় জলে পীর আসি হেনকালে
বৃদ্ধ বিপ্র বেশে তারে কয়।
শুন সাধু বলি জ্যোতি (৫)
তোমার দুহিতা-পতি
মরে নাই মোর মনে লয় ॥
আমিহ জ্যোতিষ (৬) বড়,
গণে পড়ে কহি দঢ়
এই কর্ম্মে পাকাইলাম দাড়ি।
তোমার জামাতা বটে ডুবিয়াছে এই ঘাটে
দেব দ্বারে দেখি কিছু দেড়ি (৭) ॥

এই যে তোমার কন্যা
রূপে গুণে এক ধন্যা, (৮)
বয়ো-ধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল।
পীরের সিরিণি এঁটে করে ফেলে এল ছুটে
সেই অপরাধে এত হৈল ॥
শুনি সাধু কন্যা পানে চায়।
চন্দ্রকলা বলে বটে বাপ ঝিয়ে করপুটে
কান্দি পড়ে ব্রাহ্মণের পায় ॥
বিপ্র বলে যাও যাও সেই সিন্নি তুলে খাও
পাবে পতি না কান্দ সুন্দরি।
শুনি ধনি ধেয়ে তথা, সিন্নি তুলে খায়, ওথা,
ভাসে ডিঙ্গা, পতি চলে পুরী ॥
দেখিয়া বিস্ময় লোক ঘুচিল দারুণ শোক
খুঁজে সাধু দ্বিজ নাহি কাছে।
বুঝি মায়া সদানন্দ, ভাবে পীর পদদ্বন্দ্ব (৯)
আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে নাচে ॥
মায়ে ঝিয়ে চন্দ্রকলা ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,
আগে পিছে শত সীমন্তিনী ॥
সুখের নাহিক ওর শংখ ঘণ্টা ঘন ঘোর
হুলাহুলি, জয় জয় ধ্বনি ॥
শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে
শুভক্ষণে প্রবেশিল ঘর।
নায়ে ছিল দ্রব্য যত সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত
বহে যত নায়ের নফর ॥
সাধু সওয়া সহস্রের সিন্নি এনে দ্রুততর,
পূজা কৈল পীরের চরণ।
পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রীতে সাধু সুত,
খয়রাত করিল নানা ধন ॥
দেখি লীলা লোক যত, সাধু সঙ্গে অভিরত (১০)
সবে পূজে পীরের কদম (১১)।
শক্রসম ধনে জনে, বাড়িলেক অল্পদিনে
পরলোকে জিনিলেক যম ॥

১। "মওরিয়া লও"—ইতি পাঠান্তর।
২। "সবাই করয়ে মনস্তাপ"—ইতি পাঠান্তর।
৩। ঈশ্বরের গোচর হইল না।
৪। মাতা, পিতা ও কন্যা।
৫। জ্যোতিষ। ৬। জ্যোতির্ব্বিদ্।
৭। অমঙ্গল, বিঘ্ন।
৮। রূপে গুণে সেই ধন্যা, দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ অতুল্যা।
৯। পদযুগল। "পদারবিন্দ"—পাঠান্তর। ১০। অনুরক্ত। ১১। মহিমা।

এ কথা শ্রবণ কালে যেবা অন্য কথা তুলে,
আর যেবা করে উপহাস।
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই, তাহার নিস্তার নাই,
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ॥
সিন্নি দিয়া শুদ্ধ ভাবে শুনিলে বাঞ্ছিত লভে
পুত্র দারা অর্থ ঘোড়া দোলা।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,
প্রভু শুন অথাষ্টমঙ্গলা॥ ১৬॥

অথ অষ্টমঙ্গলা।

কহিতে প্রথম তত্ত্ব ফকীরত্ব কায়া।
দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদ ছায়া॥
তৃতীয়ে বিবিধ লোকে করিলে নিস্তার।
চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার॥
কন্যা জন্য মাননে পঞ্চমে পরাৎপর।
সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলে বর॥
পাসরণে প্রতিফল বন্ধন বিদেশে।
ষষ্ঠে তুষ্ট হৈয়া কষ্ট দূর কৈলা শেষে॥
সপ্তমে সাধুর সনে পথে বিড়ম্বন।
অষ্টমে অবলা অহঙ্কার বিমোচন॥
এমতি অপার লীলা করিয়া ঠাকুর।
কত কত দরিদ্রের দুঃখ কৈলে দূর॥
পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে, ধনার্থীরে ধন।
দারার্থী সদাই সেবে তোমার চরণ॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু মহিমা সাগর। (১)
কি বলিতে পারি প্রভু আমি তুচ্ছ নর॥
আপনি রচিলে নাথ আপন কীর্ত্তন।
মোরে দোষ ক্ষমা দেহ চরণে শরণ॥
নায়কে কল্যাণ কর গায়নে সুস্বর।
আসর সহিতে সত্যপীর দেহ বর॥
অবশ্য দক্ষিণা দিবে না হবে কাতর।
তবে দয়া করিবেন পীর পৈগম্বর॥
দেবের দক্ষিণা দেখ ব্রাহ্মণের হয়।
ব্যাস বাল্মীকি মুণিগণ ইহা কয়॥
পীঠ ভোগ পাঠক পূজকে যাহা দেনা।
যত্‌কের সিরিণি তার চৌথাই দক্ষিণা॥(২)
পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঁই।
গবা (৩) গুলা গ্রন্থ যেন গোবরায় নাই॥
ভব্য সভ্য হৈলে শ্রাব্য ছাপে নাঞি তাকে।
বুকে বসে বসন্ত কোকিল যেন ডাকে॥ (৪)
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম।
সবে হরিধ্বনি কর মজুরা সেলাম॥(৫) ১৭।

১। "এমতি অপার তব মহিমা সাগর।"—ইতি পাঠান্তর।

২। বেদীতে পীড়ি পাতিয়া তাহাতে পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দেওয়ার রীতি আছে। "বদীতে পাতিবে পীঠ" ইত্যাদি পূজাবিধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পীঠ-ভোগে, পাঠককে এবং পূজককে যাহা দিবে, যত মূল্যের সিন্নি দিবে, তাহার চতুর্থাংশ দক্ষিণা দিতে হইবে।

৩। "হাবাগোবা" ইতি চলিত ভাষা।

৪। ভব্য সভ্য লোক হইলে পুস্তকের যে ঠিক পাঠ, তাহা তাহার অগোচর থাকে না; বুকের মধ্যে বসিয়া বসন্ত কোকিল ডাকিলে, সে যেমন শুনিতে পায়, শুদ্ধ পাঠ সে তেমনি শুনিতে পায়।

৫। পূজা শেষে প্রণাম।

ইতি সত্যনারায়ণের পূজাগান সমাপ্ত।

গোবিন্দদাস

কৃত

পদাবলি।

(অনেকগুলি পদ কর্ত্তার নাম গোবিন্দদাস;
সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।)

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীগোবিন্দদাস।

একান্ন পদ।

১।

বিভাষ।

প্রভাত সময়।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ,
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে শুতি রহু দুহুঁ জন,
তুরি তঁহি দেহ জাগাই॥
তুরি তঁহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে,
নিকটহি (১) হোয়ত বিহান॥
শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ,
তুহুঁ সব (২) দেহ জাগাই।
জটিলাগমন সবহুঁ মেলি ভাগই,
শুনইতে জাগই (৩) রাই॥
বৃন্দাদেবী সব সখীগণে জনে, জনে,
মধুর মধুর করু ভাষ। (৪)
মন্দির নিকটহি ঝারি লই ঠাড়ই,
হেরতহি গোবিন্দ দাস॥

২।

বিভাষ বা ললিত।

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন দুহু (৫) দুহুঁ মুখ চাই॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরি মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরী রব দেই, ককৃখটী নাদ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনি (৬) পরমাদ॥

৩।

বিভাষ বা রামকিরি।

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই,
জাগলি রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল,
তুরি তঁহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান!
তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি,
যামিনী ভেল অবসান॥ ধ্রুং॥
শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহরত,
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক যব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কিনা জানসি রীত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু সুন্দরী.
বিঘটন কানুক পিরীত॥

৪।

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।

১। ভিন্নপাঠ—"যব্ নহি।"
২। "তুহুঁ সব" ভিন্নপাঠ—"সুস্বরে।"
৩। "চমকই"—ভিন্নপাঠ।
৪। ভিন্নপাঠ—"বৃন্দাবনে সকল পক্ষীগণে মন্দ মন্দ করুভাষ।"
৫। "মগন ভেল"—ভিন্নপাঠ।
৬। "কহ শুনি"—ভিন্নপাঠ।

অলকা তিলক দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥
মাধব সিন্দুর দেয়ল সীথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে ॥
মণিময় নুপুর চরণে পৈরায়ল উর,
পর দেয়লি হার।
তাম্বুল সাজি বদন ভরি দেয়ল,
নিছই তনু আপনার ॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই,
কি কহব দাসগোবিন্দ ॥

৫।

বিভাষ।

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে,
পড়ু বারে বার।
ঢর ঢর (১) লোর ঢরকি বহে লোচনে,
নিজ তনু নহে আপনার ॥
বিনোদিনী (২) কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব,
দিনকর করল পয়ান ॥ ধ্রু ॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী,
কুঞ্জসেঁ গমনহি কেল।
বসনহি বারি ঝাঁপি মণিমঞ্জীর,
নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন শেজোপর বৈঠলি সুন্দরী,
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল,
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥ (৩)

৬।

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কায সমাপল জান ॥
কো সখী দধি মন্থন করু যাই।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাই ॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেলি।
কনক কুম্ভ লই কোই চলি গেলি ॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার ॥
কোই ঘর বাহির করত বিহার।
নিতি নিতি করতঁহি ঐছন রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ চরিত ॥

৭।

রামকিরি বা রামকেলি।

রামক নীল বসন কাহে পিন্ধ।
অরুণ উদয় ভেল, না ভাঙ্গল নিন্দ ॥ (৪)
ব্রজকুল চান্দ নিছনি যাঙ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু মোড় ॥
ফাগু ভরল কিয়ে লোচন জোর। (৫)
কাঁহা লাগল হিয়া কণ্টক আঁচড় ॥
ঝামরু ভেল নীল উতপল দেহ।
না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কেহ ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি ওদন এহ ॥
এতহিঁ শুনল যব যশোমতী ভাষ।
আঁচরে বারি (৬) নিবারল হাস ॥
গোবিন্দদাস কহে ব্রজ অধিদেবী।
পুনহি নিরাপদ গৌরিক সেবী ॥

৮।

রামকিরি বা সুহই।

নিজ গৃহে শয়ন করল যব কান।

১। "মরি মরি" ইতি বা পাঠ। ২। "সুন্দরী কোরে।" ৩। "কানুক চিত থির করি সুন্দরী সুন্দরী কুঞ্জহি বাহির ভেল। রতন পালঙ্গপরি বৈঠল রসবতী নিজ গেহে আসি দেখা দেল॥ বিরহ মদন দাহে বিরস বদন ফুকারই সখী মুখ চাই। রজনী পোহায়ল" ইত্যাদি—ভিন্নপাঠ।

৪। "উদিত অরুণ নাহি ভাঙ্গল নিদ।"

৫। "ফাগু অরুণ কিয়ে লোচনক ওর।" ৬। ঝাঁপি।

জননী জাগায়ল ভৈগেল বিহান ॥
আলস ত্যজি উঠ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায় ॥
শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরের নাদে জাগল পাঁচবাণ ॥
প্রাতহি দোহন করত যদুচাঁদ।
তুরিতহি দেয়ল দোহন ছাঁদ ॥
নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়। (১)
গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায় ॥

৯।

গোঠ মাঝহি করল পয়ান।
গোধন দোহন করতহিঁ কান ॥
ঘন ঘন হাম্বা রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব ॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ।
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ ॥
গোধন গরজত বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর ॥
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ ॥
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পহুঁ করত নেহারি ॥

১০।

বিভায।

রজনী প্রভাতে চলল বররঙ্গিনী,
নদী অবগাহন রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল হলদি লই আমলকী (২)
প্রিয় সহচরী সঙ্গে ॥
গজবর গতি জিনি গমন সুমন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতিঃ।
কবরী বিরাজিত মণিময় সুরচিত,
সীঁথে উজারল মোতি ॥

১। "নিজহি গোঠে মিলল যদুরায়।
২। "ধাওল"।

নীলবসন মণি বলয়া বিরাজিত,
উচকুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণহি টাকট মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার ॥
চরণ কমলতল আতুল রাতুল,
রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে ওরূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগধ রাজে ॥

১১।

কর্ণাট বা পুরবী।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামরু—নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্দ বিনা ধবলী দোহত
বাছিয়া (১) কোরহি কোর ॥
শুনহি দেহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি,
হেরি হসত ব্রজ নারী ॥
লাজহি লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলী ভরমে ধবল পদ ছান্দই,
গোবিন্দদাস মনোভোর (২) ॥

১২।

ভাটিয়ারি।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমজলে (৩) ভাসল রে ॥
মূরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে ॥
অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে (৪) ॥

১। "বাছুরী" ভিন্ন পাঠ। ২। "পঁহু হেরি ভোর"। ৩। "প্রেমরসে"। ৪। "করে পহু কোরে অগোরল রে। অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে॥ তুহুঁ মুখ

১৩।

দুহুঁজন মিলল উপজল প্রেম।
মকরতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতাবলি তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ।
দোঁহ তনু পুলকে মদন তরঙ্গ॥
দোঁহ অধরামৃত দোঁহ করু পান।
গোবিন্দদাস কহে দোঁহে সে সুজান॥

১৪।

বিপিনহি কেলি করত দোঁহ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করত জল কেলি॥
নাহি উঠল দোঁহে মুছত অঙ্গ॥
দোহঁ মুখ হেরইতে মূরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দোহঁ নব নব বেশ।
কবরী বনায়ল বাঁধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

১৫।

ভাটিয়ারি।

যশোমতি যতনহি সখীগণে কহতহি
তুরিতে গমন করু তাই।
হামারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে
আনবি রসবতী রাই॥
রতন থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
পিষ্টক বড়ই মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর
বাসিত চন্দন কটোর।
সহচরী থারি চীর দেই ঝাঁপই
গোবিন্দদাস মনোভোর॥

১৬।

ধানশী।

শিরোপর থারি যতন করি সহচরী
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতি বচন কহল সব গুরুজনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখী সঞে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজল নয়ান॥ ধ্রুং।
দশনক জ্যোতিঃ মতি নহি সমতুল,
হসইতে খসই মণি জানি।
কাঁচা কাঞ্চন বরণ নহে সমতুল,
বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
পদতল থল-কমল সুকোমল (১)
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ সুন্দরী (২)
জিতল মনমথ রাজে॥

১৭।

নিজ মন্দির তেজি চলিল বররঙ্গিণী
নন্দ মহল গেহ মাহ।
ঝলকত অঙ্গহি মণিগণ ভূষণ বদন
কিরণ তঁহি ছাহ (৩)।
যশোমতি নিরখি আনন্দ।
কত কত চান্দ চরণে পড়ি কান্দই
মনমথে লাগল ধন্দ॥ ধ্রুং।
সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর
পাক করল তহিঁ গোই।
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি
লখই না পারই কোই॥

সুন্দর মোহন রে। গোবিন্দদাস মনো-
মোহন রে”॥

১। “কর পদতল থল কমলদলারুণ,”।
২। অপরূপ সুন্দরী—“রমণী-শিরো-
মণি”।
৩। “ঝলকত অঙ্গে, মণিময় ভূষণ,
বদনক উপমা নাহ।”

চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহি ডারল কর্পূর
তাম্বুল মুখ বাস।
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

১৮।

শ্রীরাগ বা সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ভোজন কর দোন ভাই।
রোহিণীদেবী করত পরিবেশন
রসবতী দেওত বাঢ়াই॥
কনক থারি ভরি পূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
দেয়ল করিয়া প্রচুর (১)॥
অন্ন ব্যঞ্জন সুমধুর ভোজন
কি কহব আনন্দ ওর (২)।
ভোজন সারি শয়ন পুনঃ পল এক (৩)
সুখময় নন্দকিশোর॥
যো কিছু শেষ রহল থারি পর
ভোজন করলহি গোরী।
গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়হি
পবন (৪) ঢুলায়ত থোরি॥

১৯।

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥
নগরক লোক লখই না পারি।
ঐছন গতাগতি করত সুকুমারী॥
বেশ বনাঞি কানু-বলবীর।
গোধন লই চলু যমুনাক তীর॥
গোপ গোয়াল সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিশাল ঘন ঘন রাব॥
সুবল সখা সঞে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস॥

২০।

করুণশ্রী বা সুহই।

সখাগণ সঙ্গে (৫) রঙ্গে সব (৬) ধায়ত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়-কার করত নববধূগণ (৭)
কনক কুম্ভ ভরি বারি॥
আনন্দ কো কহু (৮) ওর।
রসবতী ঠাড়ে (৯) অট্টালিকা উপরি
হেরইতে দুহু দিঠি লুবধ চকোর (১০)॥ ধ্রু॥
নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেম রতন ধন দোঁহে দুহুঁ পিয়াওল (১১)
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল পীতপট-বাস।
নিজ নিজ মন্দিরে আওত নিজ জন
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২১।

সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুবল মহাবল গোপ
গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥

১। "পিষ্টক বড়ই মধুর"—পাঠান্তর।
২। "ভোজন কেলি কহনে নাহি যাওত কোকরু আনন্দ ওর।"—পাঠান্তর।
৩। "শয়ন করু পালঙ্কে"—অন্য পাঠ।
৪। "চামর"—পাঠান্তর।
৫। "ব্রজনিজগণ সঙ্গে"—পাঠান্তর।
৬। "কত রঙ্গে"—পাঠান্তর।
৭। "ব্রজবধূ"—প, ক, ত।
৮। "করু"—পাঠান্তর।
৯। "চড়ি"—পাঠান্তর।
১০॥ "হেরইতে লুবধ চকোর"।—অন্যপাঠ।
১১। "দুহুঁ দুহুঁ পায়ল"—অন্যপাঠ।

বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন আনন্দে
চরত সব ধেনু॥ ধ্রুঃ॥
সম বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডল চূড়ে
শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল হেরইতে
জগমনোভোর॥
বলয়া বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপর রুণু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরত বিদগধ রাজে॥

২২।

শ্রীরাগ। (বেলা আড়াই প্রহরের পর)

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহ।
তরু সব হেরি, কুসুম তহিঁ তোড়ল,
যতনহি হার বনাহ॥
মাধব কুণ্ডকতীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
কাতরে মনো নহে থির॥
নব নব পল্লব, শেজ বিছায়ল নব,
কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি, চিত ভেল আকুল,
হেরইতে অথির ভেল আঁখি॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ, তনু দগধল,
জর জর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দদাস পঁহু, সুবল কোরে রঁহু,
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥

২৩।

বরাড়ি বা সুহই।

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয় সহচরী মুখ চাই।
যহাঁ যদু নন্দন, করত গোচারণ,
তুরিতে গমন করু তাই॥
সুন্দরী খানিক বিলম্ব জানি।
সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী
বোলত মধুরিম বাণী॥ ধ্রুং॥
বংশী বট তট, কদম্ব নিকট,
মণিকর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি কদম্ব, (১) কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডক তীর॥
কালিন্দী পুলিন, বৃন্দাবন ঘন,
নিধুবন কেলি বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন, গোবর্দ্ধন কানন,
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস।

২৪।

ধানশ্রী।

প্রিয় সখী গমন, করল প্রতি বনে বন,
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।
সুশীতল বারি কুঞ্জ, অতি শোহন,
মলয় পবন বহে ধীর।
সুবল সখা করু কোর।
সহচরী পথ হেরি অন্তর, গর গর
ঢর ঢর, নয়নকো লোর॥ ধ্রু॥
সচকিত নয়নে নেহারই, সহচরী
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পটাম্বর মুখ রুচি মোছই,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি পূরল,
সচকিত ভেল পীতবাস॥
সুন্দরী গমন করল অব্ নিকটহি.
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২৫।

করুণা বা ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহি গেল॥
কানুর গুণ (১) শুনি ভোরি।

১। "নিকুঞ্জ"—পাঠান্তর।

বেশ বনায়ত (১) গৌরী ॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে।
বসন ভূষণ করু অঙ্গে ॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈছন চান্দ কি মালা ॥
গাওত কত কত তান।
কত রস করতহি গান ॥
রসিক রমণী রস ভাষ।
শুনতহি গোবিন্দদাস ॥

২৬।

ধানশ্রী বা বরাড়ি।

সখীগণ সঙ্গে চলিলি বর-রঙ্গিণী,
ভানু আরাধন লাগি।
বহু উপহার কর্পূর তাম্বুল,
লেয়ল গুরুজনে মাগি (২) ॥
সুন্দরী সুগন্ধি চন্দন লেল।
চিনি কদলী সর হার (৩) মনোহর সখীগণ
মিলি চলি গেল (৪) ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় কার করত হুলাহুলি
শঙ্খ শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত (৫) কোকিলগণ, (৬) কুহরত
নৃত্যতি ময়ূরক যোর ॥
কুণ্ডক তীরে মিলল বর-নাগরী
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
গোবিন্দদাস পহুঁ রসময় নাগর
কত কত রস পরকাশ ॥

১। "বনায়লি"—পাঠান্তর।
২। "যতন করি লেয়ল গুরুজনে অনুমতি মাগি"—পাঠান্তর।
৩। "উপহার"—পাঠান্তর।
৪। "হাতকো দেল"—পাঠান্তর।
৫। "কেলি কর কত"—পাঠান্তর।
৬। "কোকিল"—পাঠান্তর।

২৭।

গান্ধার।

নব নব কুসম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমরু করু তাই।
মাবুত বদন নেহারি কুসুম-শর,
মোহত সব সখী মাই ॥
কো কহু মরমক কেলি।
নূতন কিশোর নূতন নাগরী,
ললিতাদিক সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
মণিময় ভূষণ তনু অতি শোহন,
রুণু ঝুণু নূপর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে ॥

২৮।

করুণশ্রী বা মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ। (৭)
বিকশিত কুসুমে শোভিত পুঞ্জ। (৮)
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক বোলত রসাল ॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তঁহি পর বৈঠল কিশোরি-কিশোর ॥
ব্রজ রমণীগণ দেওত (৯) ঝঙ্কার।
ভীত জানি ধনী করলহি কোর ॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ ॥

২৯।

শ্রীরাগ।

আন ছলে আন পথে গমন করল দোঁহে,
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল নূতন সব মুঞ্জরী
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥

৭। "শোভন পুঞ্জ"—পাঠান্তরে।
৮। "মধুকর গুঞ্জ"—পাঠান্তর।
৯। "গীরত"—পাঠান্তর।

দুহুঁ জন মিলন ভেল।
রসময় রসিক রমণ রসে নাগর
বহুবিধ কৌতুক কেল॥
মদন মহোদধি নিগমন দুহুঁ জন,
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণী তমালে কনক লতাবলি,
নব জলধর কিয়ে ঝাঁপল চন্দ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে নিগমন দুহুঁ জন,
স্বেদ বিন্দু মুখ জ্যোতি।
গোবিন্দদাস পহু রতিরণপণ্ডিত,
যৈছন জলদে বিথারিল মোতি॥

৩০।

গান্ধার।

শ্রম জলে ভিগেল দুহুঁক শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই॥
রসময় নাগর রসময় গোরী।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি॥
শুতল বিদগধ নাগর রায়।
রতি রসে অবশ শুতি নিন্দ যায়॥
সব সখীগণ মেলি বিনোদিনী রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই।
পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জল সেবন করু গোবিন্দদাস॥

৩১।

গান্ধার।

সখীগণে পুছত কানু বারে বার।
কৌন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাহাঁ পর ছোড়ি কাহাঁ হামে চাই॥
অবতুহঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবস্ব ধন তুয়া কৌন চোরায়॥
কাতর নয়নে নেহারই কান।
সখীগণ মোহে মুরলী দেহ দান॥
করগহি মুরলী গৃহ মাঝ (১)।
গোবিন্দদাস তহি রমণী (২) সমাজ॥

৩২।

বরাড়ী।

সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়ান (৩)।
কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবগান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জল কেলি॥
বিথারল (৪) কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়ল নাগর চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥

৩৩।

ধানশ্রী বা বরাড়ি।

নাহি উঠল তীরে সব সখী সমরে
রসবতী নাগর রায়।
বসন নিচোরি মুছই সব সখী তনু
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বর-কান।
চিকুর সাঙরি কবরী পুনঃ বান্ধই
অলক তিলক নিরমাণ॥
সীঁথি বনাই তা পর লেখই
মৃগমদ চিত্র নিশান।
রতি জয় রেখা চরণ যুগে লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহি যতন করি বেশ বনায়ই
নূপুর পরায়ল অঙ্গে (৫)।

১। "কুঞ্জ গৃহ মাঝ"—পাঠান্তর।

২। "কহ যুবতী সমাজ"—পাঠান্তর।

৩। সব সখীগণ মেলি করল পয়ান"—পাঠান্তর।

৪। "বিজারল"—পাঠান্তর।

৫। "কতহি যতন করি বসন পরাওল নূপুর দেওল রঙ্গে।"—পাঠান্তর।

গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ রূপ হেরইতে
মূরছত কতেক অনঙ্গে ॥

৩৪।

বরাড়ি।

রতন থারি ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই।
শীতল বিপিন স্থল গন্ধ সুপরিমল
বৈঠল দুহুঁ জন যাই ॥
ভোজন করত ব্রজরায়।
সুশীতল জল কর্পূর তাম্বুল
সখীগণ দেই বাড়ায় (১) ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ সুচন্দন সব অঙ্গে বিলেপন (২)
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহরই দুহুঁ জন
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

৩৫।

ভাটিয়ারি।

তঁহি সুগমন করল বর-রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তহি জয় শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানুক সেবন কেলি ॥
দ্বিজবর বিদগধ রাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর খর্পর (৩) করু সাজ ॥ ধ্রুং ॥
বহু উপভোগ কর্পূর তাম্বুল,
চিনি কদলী উপহার।
সুশীতল নীর ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার ॥

কুসুম অঞ্জলি দেয়ত সখী মেলি
কো কহু আনন্দ ওর ॥
গিরিধর কনক লতাবলি বেড়ল
গোবিন্দদাস মনোভোর ॥

৩৬।

পাহাড়িয়া বা ভাটিয়ারি।

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুল হার ॥
নিজ মন্দিরে ধনী করল পয়ান।
ঘন বনে রহল সুনাগর কান ॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি ॥
শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয় কার।
সুন্দর বদনে কবরী কেশ ভার (৪) ॥
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দদাস পঁহু এহ রস গায় ॥

৩৭।

আশোয়ারি বা পূরবী।

নিজ মন্দির যাই (৫) বৈঠল রসবতী
গুরু জন নিরখি আনন্দ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখ (৬) চন্দ ॥
নিতি ঐছন করতহি রীতি।
রসবতী রসিক মনোহর নাগর,
অপরূপ দুঁহুক চরিতি ॥ ধ্রু ॥
বিবিধ মিঠাই থারি ভরি (৭)
ভোজন করতহি গোরী ॥
কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি
পূরল কুঙ্কুম চন্দন বোরি ॥

১। "বাসিত বারি, কর্পূর তাম্বুল, সখীগণ দেওত বাঢ়ায়ি"—পাঠান্তর।

২। "অগোর চন্দন শ্যাম অঙ্গে লেপন"—পাঠান্তর।

৩। "পূর"—অন্যপাঠ।

৪। "কুচ ভার"—অন্য পাঠ।

৫। "মাহ"—পাঠান্তর।

৬। মুখ—"আনন্দ"—পাঠান্তর।

৭। "ভরি পূরিত"—পাঠান্তর।

গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীগণ
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন (১)
বেলি অবসান ভৈ গেলি॥

৩৮।

গৌরীনট বা গৌরী।

গোখুর ধূলী উছলি ভরু অম্বর
ঘন ঘন হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিশাল নিশান সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব॥
বন সঞে (২) গিরিধরলাল ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরখিত চাতকী
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ ধ্রুং॥
কুটিল অলকাকুল গো-রজ মণ্ডিত বরিহা
মুকুট মনোহর ভাঁতি।
বিপিন বিহার ছরমে ঘরমাইতে ঝামরু
নীলউৎপল দলকাঁতি॥
কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল,
গণ্ড মুকুর উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর হেরইতে
জগভরি মদন বিথার॥

৩৯।

গৌরী বা টোরি।

গেহে (৩) প্রবেশ করল সব ধেনুগণ
সখাসব মন্দিরে গেলি।
বৎসক বান্ধি ছান্দি সব ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেলি॥
সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলী ধূষর অঙ্গ॥

নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত চূড়ে
শিখণ্ডক বেড়ল দাম।
মকরাকৃতি মণিকুণ্ডল দোলনি হেরইতে
চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বন-ফুল-মাল বিরাজিত উরপর কিঙ্কিণী
রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পঁহু জগমনোমোহন
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায় (৪)।

৪০।

গৌরী।

সাঁজ সময়ে,গৃহে আওত যদুপতি
যশোমতী আনন্দ চীত।
দীপহি জ্বালি থারি পর ধরতঁহি,
আরতি করতঁহি, গায়ত গীত।
ঝলকত ওমুখ চন্দ।
ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেড়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥ ধ্রুং।
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ বাজত
সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার। (৫)
বরিখত কুসুম রমণীগণ হরখিত জগজন
আনন্দ নগর বাজার॥
শ্যামরু অঙ্গ মনোহর সুরচিত (৬)
বনি বনমাল বিরাজ (৭)।
গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে
সংশয় যৌবন রাজ।

৪১।

গৌরী।

বদন নিছাই মুছি মুখ মণ্ডল
বোলত মধুরিম বাণী।

১। সায়াহ্ন—"তঁহি জ্বালাওল"—পাঠান্তর।

২। বনসঞে—"বন হতে"—পাঠান্তর। ৩। "গোঠ"—পাঠান্তর।

৪। "হেরি মনো ভায়"—পাঠান্তর।

৫। "ঘণ্টা ঝাঁঝরি শঙ্খ শবদ ঘন দেবগণ ঘনহুঁ জয় জয় কার"—ভিন্নপাঠ।

৬। "মূরতী"—ভিন্নপাঠ।

৭। বিরাজ—"আজানু বিরাজ"—ভিন্নপাঠ।

কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী
মন্দিরে বসায়ল আনি (১)
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজই যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল (২) মাজি আজি পুনঃ বাঁধল
চূড়হি কুসুম সুরঙ্গ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে সুলেপন
যতনে পিন্ধাওলি বাস।
সুবাসিত কুসুম হার উরে লম্বিত
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

৪২।

ধানশ্রী।

কতহি যতন করি রসবতী নাগরী
করলহি বহু উপহার।
কনক থারি ভরি চিনি কদলী সর
চন্দন মনোহর মাল॥
প্রিয় সহচরী হাতে দেল (৩)।
ত্বরিত নন্দ গৃহে মিলল সহচরী
যশোমতী আগে লই গেল॥ধ্রুং॥
বিবিধ মিঠাই যতন করি দেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
ক্ষীর সর নবনী ছেনা দধি শাকর
দেয়ল সব রস সার॥
ভোজন করায়ল বহু সুখ পায়ল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
অবশেষে যো কিছু রহল থারি পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥

৪৩।

সুহই বা সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তাহি সাজায় (৪) অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন পাট পটাম্বর
লম্বিত মুকুতাদাম॥
শোভাবলি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভাজন মণ্ডল (৫)
বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥
কোই গায়ত কোই বাজায়ত
কোই নাচত ধরতহি তাল।
কোই সখাগণ পাখা লেই বীজত
কোই জ্বালত প্রদীপ রসাল (৬)॥
কনক সম্পুট পর কর্পূর তাম্বুল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ (৭) সাজ॥
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ শোহন
উপনীত নাগর রাজ॥

৪৪।

সুহই।

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম॥
সভাজন মাঝে বৈঠল দুন ভাই।
সভাজন চিত লেয়ল চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ান যুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে যুবতী জন অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ।
ফুল ধনু করে করি মূরছে অনঙ্গ॥

১। "বদন নিছুই মুছি মুখমণ্ডল বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে ত্বরিত নাহি আয়সি তুয়া লাগি বিকল ~~প্র~~রাণী॥ নন্দন কোরে করি রাণী।
যশোমতি সুন্দরী কতহুঁ যতন করি মন্দিরে বৈসায়ল আনি"॥
—ভিন্নপাঠ॥ ২। "কুণ্ডল" বা? ৩। "লেল" বা?

৪। "শেজ" বা।
৫। "দ্বিজগণ"—অন্য পাঠ।
৬। "কোই চামর লই, বীজন কুরু-তহি, উজর দীপ রসাল"॥—অন্য পাঠ।
৭। চন্দ্র চন্দ্রাতপ—অথবা "চন্দ্রাতপ উরে।"

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

৪৫।

করুণশ্রী বা ভূপালী।

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়।
সভা জন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব্ ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সব চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাঁহা চলি গেল (১)॥
ময়ূর ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥

৪৬।

ধানশী।

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধু লোভে মাতি আনন্দে বিভোল॥
তাঁহি সুগমন করু বিদগধ রাজ।
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়াণ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দদাস॥

৪৭।

ধানশ্রী বা কেদার।

গুরুজন পরিজন (২) ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনি করল পয়ান॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পায়ল সমাধান॥
দুহু দুহুঁ অধরে করয়ে মধুপান।
চাঁদ চকোর জনু মিলায়ল আন॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥

৪৮।

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত কত গায়ত মদনতরঙ্গ॥
কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল।
কোই কোই নাচত কোই ধরে তাল॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম সবহু সখী জানি।
সুবাসিত কুসুমে শেজ বিছায়লি আনি(৩)॥
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস।

৪৯।

শ্রীরাগ বা গান্ধার।

রাধামাধব দুহুঁ তনু মিলল,
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনক লতাবলি তমালে বেঢ়ল জনু,
রাহু ধরলিহ চন্দ (৪)॥
জনু (৫) কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদ কোরে কিয়ে (৬) তড়িত লতাবলী
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি॥

১। "সচরাচর যাঁহা সব দুরে গেল"॥—ভিন্নপাঠ।

২। "দুরজন"—ভিন্নপাঠ।

৩। তাহার পর অন্য গ্রন্থে—"নাগর নাগরী বৈঠল তায়।
সখীগণ আন ছলে আন থলে যায়।"

৪। "কনক লতা তমাল জনু বেঢ়ল রাহু গরাসল চন্দ্র"—অন্য পাঠ।

৫। "যৈছন"। ৬। কোরে কিয়ে "বেঢ়ল জনু"—পাঠান্তর।

নীলরতন কিয়ে কাঞ্চনে যোড়ল (১)
ঝামরু ভেল মুখজ্যোতিঃ।
শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
যৈছন জলদে বিথারল মোতি॥
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারই
অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রস পরসঙ্গ॥

৫০।

কামোদ বা কেদার।

বাঢ়ল (২) রতি রস বৈঠল দুহুঁ জন
মোছই আনন (৩) চন্দ।
দুহুঁজন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি বদন পুন চুম্বই, দোঁহে
দোঁহা তনু নিরছাই॥
নীল পীত বসন দুহুঁ তনু মোহন (৪)
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রমণী রসিক বর নাগরী
তৈছন বিদগধ রাজ॥
কতহু যতন করি বিহি নিরমায়লি
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত, নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৫১।

ভূপালি বা কেদার।

রতি রসে অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু মদে (৫) ভ্রমর ভ্রমরী ঘন ঝঙ্করু
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী রাধা মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলি
দুহুঁ রূপ অধিক উজোর॥ ধ্রুং॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অবশ (৬) দুহুঁ জন জর জর (৭)
প্রিয় সখী চামরু ঢুলায়॥
সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরী
রাখত দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতল
সহচরী গোবিন্দদাস॥

—ঃ০ঃ—

শ্রীগোবিন্দদাস কৃত অষ্টকালীয়
একান্ন পদ সম্পূর্ণং।

গৌরচন্দ্রিকা।

১।

গৌরী

জয়নন্দ-নন্দন, গোপীজন বল্লভ,
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদিয়া-পুরন্দর,
সুরমণীগণ মনোমোহন ধাম।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।(৮)

১। "নিলমণি রতনে কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল।"—পাঠান্তর।
২। "বিরমল" পাঠান্তর।
৩। "দুহুঁ মুখ" ৪। "শোভিত ভেল তনু"

৫। "মধু লোভে"। ৬। "আলিস"।
৭। "জন জর জ"—"তনু ঢর ঢর"।
৮। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করেন। 'আমা হতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সতত উন্মুখ॥' ইত্যাদি চৈতন্য চরিতামৃত।

জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল,
জয় নদিয়া-বধূ-নয়ন আমোদ ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম, সুবলার্জ্জুন,
প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি (১) সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতি বল (২) বলরাম-প্রিয়ানুজ,
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ ॥

২।

সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলিমদ-মন্থন নিত্যানন্দ রাম ॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর।
প্রেম রতন-ফল ধরল উজোর ॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে (৩) বধির জড় আঁধ।(৪)
কাঁদিতে অখিল ভুবন জন কাঁদ ॥
তেই অনুমানিয়ে তুহুঁ পরমেশ (৫)।
প্রতি দরপণে জনু (৬) রবির আবেশ (৭) ॥
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে (৮) নাহি বিন্দু (৯) বিকাশ(১০)
গোবিন্দদাস কহে তাহে (১১) কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

৩।

সারঙ্গ।

চম্পক, শোণকুসুম, কনকাচল,
জিতল গৌরতনু লাবণীরে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগমনোমোহন ভাঙনিরে ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন।
কলিযুগ কালভুজগ-ভয়খণ্ডন।ধ্রু॥
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত কত ভকত মেলি।
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল,
গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

৪।

কামদ।

গৌর বরণ তনু, শোহন মোহন,
সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ, কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান ॥
পেখনু গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ, তিমির ঘোর নাশক,
নবদ্বীপ চাঁদ উজোর ॥ ধ্রু ॥
ভাবহি ভোর, ঘোর তুহুঁ লোচন,
মোচন ভবনদ বন্ধ।

১। বলরাম প্রভৃতি। ২। "জয় জয় বলী"—গী, চ, উ।
৩। নাচি নাচায়—গী, চ, উ।
৪। অন্ধ—প-ক-ত। ৫। পরবেশ—প-ক-ত। ৬। যৈছে—ঐ। ৭। আদেশ—ঐ। ৮। অধরে—প, ক, ত।
৯। মধু—গী, চ, উ।
১০। যেমন মলিন মুকুরে বিন্দু মাত্রও প্রতিফলিত হয় না; মূঢ় ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে তদ্রূপ নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান্ এ বিশ্বাস স্থান পায় না।
১১। বুঝহ,—গী, চ, উ।

নব নব প্রেম ভর, বরতনু সুন্দর,
উয়ল ভকত সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ, বীজ দেই তারল,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

৫।

বিভাস।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেমতনু,
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাবি, অবধি নাহি পাইয়ে,
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর ॥
জয় জয় ভুবন মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ, মদ বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগত বিথার ॥ ধ্রু ॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ক্ষণে রোয়ই,
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
পতিত জনেরে দেই কোল ॥
ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর,
দিন রজনী নাহি জানি।
গোবিন্দ দাস, বিন্দু লাগি রোয়ই,
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥

৬।

সিন্ধুড়া বা বসন্ত।

পদতলে ভকত, কলপতরু সঞ্চরু,
সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ।
যাকর ছায়, সুরাসুর নরবর,
পরমানন্দ নিরদ্বন্দ ॥
পেখনু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম-হেমধরাধর উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥
নব নীরদ জিনি, কত মন্দাকিনী,
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, অভিরাম দিনমণি,
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥
যাকর চরণ, সমাধয়ে শঙ্কর,
চতুরানন করু আশ।
সো পহুঁ পতিত, কোরে ধরি কাঁদই,
কি কহব গোবিন্দ দাস ॥

৭।

ধানশী।

তপত কাঞ্চন, কান্তি কলেবর,
উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর-কর জিনি, বাহুর সুবলনী,
বিহি সে গঢ়ল বহুরঙ্গী ॥
গোরারূপ জগমনোহারী।
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল,
বধিতে কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
আপাদ মস্তক, পূর্ণ পুলকিত,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি, আপহি রোয়ত,
হেরি কাঁদয়ে পশুপাখী ॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা, কুমুদ মল্লিকা,
জিনিয়া মধুর মৃদু হাস।
মধুর বচনে, অমিঞা সিঞ্চনে,
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

৮।

টোড়ী।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র,
বেঢ়ল ভকত নখত (২) বৃন্দ,
অখিল ভুবন উজোর কারী
কুন্দকনক কাঁতিয়া ॥
অগতি পতিত কুমুদ বন্ধু,
হেরি উছল রসকি সিন্ধু,

২। নন্দন—হ, লি, পু।

হৃদয় কুর (১) তিমির হারী,
উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ,
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে (২) থেহ,
ঢুলি ঢুলি চলত থলত,
মত্ত করীবর (৩) ভাতিয়া॥
নটল ঘটল ভৈগেল ভোর,
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল,
রোয়ত হসত ধরণী খসত,
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥
মহিম মহিমা কো কহু ওর,
নিজ পর ধরি করই কোর,
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি,
তরখিত (৪) মহী মাতিয়া॥
যোরসে উত্তম অধম ভাস,
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস,
কো জানে কি ক্ষণে কোন,
গঢ়ল কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥

৯ম পদ।

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনী তীরে, তীরমাহা বিলসই,
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতল-তাল, বলিত হরি হরিধ্বনি,
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অনুরঞ্জন, ভবভয় ভঞ্জন,
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর, প্রেমভরে কম্পই,
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ, পুলক কুল আকুল,
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনা, চতুর শিরোমণি,
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস, এহেন রসে বঞ্চিত,
অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥

১০।

কানাড়া।

নিরুপম হেম জ্যোতিঃ জিনি বরণ।
সঙ্গীতে রঙ্গিত রঙ্গিত চরণ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনিয়া॥ধ্রু॥
শরদ ইন্দু নিন্দ (৫) সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেম নিঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলক পরিপূরিত (৬) দেহা।
নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগভরি পূরল এহেন (৭) আনন্দ।
মহী মাহা (৮) বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

১১।

সুহই।

অপরূপ হেম মণি ভাস
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদতারা।
দূরে করু কলি আঁধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥
পুলকিত স্থির চর জাতি (৯)।
প্রেম অমিঞা রসে মাতি॥

১। কুহর—প, ক, ল, ২। পায়ে। ৩। মধুকর। ৪। রসেহু রখিত বরখিত।

৫। চন্দ্রজিনি—গী, চ, উ,।
৬। পুলকাবলী পূরিত গী, চ, উ,।
৭। প্রেম—প, ক, ত,। ৮। অমিয়া—প, ক, ত,। ৯। নাহিও

কেহ কেহ ভকত চকোর।
নারী পুরুখে সেই কোর (১)॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি নব লাগি বিভোর॥

১২।

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা।
মদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥
তাহে ধরু নটবর বেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব (২) আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র।
জগমন নিমগন প্রেম আনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে।
বিকশিত ভেল তঁহি ভাব কদম্বে॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ভকতহি কোর॥
রসভরে গদ্গদ বোল।
চরণ পরশে মহী আনন্দ হিল্লোল॥
পূরল জগ মনো আশ।
বঞ্চিত ভেল তঁহি (৩) গোবিন্দ দাস॥

১৩।

টোড়ি।

চিত চোর গৌর অঙ্গ,
রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ,
মদন মোহন ছান্দুয়া।
হেমবরণ হরণ দেহ,
পুলক অরুণ তরুণ সেহ,
তপত জগত বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবস রাতি,
নীপ কুসুম পুলক পাঁতি,
বদন শরদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস,
আনহি বরণ বিরস ভাষ,
নিবিড় প্রেম (৪) সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল,
অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল,
চলত (৫) মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে (৬) ভাস,
আশ করত গোবিন্দ দাস,
প্রেম সিন্ধু বন্দুয়া॥

১৪।

সিন্ধুড়া।

গোরা করুণা সিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
জগতে পরাওল হার॥ ধ্রু॥
কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক হেরি,
বদন চাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেম, সুধারস বরিখণে,
জগজন তাপ বিনাশ॥
ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপল ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে, অবলম্বন পন্থিক,
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাব গজেন্দ্রে, চঢ়াওল অকিঞ্চনে,
ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসার কালকূট, বিষে তনু দগধল,
একলি গোবিন্দদাস॥

১৫।

বেলোয়ার।

নাথবান কনক, কষিত কলেবর,
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।

১। স্থাবর জঙ্গম সকলই পুলকিত।
২। রসের। ৩। গায়ত বঞ্চিত [illegible]
৪। নয়ান সলিল।
৫। নাচত—হ, লি, পু।
৬। [illegible]

গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই,
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ান সন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু ॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি নলনা।
কিয়ে রে মালতীর মালা
গোরা অঙ্গে দোলনা ॥
শরদ ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বাঁধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া ॥

১৬।

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন অবতারি।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরি নামে জীব রাখি,
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিত-পাবন যার বানা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গদাধর আদি যত, মহামায় ভাগবত,
তারা সব গোরা গুণ গায়।
অখিল ভুবন পতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয়ে পুনঃপুন,
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ কমল কিবা, নখর উজর শোভা,
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ॥

১৭।

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের চরিত,
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল, নয়ান যুগল,
ভকতি যাচঞে সব জীবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন মাতঙ্গ,
রূপ জিনি কত কোটি কাম।
নাজানি কি ভাবে, আপাদ মস্তক,
পুলকে জপয়ে শ্যামশ্যাম ॥
গৌরবরণ সুধাময় তনু,কিরণ ঠামহি ঠাম ॥
ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি,
যাচত মধুর হরি নাম ॥
গোবিন্দদাসক, চিত উনমত,
দেখিয়া ও মুখ-চাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক,
গোরা গোরা বলি কাঁদে ॥

১৮।

সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে,
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরা তনু,
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ওরূপ মাধুরী, পিরীতি চাতুরী,
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ধ্রু॥
বরণ, আশ্রম, কিঞ্চন, অকিঞ্চন,
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি-দুলহ-প্রেমধন,
দান করয়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয়, হৃদয় রসময়,
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী, কয়ল অবনী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

১৯।

সুহই।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি ॥

প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণাময় কো বিহি মিলায়ল আনি?
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায় আপন গুণগান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি, সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারী।
গোবিন্দদাস কহে যাঙ বলিহারি॥

২০।

গান্ধার।

জাম্বুনদ (১) তনু, বদন অম্বুজ,
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী,
কম্বু কন্দরে দোল॥
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর,
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরুণ প্রেমভরে, দিন রজনী নাচত,
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল,
নীলয় বরণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত,
কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগজনে প্রেমে পূরল.
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

২১।

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল, কান্তি কলেবর,
বিহরই সুরধনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু, তরু হেরি তোড়ই,
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয়ো সকল, সখাগণ সঙ্গহি,
সরস রভস রসে ভোর।
গজবর গমন, গঞ্জি গতি মন্থর,
গোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পূরব প্রেম, পরমানন্দে পূরিত,
পুলক পটল ময় অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদীয়া-নগর পুর নিতি নিতি,
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু, দুরিত দুঃখ হরু,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২২।

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম, বিনোদ নব নাগর,
বিহরই নবদ্বীপ মাঝ॥
কুটিল কুন্তল, বন্ধ পরিমল,
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী. লাজ মন্দির,
দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বাঁধুলি, বন্ধু বন্ধুর,
মধুর বচন রসাল।
কুন্দ হাস, পরকাশ সুন্দর,
ইন্দু-মুখ উজিয়াল॥
করীকর জিনি, বাহু সুবলনী;
দোসরি গজমতি হার,—

১। জাম্বুনদ—স্বর্ণ। ইলাবৃত দেশে জম্বুনদীতটে যে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহারই নাম জাম্বুনদ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

সুমেরু শিখর, উপরে যৈছে,
বহই সুরধুনী ধার ॥
রাতুল যুগল, চরণ পেখনু,
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল,
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

২৩।

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল,
অরুণ নয়ান বাণে ॥
সোই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে, নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে ॥ ধ্রু ॥
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দৃঢ়ায়নু,
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন পুণ্যবতী, যুবতী ইহার,
বুঝয়ে রস বিলাস।
তাহার চরণে, হৃদয়ে ধরিয়া,
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

২৪।

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে, নবঘন সিঞ্চনে,
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
বিকসিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম, কলপতরু সঞ্চরু,
সুরধুনী তীরে উজোর ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল চরণ, তলে ঝঙ্করু,
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ, সুরাসুর ধায়ই,
অহর্নিশি রহত আগোর ॥
অবিরত প্রেম, রতন ফল বিতরণে,
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে, দীনহীন বঞ্চিত,
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

২৫।

গান্ধার।

ভাবে ভরল হেমতনু, অনুপম রে,
অহর্নিশি নিজরসে ভোর।
নয়ান যুগলে, প্রেমজল ঝর ঝর রে,
ভুজ তুলি হরিহরিবোল ॥
নাচত গৌর কিশোর।
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ পহু মোর ॥ ধ্রু ॥
জিতল নীপকুল, পুলক মুকুল রে,
প্রতি-অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই নখই রে,
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥

২৬।

সুহই।

নাথবান কাঞ্চন জিনি।
রসে চর চর গোরা মু যাঙ নিছনি ॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী ?
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গিমাধর কাঁতি।
মনু মনু অনুরাগে এ বর যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মূরতি।
মরমে ভরমে জাগে পীরিতি আরতি ॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানকী।
কুলবতী উনমতি কৈল ছুটি আঁখি ॥

অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানাফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি॥
চন্দন কেশর মাখা তনু।
রঙ্গিণীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু॥
মদন বিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পট্ট বাস।
পহিরল নিতম্বিনী রস অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচাঁদ।
পামরি গোবিন্দ দাসে রচিত বাঁধা ফাঁদ॥

২৭।

ধানশী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারা ঠুরি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝল মলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥

২৮।

পাহিড়া।

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু,
জাগয়ে নিদ নাহি ভায়।
যেই পরশে পুনঃ, তাকর বদন ঘন,
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে বদন, পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

২৯।

পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত।
অকুর অকুর বলি, পুন পুন ধাবই,
ভাবহি পূরব পিরীত॥ ধ্রু॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, লেই যাওই,
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বলবহি ঐছন,
সবজন রহল নিযূপে॥
রোই ভকত সনে, বোলই পুন পুন,
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকত রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

৩০।

ধানশ্রী।

যামিনী জাগি জাগি, জগজীবন,
জপতঁহি যদুপতি নাম।
যাম যাম যুগ, তৈছন জানত,
জরজর জীবন মান॥
ঝুরত গৌর কিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে, ঝর ঝর লোচন,
বুঝি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু॥
চম্পক গৌর চাঁদ, হেরি চমকই,
চতুর ভকতগণ চাহ।

চলইতে চরণে, চলই নাহি পারই,
চকিতঁহি চেতন চোরাহ ॥
ছল ছল নয়ন, ছাপি কর যুগল,
ছোড়ল রজনীক নিদঁ।
ছোড়ব নাহি, কবহুঁ জগজীবন,
ছন্দ না কহতঁহি দাস-গোবিন্দ ॥

৩১।

মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা ঘন,
ঘন বোলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ,
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী ॥
যাবক বরণ, কটীর বসন,
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনী তীরে ধায় ॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল ॥
আনন্দ কন্দ, গৌরচন্দ্র অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, করত আশ, ওপদ-পঙ্কজ ছয়া ॥

৩২।

কামদ।

সবহু নাচত, সবহু গাওত,
সবহু আনন্দে বাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত, ভূতলে লুঠত,
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া ॥
মধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত,
চলত কত কত ভাঁতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হাসত,
খসত মোতিম পাঁতিয়া।
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি,
এ তিন ভুবন ভাসিয়া।
ও সুখ সায়রে, লুবধ জগজন,
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া ॥
দাস গোবিন্দ, রোয়াত অনুখণ,
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া ॥

৩৩।

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥
খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মূরছিয়া ॥
খেণে মালসাট মারে খেণে বোলে হরি
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি ॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

৩৪।

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ কন্দ নয়নভরি দেখ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতঁহি সঙ্গে ॥
হেরইত নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা ॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা মুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম সুধারস সিন্ধু ॥
জগ ভরি পূরল প্রেম তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে ॥

৩৫।

ধানশী।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ঢারত,
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি।

কো জানে কাহে লাগি, আধ সিঞ্চই ;
লীলা বুঝই না পারি ॥
হেরই মঝুমনে লাগি রহু,
সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ ॥ ধ্রু ॥
নব নব তুলসী, মঞ্জুল মঞ্জরী,
তাহি দেই হাসি হাসি।
কবহু গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি ॥
ডাহিনে রহু, পুরুষোত্তম পণ্ডিত,
বামদেব রহু বাম।
অপরূপ চরিত. হেরি সব চকিত,
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

৩৬।

বরাড়ী দশাক।

বসিলা গৌরঙ্গ চাঁদ রত্ন সিংহাসনে।.
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥
গদাধর দিল গলে মালতির মালা!
রূপের ছটায় দশদিক হৈল আলা ॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চদীপ জালি তেঁহ আরতি করিলা।
নিরাজন করি শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিলা ॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

৩৭।

গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্রভু হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥

৩৮।

ভূপালী।

শ্রীপদ কমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে ॥
শ্রীমুখ বচন সুধারস (১) সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল (২) ভারত রঙ্গী ॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপে ॥ ধ্রু ॥
যে কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি।
পহুক চরণ যুগ সারথি করবি ॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশাপাশ জোরি নহ (৩) ভঙ্গ ॥
লীলা জলধি তীরে চলি যাই।
প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ (৪) অবগাই
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতিমণি দেই (৫) পূরব অভিলাষ ॥
সোরস জলধি মাঝে মণি গেহ।

১। শ্রবণ সুখ। ২। ভেদ কত।
৩। পরি যোহ—প, ক, ত।
৪। রঙ্গু। ৫। লেই।

তঁহি রহুঁ গোবিন্দ (৬) সুশ্যামর দেহ ॥
সারথি মেলি (৭) মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায় ॥

৩৯।

ধানশী।

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনু-সুখ বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভোলে।
যুবতী-জীবন ঘুরিয়া বুলে ॥
শচীর তুলার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে ॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতী ব্রত নাশিল বাসি ॥
নবতুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বাঁধিল কুন্তল মূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা।
বসিয়া যুবতী কুলের কাঁটা ॥
নিতম্ব মণ্ডলে কাম রহি।
ঐছিয়া নিছিয়া পরাণ দি ॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে ॥

৪০।

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে।
মদন মোহন, গৌরাঙ্গ বদন,
দেখিয়া জীয়ে কিয়ে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ওভাঙ ধনুয়া, মদন বাণে,
তার কি পরাণে রয় ॥
যে জানে পিরীতি ব্যথা।
সেহ কি ধৈরজ, ধরিতে পারে,
শুনিয়া ধৈরজ কথা ॥

বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানু লম্বিত বাহু হেরি কাঁদে,
পরিসর গোরাবুক ॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন,
পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দ দাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, চরণ নখর,
তাহার মাধুরী পীতে ॥

৪১।

বিহাগড়া।

নাথবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া,
মিলিয়া বিনোদিনী সমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, অমিঞার সাঁচে ভরি
নিরমিল গৌর সুদেহে ॥
সজনি হই অপরূপ রাজে।
রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
সাজল লাবণি সাজে ॥ ধ্রু ॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদ সুধাকর
নিরমঞ্ছন মুখ চাঁদে।
জগমন মথন, সঘন রতি নায়ক,
নাগর হেরি হেরি কাঁদে ॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দরপণ,
দীপ দীপতি করু শোভা।
অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচন লোভা ॥

৪২।

ধানশী।

গৌর রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুঞা বুকে, সে রস ধাধস সুখে
অনিমিষে দেখহু নয়ানে ॥
পরিয়া পাটের জোড় বাঁধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখি জীউ করিনু নিছনি ॥

৬। গোরী। ৭। লেই—গী,চ, উ।

মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম,
সাজিয়া কি দিল্ল ভালে ফোঁটা।
আছুক আনের কাজ, মদন মুগধ না পালটে
রহল যুবতী কুলের খোঁটা।
প্রাণ সরবস দেহ, অবশ সকল ভেল
মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ, কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া,
কাম সায়রে মরি।
গোবিন্দদাসে, কহয়ে তবে সে,
দুখের সাগরে তরি॥

৪৩।

ধানশী।

দেখ দেখ নাগর, গৌর সুধাকর,
জগত-আহ্লাদন-কারী।
নদিয়া-পুরবর, রমণী-মণ্ডল-মণ্ডণ,
গুণমণি ধারী॥
সহজই রসময়, সহচর উড়ুগণ,
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব, বদন হাস দেখি,
বিলসই রঙ্গিণীগণ ভয়লাজ॥
ভকতবৃন্দ চিত, কৈরব ফুল্লিত,
নিশিদিশি উদিত হিয়ায় বিলাসে।
রসিয়া রমণী চিত, রোহিণী নায়ক,
অনুখন পূরল না রহ হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ, বিনোদিনী বিলসই,
উলসই ভাবিনী ভাব।
পদ পঙ্কজ পর, গোবিন্দদাস চিত,
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ॥

৪৪।

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়ানে বহয়ে প্রেমলোর॥
জানু-লম্বিত-ভুজ তাহে বনমাল।
তঁহি অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়ানহি লোর।
রসবতী হৃদয়ে বাঁধল প্রেম ডোর॥
পুলক পটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌর চরণ নখ কিরণ ঘটায়॥

৪৫।

কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ সঞ্চে সুন্দর,
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ॥
হেরইতে যুবতী, পিরীতি রসে মাতল,
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥
সজনি! কিয়ে আজু পেখনু গোরা।
মনমথ-মথন অরুণ, নয়নাঞ্চল চাহনি,
ভৈ গেনু ভোরা॥ ধ্রু॥
মৃদু মৃদু মধুর, মধুর স্মিত শোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী,
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ॥
কেশরী শাবক জিনি, ভঙ্গুরা মাজা খানি,
তাহে বিলাসে মনোমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবন গতমন,
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুম লোটন,
জোটন রসবতী রস পরিণাম॥
গোবিন্দদাস কহে, ঐছে বর রসিয়া,
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান॥

৪৬।

ধানশী।

যদি খণে গোরারূপ আয়নু হেরি।
মাজন-মুকুর আনল তথি বেরি॥
সখি হে সব সই আনন অনুপ।
ইথে লাগি মকরে হেরল নিজ মুখ।

তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা মুখচন্দ॥
ময়ু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়ানে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশি করে খসল হামারি॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মূরছিল ভেলি॥

৪৭।

ধানশী।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী,
আনে সে বুঝিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া,
ঘুচাব মনের ব্যথা॥ধ্রু॥
সে গোরা গায়, ঘাম কিরণে,
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গণ, কলিকা মালা,
নারী-মন বাঁধা ফাঁদে॥
বাহুর বলনী, অঙ্গের হেলনি,
মন্থর চলনি ছাঁদে।
আছুক আনের কাজ, মদন বিনিয়া
বিমিয়া কাঁদে॥
শ্রবণে সোণার, মকর-কুণ্ডল,
রঙ্গিণী পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস, কহই নাগর,
হারাই হারাই তিলে॥

৪৮।

সুহই।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি,
এ বড় মরমে ব্যথা॥
সুরধুনীতীরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিমগন মন,
ডুবিল সতীর মতি॥
ঢল ঢল কাঁচা, সোণার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে॥
আধ কুন্তল, লোটন পীঠে,
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর,
কে না কৈল নিরমাণে॥
সজল বসন, নিতম্ব লম্বন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পাট, রতির বিলাস,
কহি মূরছিল সে॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাঝা,
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস, কহই বিষম,
কামের কামান ভুরু॥

৪৯।

কেদার।

প্রেম ঢল ঢল, নয়ন (১) কলেবর
নটনরসে ভেল ভোর॥
এদিন যামিনী, আবেশে অবশ,
প্রিয় গদাধর কোর॥
গোরা পহুঁ করুণাময় অবতার।
যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত সবে (২)
পাইল নিস্তার॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি,
পুলকে পূরল (৩) তনু।
অরুণ দিঠি জনে, অবনী ভাসল,
সুরধুনী ধারা বহে জনু॥

(১) কনয়া। (২) অধম দুরগত সমাই।
(৩) দ্বিগুণ—হ, লি, পু।

গুপত প্রেমধন, জগভরি বিলাওল,
পূরল সবহুঁক আশ।
সো প্রেম সিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল
পামরি গোবিন্দ দাস॥

৫০।

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাঁচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন রসে, ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ কল্পতরু ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞা অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া
রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করি রে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবনমৃত গোবিন্দ দাস॥

৫১।

পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা অবনী।
কালরূপ কেন হৈল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু (১) কাঁদে।
নাজানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফাঁদে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁপে ঘন ঘন।
ক্ষণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধুলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ (২)
গদাধর কাঁদে প্রাণ-নাথ লয়ে কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রবোধ (৩) বিকলে (৪)॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সোঙরি (৫) বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ দাস॥

৫২।

পঠমঞ্জরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ কেহ জানকী-বল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নবঘন শ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপী প্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তবু না পাইল রামা প্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥

৫৩।

সুহই।

কলহ করিয়া ছলা- আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাইর বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ॥

১। গোরা কেন।

২। হেরইতে ঐছন লাগয়ে দহন।

৩। প্রণয়।

৪। ছার পরাণ কুলবতীর না যায়।
কহিতে আকুল পহু ধুলায় লোটায়॥

৫। বলিয়া। হ, লি, পু।

আঠার নালাতে কাঁদি কাঁদি যায় পথে
নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ ॥ ধ্রু ॥
সিংহদ্বারে গিয়া মরম বেদনা পাঞা
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
সবে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি
নীলাচল বাসিয়া সুধায় ॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি
অরুণ চরণ পীতবাস।
অনুক্ষণ লোচনে প্রেমবারি ঝর ঝর
ধরণী বহত দোপাশ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনেই বোলত
নূতন কিশোর বয়েস।
গোবিন্দদাস কহে হামু সে দেখনু
সার্ব্ব-ভৌমের মন্দিরে প্রবেশ ॥

৫৪।

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা ॥
দেব কুমারী নারীগণ সঙ্গে।
পুলকে কদম্ব করম্বিত অঙ্গে ॥
ফাগুয়া খেলেত গৌরতনু।
প্রেম সুধাসিন্ধু মূরতি জনু ॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়ানে ঝরে (১) অরুণহি নীর ॥
কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকতগণ গায় (২) রসাল ॥
কত কত ভাবে বিথারল অঙ্গ।
নয়নে ঢুলাঢুলি (৩) প্রেমতরঙ্গ ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দ দাস ॥

১। বহে। ২। সব।
৩। ঢলায়ত—প, ক, ত।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

১।

বেলোয়ার।

জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত (১),
সহজে অথির গতি জিতি (২) মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘন ঘন ডাকত (৩)
গৌর প্রেমভরে চলই না পার ॥
গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন,
কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥
কলিযুগ কাল,-ভুজঙ্গমদংশল,
দগধল স্থাবর (৪) জঙ্গম দেখি (৫)।
প্রেম সুধারস, জগভরি বরিখল,
দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি ॥

২।

ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জ ভবন,
অতি দুরাচার তারি ॥ ধ্রু ॥
বসুধা জাহ্নবী, সঙ্গেত লইয়া,
শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিলা, এ গতি গোবিন্দ,
এতিন লোকের মাঝে ॥

৩।

ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবনআনন্দ,
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বোলে হরি হরি,
চলন মন্থর ভাঁতিয়া রে ॥

১। ফিরায়ত। ২। দিঠি। ৩। গরজই।
৪। থাবর। ৫। পেখি—প, ক, ল।

কিবা সে মাধুরী বচন চাতুরী,
গদাধর সুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ,
গাওত ও রস ভাবিয়া রে॥
নাচে নিত্যানন্দ চাঁদ রে।
কহে গদ গদ, চলে পদ আধ,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে।
ও চাঁদ বদনে, হাস সঘনে,
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে।
কুসুমহার, হিয়ার উপর,
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে॥
রাতুল চরণে, রতন নূপুর,
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস সুত,
গতি গোবিন্দ চিত ভোর রে॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ডারই,
পুন পুন অবিচারি।
কো জানে কাহে লাগি, কাহে অকি সিঞ্চই,
লীলা কোই বুঝই না পারি॥
সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ।
হেরইতে মঝু মন লাগি রহুঁ॥ ধ্রু॥
নব নব তুলসিক, মঞ্জরী তহি পুন,
দেই দেই হাসি।
কবহুঁ গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মুরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহুঁ পুরুষোত্তম,
বামদেব রহুঁ বাম।
অপরূপ চরিত, হেরি সব চমকিত,
গোবিন্দদাস কি কহব গুণধাম?

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু।

৫।

সুহই।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন তারল, প্রেম রসায়ল,
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি, (১), কহত ভাগবতে,
ঐছে (২) ধরণ তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি,
প্রকটহি চরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনে(৩), নাম বিরাজিত,
রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দে॥
যুগল ভজন গুণ, লীলা আস্বাদন,
আত্র কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে, শরণ কো দেয়ব,
গোবিন্দদাস অনাথে॥
ইতি পারিষদ সহ শ্রীগৌরচন্দ্র মাহাত্ম্য বর্ণনং

বন্দনা।

শ্রীরামচন্দ্র।

১।

ধানশী।

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন,
জনকসুতা-রতিকান্ত।
সুর নর বানর, খচর নিশাকর,
যছু গুণ গায় অনন্ত॥
দুর্ব্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর,
কঞ্জ নয়ন রণবীর।

১। করি। ২। সোই। ৩। বদনহি,—গী, চ, ম।

বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর,
জলধি কোটী গম্ভীর॥
শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতানুজ,
চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন
শতমুখ রহুঁ কর যোড়ি॥
ভকত আনন্দ, মারুতনন্দন,
চরণ কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধান,
হরিনারায়ণ দেবা॥

শ্রীশ্যামসুন্দর।

২।

শ্রীরাগ।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দে গিরিবর-ধর পদ-কমলং।
কমলাকর কমলাঞ্চিত (১) মমলং॥
মঞ্জুল মণি (২) নূপুর রমণীয়ং।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ং॥
অলি লোহিত মতি-রোহিত ভাষং।
মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসং॥

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের পদবন্দন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর।

১।

ভাটিয়ারি।

জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাকর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ॥ ধ্রু॥
প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ॥
নৃপ আসন, খেতুড় মাহা বৈঠত,
সঙ্গহি ভকত সমাজ॥
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজল রস,
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দানব্রত, আদি ভয়ে ভাজত,
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।
অভকত চৌর, দূরহি ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর।

২।

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি পদ, যুগল সরোরুহ,
নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর,
পীবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি, নাগর নাগরী,
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ধ্রু॥
জনু বাওন করে, ধরব সুধাকরে,
পঙ্গু চঢ়ব গিরি শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে, দর্শদিক খোঁজব,
মিলব কলপতরু নিকরে॥
শুনত অন্ধ, করত অনুবন্ধহুঁ,
ভকত নখর মণি ইন্দু।

১। কমলাঙ্কিত। ২। মাল—প, ক, ত।

কিরণ ঘটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
হাম কি না পায়ব বিন্দু ॥
সেই বিন্দু হাম, যোখনে পাওব,
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস, অতএ অবধারণ,
ভকত কৃপাবলবান ॥

৩।

মায়ুর।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
যাক গীতে, জগত চিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদ সঞ্চয়ি,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরমাণি,
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার, হার সব রসি কহি,
কাঠহি কণ্ঠে পরায়ল বনিয়া ॥
আনন্দে নারদ না ধরয়ে মেহা।
সো আনন্দ রস, জগভরি বরিখল,
বিদ্যাপতি রস থেহা ॥
যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে ॥
সো রস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, রহইতে আলসল,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

চণ্ডীদাস ঠাকুর।

৪।

ভাটিয়ারি।

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণি গণ,
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে,
করুণা করি পূরব আশা ॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুট মণি, প্রেম-ধনেহি ধনী,
কৃপা নিরখিল যব পাব ॥ধ্রু॥
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব,
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত,
মঝু চিতে করু পরচার ॥
তুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ,
কহ দীন গোবিন্দদাস ॥

শ্রীজয়দেব।

৫।

টৌড়ী।

শ্রীজয়দেব, কবীশ্বর সুরতরু,
যছু পদ পল্লব ছাহে।
তাপ তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল,
জুড়ইতে করু অবগাহে ॥
জয় জয় পদ্মাবতী রতি-সেব।
রাধারমণ, চরিত রস বর্ণনে,
কবিকুল গুরু দ্বিজ দেব ॥
যদ্যপি সুনীচ, কদাচার বাসিত চিতে,
অছু কর যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত, সুহীন অধিকৃত,
মহত করু বলে হোই ॥

তৃণধরি দশনে, চরণপর নিবেদিয়ে,
মঝু মানস কর পূর।
গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম,
রাই কানু জনু ফুর॥

বাল্য-লীলা।

প্রাতঃলীলা।

১।

টৌড়ী।

অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু হঞা মেলা,
সবে গেলা নন্দের দুয়ার।
শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব,
গোঠে আইস নন্দের কুমার॥
গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলি যাই,
ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে॥ ধ্রু॥
তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি,
পাঠাইল তোমা আনিবারে।
যাবে কিনা যাবে তথা, দঢ় করি কবে কথা
বলরামের দোহাই তোমারে॥
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেত ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
এক তিল না দেখিলে মরি॥
শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাসের পহু, হাসিয়া হাসিয়া রহুঁ,
চলিলেন বিহারের রসে॥

২।

কামদ।

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া।
আভীর বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণ গুণ,
গোপী রৈল চাঁদ মুখ চাঞা॥ ধ্রু॥
আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যাদুমণি,
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি,
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস॥
সে পদ পল্লব, বিরিঞ্চির দুর্লভ,
যোগীর ধ্যানে অতি দূর।
ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি,
পায় ধরি পরায় নূপুর॥
গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি,
পীঠে দিল পাটকি ডোর।
ধড়ার আচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী,
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥
আহীর বালক সঙ্গী, কত জন কত রঙ্গী,
তার মাঝে শ্যাম নটরায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন,
গোবিন্দদাস তাঁহা চায়॥

৩।

মায়ূর।

আজু বিপিনে আওল কান,
মূরতি মূরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর সোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন কন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরীগুঞ্জ,
পুচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট,
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিমহার দোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনী বাজ,

মদগতি অতি কুঞ্জররাজ,
জানু লম্বিত কদম্ব মাল,
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ,
তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ,
দাস গোবিন্দ হৃদয় রঞ্জ,
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥

৪।

সুহই।

গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সমবয় বেশ সবহুঁ করে ছাঁদ।
রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ॥
ময়ুর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥
শির পর ছাঁদ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করই কত খুরলি॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি মঞ্জীর বাজত রুণু ঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥

৫।

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে, গীতকীরি গুর্জ্জরী,
গৌরী গোল গান্ধার॥
গোপী গোপ, গরিম গুণ গোপক,
গোকুল গাম বিহারী॥
গুঞ্জা গৈরিক, গোরস গরভিত,
গোরোচনা-রুচির-ধারী॥
গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহন রতিকারী।
গোগিরিধারী, গূঢ় গরবান্বিত,
গুরু গৌরব পরচারি॥
গজগতি-গামী, গান গুণ গুম্ফিত,
গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন,
গাওত দাস গোবিন্দ॥

কৈশোর লীলা।

প্রাতঃলীলা।

৬।

বেলোয়ার।

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দেই করতালি॥
চলইতে চরণ পড়ই তিন বঙ্ক।
ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥
মধু গুড় লোভিত বাউল চিত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইতে প্রীত দেই দশ গালি॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ গান।
দ্বিজ পায়ে করনু লাখ পরণাম॥

৭।

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ-গমন-বিরহাতুরা,
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন, সঙ্গহি ধায়ল,
আর যত কুলবতী নারী॥
সজনি দেখ দেখ ব্রজ জন লেহা।

নয়নে নয়নে জল, অঙ্গ পুলকাকুল,
ভাবে অবশ ভেল দেহা ॥ ধ্রু ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই,
চিত পুতলি সম হেরি।
ব্রজকুল নন্দন, কহত যতনে পুন,
ঘরহি পাঠাওল ফেরি ॥
কাতর অন্তরে, নিজ নিজ মন্দিরে,
সব জন করল পয়ান।
সহচরী রাই, লেই চলু মন্দিরে,
গোবিন্দদাস পিছে যান ॥

৮।

গান্ধার।

যতনহি রাই, লই চলু মন্দিরে,
সখীগণ ধৈরজ নাই।
রস পর থাব, কহই করি চাতুরী,
কানুক হৃদয় জানাই ॥
সুন্দরী তিরোহিতে রহি শুন বাত।
অদ্ভুত উনহিক, প্রেমবর মাধুরী,
কতিহুঁ কহই না যাত ॥ ধ্রু ॥
রাইক বিরহ, অধিক করি মানই,
উনহিক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ ভেদ, পুন বুঝিয়ে নহে,
পুন এক পরাণ ॥
আনন্দ বাত, উঠায়ত পুন পুন,
পুছত রজনী বিলাস।
গহন মদন দুখ, সবহুঁ মিটায়ল,
অনুকহ গোবিন্দদাস ॥

মধ্যাহ্ন-লীলা।

জল-বিহার।

৯।

ধানশী।

নাহি উঠল দুঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ।
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করত তহি কওহুঁ পরকার ॥
রাইক যতনে সোই শ্যামর রায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায় ॥
যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখী সঞে ভোজন করল বর-নারী ॥
তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিদ গেল!
সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে।
কুসুম শেজ রচিত রসপুঞ্জে।
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
ব্যজন করতহি গোবিন্দদাস ॥

বন-বিহার।

সারঙ্গ।

১০।

বনমাহা কুসুম, তোড়ি সব সখিগণ,
সরস সমর করু তাহি।
মারত বদন নেহারি, কুসুম শর,
শোহত সমরক মাহি ॥
কো কহুঁ সমরক কেলি।
নওল কিশোর, নবীন নব নাগরী,
ললিতা বিশাখা সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন,
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে ॥

নৌকা-বিহার।

১১।

শ্রীরাগ।

যব লহু লহু হাসি, মরমে রহল পশি,
নায়ে চড়াউল ওই।

তৈখনে মঝু মন, ভেলই আনছান,
বেকতি ধয়ল রুল সোই ॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জ বিনোদ।
ইহ নাবিক অতি, চঞ্চল চপল মতি,
উপজেই তেই পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি সঘন, বিজুরী ঘন ঝলকহি,
দিনহি ভেল আঁধিয়ার।
খরতর পবনে, তরণী ঘন ঘুরত,
পৈঠত জল অনিবার ॥
দুরুজন জানি, পড়ল জীউ সঙ্কটে,
ইথে জনি করহুঁ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ,
গোবিন্দদাস কহ সার ॥

১২।

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ (১) ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার (২) ॥
হারনু কাঁচলি ডারনু হার (৩) ॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতক্ষণ অবহু (৪) না পাওল(৫) তীর ॥
হাম নীরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজহি কেহ হরিবোল ॥
এত দিনে কুলবতী কুলে পড় বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ ॥
উতরিলে পারে (৬) যো তুহুঁ মাগ।
কাহুঁ (৭)সঞে মাগি(৮)ধরব তুয়া আগ ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন (৯) নায়ক মাঝ ॥

১। নিরবন্ধ। ২। ডার। ৩। তোড়নু। ৪। তবহু। ৫। পাইনু—প, ক, ল। ৬। উঠত কূলে পার—হ, লি, পু। ৭। সখী ৮। খুজি। ৯। রতন—প, ক, ল।

দান-লীলা।

১৩।

টোরী।

গোঠে গেল বিনোদিয়া,সকালে গোধন লইয়া,
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান।
গুরুজন আঙ্গিনাতে, না পারিনু বাহির হৈতে,
না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান ॥
কোন পথে গেল শ্যাম রায়।
যে মোর করিছে মন, প্রাণ করে উচাটন,
চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায় ॥ ধ্রু ॥
যশোমতি নন্দ ঘোষ, কাহারে কি দিব দোষ,
গোকুলে গোধন হৈল কাল।
আমা সবার প্রাণ ধন, গোকুলের জীবন,
গোঠে গেল মদন গোপাল ॥
চল যাই সেই পথে, পাসরা লইয়া মাথে,
যেখানে আছয়ে শ্যাম রায়।
আহা মরি ননী জিনি, সুকুমোল তনুখানি,
গোবিন্দদাস বলিহারি যায় ॥

১৪।

ভাটিয়ারি।

চলিলা রাজপথে, রাই সুনাগরী
ন্যাস বেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা,
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে ॥
বেনন পাটের জাদে, বাঁধিয়া কবরী,
বেড়িয়া মালতি মালে।
সীঁথায় সিন্দুর, লোচনে কাজর,
অলকা তিলকা চারু ভালে ॥
চরণ কমলে, রাতুল আলতা,
বাজন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে, ওরূপ যৌবনে,
জিতল নিকুঞ্জ রাজে ॥

১৫ ।

সুহই ।

ত্রিভুবন বিজয়ী মদন রাজ ।
বৈঠল বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মাঝ ॥
গোরস আনল রসবতী ঠাম ।
স্থজিল বিপিন পথে সরবস দান ॥
তুঁহু গজগামিনী, হরি জিনি মাঝ ।
নব যৌবন মদে নাহি দেহ রাজ ॥
মোহে গিরিধর বলি সোপল কাজ ।
আপনি আপন কথা কহিতেছ লাজ ॥
কেবল গোরস দানে কেনে দেহ ভঙ্গ ।
বিচারে চাহি যে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ ॥
এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই ।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই ॥

১৬ ।

বরাড়ী ।

এইত বৃন্দাবন পথে ।
নিতি নিতি করি যাতায়াতে ॥
যদি হাতে করি লই যাই সোণা ।
"তুমি কে" না কহে এক (১) জনা ॥
তুমি দেখি পুছই বড়াই ।
কিসের দান চাহেন কানাই ॥
সঙ্গে সবে দধির (২) পসরা ।
তাহে কেন এতেক ঝকড়া (৩) ॥
তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
ইহাতেই পাবে কোন নিধি ॥
তুমিত বরজ যুবরাজ ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥
দূর কর হাস পরিহাস ।
কহতঁহি (৪) গোবিন্দদাস ॥

১৭ ।

ভাটিয়ারি ।

ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী ।
পর পুরুষের, পবন পরশে,
সচেলে সিনান করি ॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ,
পান কর কনক ধূমে ।
কাম সাগরে, কামনা করহ,
বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
স্থরয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী,
ব্রাহ্মণে করহ সাথ ।
তবু হয় নহে, তোমার শকতি,
রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥
গোবিন্দদাসের, বচন মানহ,
না কর এমন ঢঙ্গ ।
যোই নাগরী, ওরসে আগোরি,
করহ তাকর সঙ্গ ॥

১৮ ।

ধানশী ।

তোহারি হৃদয়ে, বেণী বদরিকাশ্রম,
উন্নত কুচগিরি কোর ।
সুন্দর বদন ছবি কনক ধূম পীবি,
ততহি তপত জীউ মোর ॥
সুন্দরি ! তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি ।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব,
তুহুঁসে তীরথময় গোরী ॥ ধ্রু ॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদে পরশল,
এই স্থরয গ্রহ জানি ।
তুয়া পদ নখ, দ্বিজরাজঁহি সোপিনু,
সুন্দরি ! সহস্র পরাণি ॥
কাম সাগরে হাম, সহজেই নিমগন,
কাম পূরবি তুহুঁ রাই ।

---

১ । হেন । ২ । ঘৃতের—হ, লি, পু । ৩ । জঞ্জাল । ৪ । দেখতহি—প, ক, ল ।

শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলব,
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

১৯।

সুহই।

কি করব গোরস দান।
আপনি দিল সমাধান ॥
অধরে অমিঞা রস তোর।
যৌবনে বুধি আগোর ॥
তোহে কি কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে ॥
কুচ কনকাচল পারে।
শোভে তথি মোতিম হারে ॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশ।
বেণী ভুজঙ্গিনী পাশ ॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ ॥
অতএ বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

২০।

শ্রীরাগ।

শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি ॥
সীঁথির সিন্দুর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
একি বিকির ধন, নারীর বেশন,
তাহে কাহার কিবা দায় ॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
জাদ কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এমন গতি,
তুমি সে গোকুলপতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
আমরা চলিতে, না জানি কহিতে,
না জানি তোমার রাজে।
গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবা,
পরের মনের কাজে ॥

২১।

বরাড়ী।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান।
বল ছলে বাঁচবি গিরিধর দান ॥
চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার।
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার ॥
কনক কলস দ্বৌ রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
গতি অতি মন্থর চলন সুচার।
কোন ছোড়বি তুমে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান ॥
যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

২২।

ভুপালী বা গৌরী।

রাধা মাধব নীপমূলে।
কেলি-কলারস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিত বড়াই।
নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হৈল মিলন ॥
দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান ॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

দান-লীলা সমাপ্ত।

রাস-লীলা।

২৩।

বেলোয়ার।

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল,
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ, মহামরকত সম,
শ্যামর নটরাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুরী সঙ্গে, চঞ্চল জলধর,
রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চাঁদ, তিমির পর বিলসই,
তিমিরহি কত কত চাঁদ।
কনক লতায়, তমালহুঁ কত কত,
দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ॥
কত কত পদ্মিনী, পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদ্মিনী গাওত,
মুগধল গোবিন্দদাস॥

২৪।

বেলোয়ার।

বাজত ডমক রবাব পাখোয়াজ,
তাল তরল এক মেলি।
চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতী,
কার কার নয়ানে নয়ানে করু কেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জ জনু, তড়িত লতাবলী,
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন হিলোলে লোল মণি কুণ্ডল,
শ্রমজল ঢুল ঢল বদনহু চন্দ।
রসভরে গলিত, ললিত কুচ কঞ্চুক,
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ-রস-লালসে,
আলসে রহত নুনাই।
গোবিন্দদাস পহুঁ, মূরতি মনোভব,
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

২৫।

কেদার।

কালিন্দী তীর, সুধীর সমীরণ,
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মৌর, ভোর মত্ত মধুকর,
শারী শুক পিক পঞ্চম ভাষ॥
মধুর নিধুবনে মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবধূ, অধিক লাখ সঙ্গে,
রঙ্গে বিহরয়ে বৃকভানু কুমারী॥ ধ্রু॥
নাচত নটিনী, গায় নট-শেখর,
গাওত নটিনী, নাচ নটরাজ।
শ্যামর গৌর, গৌরী সঙ্গে শ্যামর,
নবজলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ, রাস কলারস,
মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্ধ।
উয়ল গগনে, সগণে রজনীকর,
চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ॥
তারাগণ সঙ্গে তারাপতি হেরি,
লাজে লুকালে দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, জগমন মোহন,
বিহরই, ভৈল কলপ সম রাতি॥

২৬।

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবান॥
রাধা মাধব মেলি।
মূরতি মদন রস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যুথী রসাল॥
ও নব পদ্মিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর।

ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥

২৭।

বিহাগড়া।

নন্দ নন্দন, সঙ্গে মোহন,
নওল গোকুল কামিনী।
তপন নন্দিনী, তীরে ভালবনি,
ভুবনমোহন লাবণী॥
তা থৈয়া তা থৈয়া, বাজে পাখোয়াজ,
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলাসে গোবিন্দ, প্রেম আনন্দ,
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
চারু বিচিত্র তুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনি।
তুহুঁ কলেবর, ভরল শ্রমজল,
মতি মরকত হেম মণি॥
উরু বিলোলী, বাজত কিঙ্কিণী,
নূপুর ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম দোলনি, নয়ন নাচনি,
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব, বিবিধ বিলসই,
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ, শ্যাম মুরতি,
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥

২৮।

নাটিকা।

শ্যামের রঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
ললিত ত্রিভঙ্গিম ধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম, রঙ্গিম চাহনি,
রঙ্গিম নয়ন নেহারি॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস, কলারসে,
কুসুমিত কেলি, কদম্ব কদম্বক,
সুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী বন্ধুর, মধুর অধরে ধরি,
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী কোটি, নয়ন নীল উতপল,
পরিপূরিত মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, ও পুনরূপ নহ,
জগমানস শশ-ফন্দ॥

২৯।

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন, নীরজ নিন্দিত,
বঙ্ক নেহারনি ছন্দ (১)।
নিরখিতে নিয়ড়ে, নিতম্বিনী নিচোল,
নিকশত নীবি নীবিবন্ধ॥
নাচত নন্দ নন্দন নটরাজ।
নাগরী নারী, নগরী নবনাগরী,
নিরুপম নাটিনী সমাজ॥ ধ্রু॥
নাগরী-নাহ- নন্দিনী-নদী নিকট,
নীপ নিকুঞ্জ নিবাসী।
নিতি নব যৌবনী, নিধুবনালঙ্কৃত,
নিভৃত নিনাদন বাঁশী॥
নামহি নারী নিকেতনে নারহুঁ
নৌতুন লেহ বিলাস।
নিন্দহি নিজ জন নাহ না হেরয়ে,
নিরমিত গোবিন্দদাস॥

৩০।

কেদার।

বহন বাদির, বরণ বন্ধুর,
বিজুরী বিলাসিত বাস।
বিকচ বান্ধুলী, বলিত বারিজ,
বদন বিম্ব বিকাশ॥
বিহরিত বৃন্দাবনে বনমালী।

১। নিন্দি নিরজন কেনে হারলি

বেঢ়ল ব্রজবধূ- বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি ॥ধ্রু॥
বকুল রঞ্জন বল্লী বলম্বিত,
বিলোল বর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশ বাসিত
বেকত, বাওত বংশ॥
বিষদ বারণ, বাহু বৈভব,
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি, বচন বিরচন
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

৩১।

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপতরু কানন,
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাস বিলাস কলা উৎকণ্ঠিত,
মনমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কণ্ঠপর,
কুঞ্জরগতি অনুপাম॥ ধ্রু॥
বহুবিধ বৈদগধি, বিনোদ বিশারদ,
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর গমনী, রমণীগণ ধাওত,
বিগলিত নীবি নীবিবন্ধ॥
কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত,
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রাস বসন্ত মধুপ অনিসন্ধিত,
নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

অক্ষক্রীড়া।

৩২।

বরাড়ী।

বৃকভানু-নন্দিনী, নন্দ নন্দন,
রতন মন্দির মাঝ রে।
কেলি কুঞ্জ তীরে, শোভিত কানন,
কল্পদ্রুম-ছাহ রে॥
নীপ তরুবরে, পল্লব ফুলভরে,
পরশবহাবনীচ রে।
ফুল্ল মালতী, কমল মাধবীক,
বহই মন্দ সমীর রে॥
মাতল অলিকুল, শারী শুক পিক,
নাচত অনুক্ষণ মোর রে।
রাই কানু দুহুঁ, দ্যূত খেলত,
হারি রাখত হার রে॥
চৌদিকে বেঢ়ল, ললিতা সখীগণ,
বসন ভূষণ সাজ রে।
যৈছন জলধরে, উদিত সুধাকরে,
শোভিত উড়ুগণ মাঝ রে॥
রাই যব ধরি, জিতই লাগল,
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।
কতহুঁ রতিপতি, উদিত ভৈ গেল,
হেরি আকুল কান রে॥
শ্যাম চঞ্চল, করই চুম্বন,
করঁহি কারত গোরী রে।
রোখ লোচন, কমল মানুমন,
ভঙ্গীক জলচরী রে॥
রাই জিতল, হঠল মাধব,
ধরল রামাকি হার রে।
রোখে রাই পুন, হার ধরি রহুঁ,
ছিঁড়ে ছুঁহুক মাল রে॥
মদন কলহে দুহুঁ, কত ভঙ্গী করতহি,
হেরি সখীগণ হাস রে।
পুনহি খেলত, হার ধরি রহুঁ,
বদত গোবিন্দ দাস রে॥

বাসন্তী-লীলা।

৩৩।

বসন্ত।

শিশিরক অন্তরে আও রে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি সব রঙ্গিণী মিলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণী জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥

৩৪।

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম,
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদন মোহন হেরি মাতল মনসিজ,
যুবতী যূথ শত গাওত ঝুমরি॥
কেহু অম্বর ধর, কেহু ধরু হার,
কেহু তনু পরশিয়া রহিলহি ভোরি।
কেহু লেই মুরলী, কেহু লেই মুদলি,
দূরেহি দূরে গেও গাওত হোরি॥
ডমক রবাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, নটবর শেখর,
নাচত গাওত তাল ধরি॥

৩৫।

বসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ।
সুন্দরীগণ কর-মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥
তরল-নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লই ধাই॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হুরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু, অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর সব ভেল এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥

৩৬।

বসন্ত।

নটবর ভঙ্গী, ফাগু রঙ্গী,
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি, চিত উ মতায়ল,
হেরি বৃন্দাবন বৃন্দাবন রঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণী মনোচোর॥ধ্রু॥
সুন্দরী বৃন্দ, করে কর মণ্ডিত,
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ, ঘন পরিরম্ভণ,
চুম্বল লুবধল নটবর রাজ॥
কানু পরশ রসে, অবশ রমণীগণ,
অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রহুঁ।
পূরল সবহু মনোরথ মনোভব,
মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ॥

৩৭।

বসন্ত।

ফাগু খেলত ... [illegible]

হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারিয়ে নাগর অঙ্গে॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ গোরী॥
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥

৩৮।

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুম ভরে কত অবনত শাখী॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকশিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসী নিশান।
কাঁহা কাঁহা দাহুরি উনমত গান॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে চকোর॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি॥

শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ।

৩৯।

জয় জয়ন্তী।

মুদির মরকত, মধুর মূরতি,
মুগধ মোহন ছাঁদে।
মল্লিকা মালতী, মালে মধুকর,
মত্ত মনমথ ফাঁদে (১)॥
শ্যামসুন্দর, সুঘড় শেখর,
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সবরস, সুবেশ সমবয়, (২)
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত,
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনী
চিত চোরক ভাঁতি॥
গৌর (৩) গৈরিক, গোরজ গোরোচন,
গোরস গরবিত বাস (৪)।
গোপ গোপন (৫), গরিম গুণগণ,
গাওত গোবিন্দদাস॥

৪০

সুহই।

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মূরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

২। সঙ্গে সমবয়, সুবেশ সমরস। ৩। গিরিক। ৪। গন্ধ গরভিত ভাস। ৫।

৪১।

শ্রীরাগ।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডল (১) চূড়ে।
মালতী ঝুরই বলাকিনী উড়ে॥
ভালকি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ওভুজ দণ্ড॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণী সমাজ॥ ধ্রু॥
কর কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতক ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক (২) দ্যোতিক ছন্দ॥
পদতলে থলকি কমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥

৪২।

শ্রীরাগ।

অভিনব নীল জলদ তনু ঢর ঢর
পুচ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতন ময় আভরণ
নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি রে॥
জয় জয় জগজন লোচন ফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ধ্রু॥
ইন্দীবর যুগ, লোচন সুভগ,
চঞ্চল অঞ্চল (৩) কুসুম শরে।
অবিচলকুল, রমণীগণ (৪) মানস,
জর জর অন্তর (৫) প্রেমভরে॥
বনি বনমালা, আজানু লম্বিত,
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী,
গায়তি গোবিন্দদাস পহুঁ॥

৪৩।

বেলোয়ার।

অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জীর,
আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন (৬) বসন মনোরঞ্জন (৭)
বলিত (৮) ললিত বনমাল॥
ধনি ধনি (৯) মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥(১০)।ধ্রু॥
মাঝহি ক্ষীণ পীনউর, অম্বর প্রাতর (১১)
অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ, করহি কর বন্ধন,
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধর সুরঙ্গিণী, (১২) মুরলী তরঙ্গিণী,
বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন, ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি,
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল মূল॥
গোরোচন তিলক চূড়ে, বালচন্দ্র বেড়ল,
রমণীমন মধুকর মাল।
গোবিন্দ দাসের, চিতে নিতি বিহর,
নাগরবর তরুণ তমাল॥

৪৪

বেলোয়ার।

কুবলয় নীলরতন, দলিতাঞ্জন,
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ, খচিত শিখী চন্দ্রক,
অলকা তিলকা (১৩) ললিতানন চাঁদ॥

১। শিখণ্ডক। ২। তাকর—গী, চ, য়। ৩। তনু অঞ্জন—প, ক, ত। ৪। মন। ৫। মদন—চ, ল, প।

৬। রঞ্জন—প, ক, ত। ৭। মনোরম—গী, চ, য়।
৮। অলিকুল মিলিত—গী, চ, য়।
৯। ভালেবনি—গী, চ, য়। ১০। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ শর ভঙ্গিম দুনয়নিয়া—প,ক,ত।
১১। পীত—প, ক, ত। ১২। সুধা ঝরু—গী, চ, য়।
১৩। বলিত—গী, চ, য়।

আয়ত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী ভাব, বিভাবিত অন্তর,
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ধ্রু॥
মধুরাধরপর, হাসি অতি মনোহর,
তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজে।
ভাঙ বিভঙ্গিম, কুটিল নেহারই,
কুলবতী উমতি দূরে রহুঁ লাজে ॥
গজপতি ভাতি, গমন অতি মন্থর,
মণি মঞ্জীর রাজত রুণু ঝনিয়া।
হেরইতে কতহি, মনোমথ মূরছই,
গোবিন্দদাস কহে ধনি ধনিয়া ॥

৪৫।

বেলোয়ার।

অঞ্জন গঞ্জন, জগজন রঞ্জন,
জলদপুঞ্জ জিনি বরণ।
তরুণারুণ, থল কমল দলারুণ,
মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ ॥
দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকশিত,
হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥ধ্রু॥
ইন্দীবরক গরব- বিমোচন,
লোচন মনমথ ফাঁদে।
ভাঙ ভুজগ পাশে, বাঁধল কুলবতী,
কুলদেবতা মন কাঁদে ॥
ভ্রমর করম্বিত, আজানুলম্বিত (১),
কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিতে, নিতি নিতি বিহরত,
ঐছন মূরতি রসাল ॥

৪৬।

সারঙ্গ।

মরকত মঞ্জু মুকুর, মুখ মণ্ডল,
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শাখি(২) কুল পুলকিত,
কালিন্দী বহয়ে উজান ॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি, মূরতিময় মনসিজ,
জগজন নয়ন আনন্দ ॥ধ্রু॥
তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন,
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত,
বনি বনমাল বিটঙ্ক ॥
অতি কোমল (৩), চরণতল (৪) শীতল
জীতল শরদরবিন্দ ॥
কত কত ভকত (৫), মধুপ আনন্দিত,
বঞ্চিত (৬) দাসগোবিন্দ ॥

৪৭।

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর (৭), কুসুম কলেবর,
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কদম্ব করম্বিত,
কুণ্ডল কান্তি কপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালীয় কেশী, কংস করী কর্ষণ,
কেশর কুঞ্চিত কেশ ॥ধ্রু॥
কুল বনিতা, কুচ কুঙ্কুমাঞ্চিত,
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়,
কৌতুক কন্দন কন্দ ॥
কমলা কেলি, কলপতরু কামদ,
কমনীয় কটি করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষাঙ্কুশ,
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥

১। জানু বিলম্বিত—গী, চ, য়।

২। শিখী। ৩। সুকুমার।
৪। যুগ—হ, লি, পু। ৫। রায়বসন্ত।
৬। নিন্দিত—প, ক, ল।
৭। কন্দন—হ, লি, পু।

৪৮।

মল্লার।

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি,
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী,
কুন্দ কোরক (১) হাস রে॥
কালিন্দী কুল, কদম্ব কাননে,
কুঞ্জে কুঞ্জ (২) রাজ রে।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঞ্চিত,
কাম কোটি বিরাজ রে।
কনক কিঙ্কিণী, কঙ্কণাঙ্গদ,
কুণ্ডলাকৃতি (৩) অংস রে।
কেকী (৪) * কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক (৫)
কাকলি কৃত বংশ রে॥
কেশরী কটি, কম্বু কণ্ঠক (৬)
কুন্দ কেশর দান রে।
কলিকাল কালীয়, কবল কম্পিত,
দাস গোবিন্দ নাম রে (৭)॥

৪৯।

সুহই।

অভিনব জলধর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
চূড়ার উপরে শোভে (৮) ময়ূর শিখণ্ড।
ঝল মল (৯) কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥
কামের কামান জিনি (১০) ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
তরুণ (১১) অরুণ জিনি চরণারবিন্দ।
নখমণি (১২) নিছনি দাস গোবিন্দ॥

১। কৈরব। ২। কুঞ্জর।
৩। কুণ্ডলাঞ্চিত। ৪। কেলি—হ, লি, পু।
* কেকী—ময়ূর। ৫। কণ্ঠক। ৬। তন্দর।
৭। গানরে—প, ক, ত। ৮। মণ্ডল।
৯। চঞ্চল। ১০। মদন মূরছি তনু—প, ক, ত। ১১। কোটি।
১২। ওপদ—হ, লি, পু।

৫০।

মায়ূর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুল কি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদন মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতী পরাণ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
মণিময় অভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তাহি পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে।

৫১।

নট নারায়ণ।

নব নীরদ তনু, তড়িত লতা জনু,
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখণু কালিন্দী কুল বিলাসী।
হেলি কলপতরু, তরুণী মোহন,
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥ধ্রু॥
মণিময় আভরণ, নূপুর রণঝন,
মদন মন্থর গতি ভাঁতি।
গীম বিভঙ্গিম, নয়ন তরঙ্গিম,
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমল নীত, চরণ কমল মধু,
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ (১৩), রূপ নারায়ণ,
গোবিন্দদাস অনুমান॥

১৩। বৈদ্যনাথ—হ, লি, পু।

৫২।

কামদ।

নন্দ-নন্দন, চন্দ চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর,
নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল, গোপ গোকুল,
কুল কামিনী কন্ত (১)।
কুসুম রঞ্জন, মঞ্জুল গঞ্জন (২),
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল, বলিত কুণ্ডল,
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত,
বহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন,
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল, চরণ কিশলয়,
নিলয় গোবিন্দদাস॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

তনু ঘন মঞ্জন, জনু দলিতাঞ্জন,
কুঞ্জ নয়নী নয়ন দলিতাঞ্জন।
নন্দ সুনন্দন, ভুবন আনন্দন,
নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥ ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন, জগজন রঞ্জন,
কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ, রসিক রসায়ন,
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥

১। কন্ত—কামদেব। ২। মঞ্জুল গঞ্জন—মনঃশিলার বর্ণকে যাঁহার বর্ণ গঞ্জনা দেয়। তাহার পর,—কুঞ্জ মন্দির সন্ত—কি?

৫৪।

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুরে, চূড়ে মণি চন্দ্রক,
গুঞ্জ মঞ্জুল মাল।
পরিমলে মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নিকে বনি আওয়ে হো নন্দ দুলাল।
মন্মথ মনন, ভাঙু যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥
বিম্বাধর পরি, মোহন মুরলী,
পঞ্চম রসহুঁ রসাল।
গোবিন্দদাস পঁহু, নটবর শেখর,
শ্যাম তরুণ তমাল॥

৫৫।

মায়ূর।

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদনে,
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান, মথন মুচুকায়লি,
মুনি মানস মূরছান॥
মায়ি! মোহন মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরী,
মনমথ মনমথ মারি॥ ধ্রু॥
মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী,
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ মরন্দ, মুদিত মত্ত মধুকর,
মণ্ডিত মৌকলি মন্দার॥
মাথহি মৌড়, মুকুট মদ মন্থর,
মণিমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর, মহিমা মহিমাময়,
দাস গোবিন্দ গুণ গান॥

৫৬।

সারঙ্গ।

কুন্দন কনক, কলিত কর কঙ্কণ,
কালিন্দীকুল বিহারী।

কুঞ্চিত কেশ, কবচ (১) কুসুমাকুল
কুলকামিনী করধারী ॥
জয় জয় জগজীবন যদুবীর!
জলধর জ্যোতিঃ, জিতি যছু যৌবন (২)
যুবতী যূথ অথির ॥ ধ্রু ॥
পদ্মিনী পাণি, পরশে পুলকায়িত,
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পতনি পতিতাঞ্চল,
পদপঙ্কজ পরচারি ॥
রমণী রমণ, রতন রুচিরানন,
রতি রঞ্জিত রস (৩) বাস।
রসনা রোচন, রসিক রসায়ন,
রচয়তি গোবিন্দদাস ॥

৫৭।

তুড়ি।

শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর।
রঙ্গিণী শোহন ভঙ্গী নটবর ॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জীতল কত কোটি কুসুম ধনু ॥
থল-কমলদল অরুণ চরণ তল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর কল ॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলী ধ্বনি মন্মথ মন্থর ॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর ॥

৫৮।

তুড়ি।

রাধারমণ, রমণী মোহন,
বৃন্দাবন বনদেব।
অভিনব রাস, রসিত বর নাগর,
নাগরীগণ সেব ॥
ব্রজপতি দম্পতি, হৃদয় আনন্দন,
নন্দন নব ঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,
রামানুজ গুণ ধাম ॥
গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী সুধাকর,
মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর,
চন্দন চারু অবতংস ॥
কালীয় দমন, গমন জিতি কুঞ্জর,
কুঞ্জর জিতি রতি রঙ্গ।
গোবিন্দদাসের, হৃদয় মণি মন্দির,
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ ॥

৫৯।

কামদ।

মুখ মণ্ডল জিতি, শরদ সুধাকর,
তনু রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
মালতী মধুকর মাল ॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন মনোমোহন,
মধুর মুরলী করু গান ॥ ধ্রু ॥
টল মল অলক, তিলক ঝল ঝলকৈ,
ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন,
বিষম কুসুম-শর বাণ ॥
বান্ধুলি বন্ধু, অধরে মধু মাখল,
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ, মদন মদ মন্থর,
ভণতহি গোবিন্দদাস ॥

শ্রীমতী কিশোরীর রূপ।

৬০।

গৌরী।

সুন্দরী রাধা আও রে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি ॥ ধ্রু ॥
কুঞ্জর গামিনী, মোতিম দামিনী,

---

(১) কর কেশর। ২। যোহিত।
৩। রঞ্জিত রতি রণ বাস—প, ক, ত।

শ্যাম নিহারিণী চমকানি রে।
আভরণ ভারিণী, নব অনুরাগিণী,
রস আবেশিনী তরঙ্গিণী রে॥
অঙ্গ তরঙ্গিণী, অধর সুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে॥
নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে॥
রাস বিহারিণী, হাস বিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥

৬১।

কামদ।

ইন্দু অমিঞা, বয়ান আগোরল,
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর,
ধাবই নয়ান চকোর॥
নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত,
সিন্দুর ভাঙ উজোর।
অহর্নিশ বদন কমল, তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুনঃ, অধর হেরি হেরি,
হারত রঙ্গিণী কুলে।
কুচ যুগ কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

৬২।

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

মুরতি শিঙ্গারিণী, রাস বিহারিণী,
মণিময় ভূষণ ভূষিতা অঙ্গী।
মধুরিম হাসনি, রসময় ভাষণী,
দশন কিরণমণি মোতিম রঙ্গী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরি।
গোরোচন রুচি চোরণ গোরী (১)॥ধ্রু॥

১। ধারী।

চকিত খঞ্জন- গতি জিনি লোচন,
মনমথ মনোমত ভাঁতি।
নাচত রঙ্গিণী (২) ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
কালীয় দমন মদন মদে মাতি॥
শ্যাম মনোহর, মনমথ (৩) কুঞ্জর,
কুচ কনকাচল বিহরত (৪) দেখি।
নীল নিচোল, ঝাঁপি তাহা বাঁধল (৫)
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥

৬৩।

সিন্ধুড়া।

শরদ সুধাকর, মণ্ডল মণ্ডন,
খণ্ডন বদন বিকাশ॥
অধরে মিলায়ত, শ্যাম মনোহর,
চিত চোরায়লি হাস॥
আজু বনি (৬) শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু, যুত শত সেবিত,
লাবণী বরণী না যাই॥ ধ্রু॥
কবরী বকুল ফুল, আকুল অলিকুল,
মধু পীবি পীবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃত, কনক ঝঙ্কৃত (৭)
কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥
পদ পঙ্কজ'পরি, মণিময় নূপুর,
রণঝন খঞ্জন ভাষ।
মদন মুকুর জনু, নখমণি দরপণ,
নিছনি গোবিন্দদাস॥

৬৪।

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর,
লাবণী অবনী বরণী না হোই।

২। ভঙ্গিনী।
৩। মনমদ—প, ক, ত।
৪। কাঁচলে বিরচিত।
৫। নীল নিচোল জালে ঝাঁকি বান্ধল প, ক, ত। ৬। নব। ৭। সকল অলঙ্কৃতি, কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি—প, ক, ত।

নিরমল বদন, হাস রস পরিমল,
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥ধ্রু॥
লোল অলকা তিলকাবলী রঞ্জিত
সীঁথ কাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন মধুকরী চল তঁহি ফিরি ফিরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর ॥
শ্যামর চিত্ত-চোর কুচ কোরক,
নীল নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণ তলে,
জিউ-নিরমঞ্ছল গোবিন্দদাস ॥

৬৫।

মালশী।

জয়তি জয়, বৃষভানু নন্দিনী,
শ্যাম মোহিনী রাধিকে।
কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর,
কিরণে জিত কমলাধিকে ॥
সহজই ভঙ্গী, বিজুরি কত জিনি,
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী, বনি বেণী লম্বিত,
কবরী মালতী সহিতে ॥
অঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন,
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি, কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে ॥
রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী,
বয়নে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ, প্রেম সাগরে,
সোই চরণ সমাধিয়া ॥

৬৬।

তুড়ি।

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী।
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥
ধনী সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা।
ভ্রুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা ॥
তিল পুষ্প সম নাসা ললিতা।
কনকাঁতি ভাঁতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্বু নখী ॥
গলে মতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উপর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী, জানু হেম কদলী ॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখচন্দ্রচ্ছটা ঝলকে অনুপম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥

৬৭।

বেলোয়ার।

ধনি ধনি রাধা, আওয়ে বনি,
ব্রজ রঙ্গিণী গণ মুকুট মণি।
অধর সুরঙ্গিণী, রসিক তরঙ্গিণী,
রমণী মুকুট মণি বর তরুণী ॥
ফুল ধনু সারিণী, পীণকুচ ভারিণী,
কাঁচলী পর নীলমণি হারিণী।
কনক সুদীপ মণি, বরণ বিজুরী জিনি,
অতিশয় মাজা ক্ষীণী বসনা কিঙ্কিনী মণি
মধুর ধ্বনি ॥
গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত বরবেণী,

মরাল গমনী ধনী, বৃখভানু নৃপতনী,
গোবিন্দদাস-পহুঁ-মনোমোহিনী ॥

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

৬৮।

বরাড়ী।

নিশসি নহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি! মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামর চন্দ ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥
দূরে রহু গুরু জন গৌরব লাজ।
গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ ॥

৬৯।

বিভাস।

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি,
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি, বুঝই নাহি পারিয়ে,
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
সুন্দরি! কি কেল পরিজনে বাঁচি (১)।
শ্যাম সুনাগর, গুপত প্রেমধন,
জাননু হিয়া মাহা সাচি ॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস, মরমক পরকাশই,
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি।
গা ঠিক হেম, বদন মাহা ঝলকই,
এতদিনে পেখণু আঁখি ॥
গহন মনোরথে, পন্থ নেহারসি,
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝনু কাজ ॥

৭০।

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ ॥
রূপ চাহি গুণ নহ উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন ॥
সুন্দরি! মোহে না কর আন ছন্দ!
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ ॥
তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর ॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি পূরব মনোরথ তোহারি ॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জ্বলত পরাণ ॥

৭১।

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল, জলদ তনু শোহন,
মোহত অভয় চরণ (২) সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি,
দগধল কুলবতী লাজ ॥
সজনি যাইতে পেখণু (৩) কান।
তবধরি জগভরি, ভরল কুসুম শর,
নয়ানে না হেরিয়ে আন ॥ধ্রু॥
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়ই,
বিগলিত মোহন বংশ।

১। বাঁচি — বঞ্চনা করিলি।

২। আভরণ।

না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল,
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতএ সে মঝু মন, জলতঁহি অনুখণ,
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস, মিছই আশোয়াসনু,
অবহু (১) না মিলল কান।

৭২।

ধানশী।

চূড়ক চূড, ময়ূর শিখণ্ডক,
মণ্ডিত মালতী মালে।
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত,
চৌদিশে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্ব তলে, সো রতি নায়ক,
পেখণু নটবর ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষম শর, নয়ন তূণভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী, মরম মাহা হানই,
লখই না পারই আনে ॥
শ্রুতি মূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল,
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল,
মদন মোহন অবতার ॥

৭৩।

ধানশী।

সজনি! মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী পরপুরুখে, ভেল আরতি
জীবনে কিয়ে সুখলাগি ॥
পহিলে শুননু হামু, শ্যাম দুই আখর,
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে, মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানিয়ে কো অছু, পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা বোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দ দাস, কহয়ে শুন সুন্দরি,
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর,
পটে ভেল সো পরকাশ ॥

৭৪।

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির, তরঙ্গহিলোলে,
মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কি খণে দেখিনু,
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে, বিষম বিশিখে,
পরাণ বিঁধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের, মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমরা,
ঘূরিয়া ঘূরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধল,
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণাম,

৭৫।

গান্ধার।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।
অতএ হানল কুসুম শর বাণ॥
এসখি কহে ভেটনু নন্দ নন্দা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা॥ ধ্রু॥
তবধরি (১) দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥
সহজেই শেজি (২) কমল দলপাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাথি॥
তাঁহি রহল লোচন মন লাগি।
ধৈরজ লাজ দুহুঁ গেল ভাগি॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান॥

৭৬।

ধানশী।

সজল জলধর, অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া, মনের আকুতে,
অরুণ নয়নে চাহে॥
কি আজ পেখনু, বর বিনোদ নাগর,
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে, আঁখির লাজ,
ভাসল আনন্দ জলে॥
বকুল মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া,
ময়ূর পুচ্ছের ছাঁদে।
রঙ্গিণী লোচন, খঞ্জন বাঁধিতে,
পাতিল বিষম ফাঁদে॥
মকর কুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলে,
গণ্ডে দরপণ ভানে।
ভালে সে মদন, দেখি তাহে প্রতিবিম্বিত,
গোবিন্দদাস অনুমানে॥

৭৭।

শ্রীরাগ।

নীলরতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥
কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা॥
বদন কমল কিয়ে পূর্ণমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সামাইল কাণে॥
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলি রাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া মাঝ॥
গোবিন্দদাস কহে সেন দিঠি বিষে।
না পীলে অধর সুধা কেবা জীয়ে আশে॥

নায়ক—পূর্ব্বরাগ।

৭৮।

গান্ধার বা ধানশী।

নিরমল বদন, কমলবর মাধুরী,
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
মরমহি দংশল মোর॥
সজনি যব-ধরি পেখনু রাই।
মদন-মহোদধি, নিমগন মঝু মন,
আকুল না পাই॥ধ্রু॥
বঙ্কিম হাসি, বিলোকন (৩) অঞ্চলে,
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী,
বুঝইতে সংশয় ভেল (৪)॥

মরমক বেদন, মরমহি জানত,
সদয় (১) হৃদয় তহি যাই (২)।
গোবিন্দদাস কহ (৩) নিতি নিতি (৪) নৌতুন
নাগর (৫) রসবতী রাই ॥

৭৯।

গান্ধার বা ধানশী।

কালীয় দমন দিন মাহ।
কালিন্দী কূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত ব্রজ নব (৬) বালা।
পেখলু জনু থির বিজুরী মালা ॥
তোঁহে কহু সুবল সাঙ্গাতি।
তবধরি হাম না জানু দিবা (৭) রাতি ॥
তহি ধনী মণি দুই চারি।
তঁহি (৮) মনোমোহিনী এক নারী ॥
সো রহ মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি ॥
অনুখণ তঁহিক (৯) সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বেয়াধি।
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব লেহা ॥

৮০।

সুহই।

রতন মন্দির মাহা, বৈঠল সুন্দরী,
সখীসহ রস পরচার।
হসইতে খসয়ে, কত যে মণি মোতিম,
দশন কিরণ অবছায় ॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সোবর নারী, হামারি মন-বারণ,
বাঁধল কুচগিরি মাঝ ॥ধ্রু॥

মঝু মুখ হেরি, ভরম ভরে সুন্দরী,
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ, বিশিখে তনু জর জর,
জীবনে না বাঁধই থেহা ॥
করে কর জোরি মোড়ি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ, তেঁঞি নন্দ-নন্দন,
দোলত মদন হিলোর ॥

৮১।

বালাধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে ॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি ॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদক লাগি সূরয উপরাগ ॥

৮২।

বালাধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
[illegible]

১। অদয়। ২। ঠাঁই। ৩। পঁহু ৪। নিতি নব। ৫। লাগল। ৬। বর। ৭। দিন। ৮। তাহে।
৯। [illegible]

যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥

৮৩।

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবণী সায়র,
অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত, দামিনী ঝলকত,
হসইতে অমিঞা তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী, ভরমহি চঞ্চল,
চকিত চমকি চলিযাই॥ধ্রু॥
পদ দুই চারি, চলই বর-নায়রী,
রহিল নিমিখ শর (১) জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শর বরিখণে,
সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মন যশো গুণ সুধী মতি ধাধস,
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দ দাস, কহই অব মাধব,
জপতঁহি তুয়া গুণ মালা॥

৮৪।

বরাড়ী।

সহচরী মেলি, চলল বর রঙ্গিণী,
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম জিনি তনুরুচি,
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিত চকোর।
চোরিক পন্থ, ভোরি দরশায়ল,
চঞ্চল নয়নক ওর॥ধ্রু॥
কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর,
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে,
দুহুঁ পাদুক করি নেল (২)॥
চিত নয়ন মঝু, এ দুহুঁ চোরায়লি,
শূন হৃদয়ে অবমান।
মনমথ পাপ, দহনে তনু জারত,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

৮৫।

কামদ।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল,
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই, পালটি পুন বিন্ধলি,
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আধ না পূরল,
পালটি না হেরিনু রাধা॥ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল,
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি, কনয়া কুম্ভ ভরি,
মহুরি রাখত কত বেরি॥
যব মন বাঁধল ইন্দ্রিয় ফাঁপর
তঁহি মিলল আন আন।
কাঠক মূরতি, ঐছে মূর ছায়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৮৬।

মায়ূর।

আজু মুঞি পেখণু রাই।
দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল,
বিরস না ভেল মুখচাই॥ধ্রু॥

১। সব—হ লি প।

২। উত্তপ্ত বালুময় বেলা ভূমিতে কোমল চরণ পাতে অতি মন্থর গতি চলিতেছে; আমি দেখিলাম, অমনি আমার সজল নয়ন দুটিকে সে যেন দুখানি পাদুকা করিয়া লইল। আমি যেন আগে নয়ন পতিতে লাগিলাম, সে তাহার পর চরণ

গৌরবরণ তনু, নীল পট উড়ন,
কুচযুগ কনয় কটোর।
উরপর কুচক, হার বিরাজিত,
যুবজন চিত চকোর॥
বিপুল নিতম্ব, জঘন অতি সুন্দর,
কেশরী জিনি কটিদেশ।
কমল চরণ যুগ, যাবক রঞ্জিত,
জগজনমোহন বেশ॥
পিঠশ্রী পরে বেণী, বিরাজিত জনু ফণী,
চলতহি মণিধরিপাশে।
বিদগধ নাগরী, মঝু মন আকুল,
মূরছল গোবিন্দদাসে॥

৮৭।

ধানশী।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্তি না পাই॥
কিবা ক্ষণে আ লো সখি দেখিনু তাহারে।
সেরূপ লাবণী নয়ান উপরে॥ ধ্রু॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝল মল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা ভূষিত জনু পূর্ণমিক ইন্দু॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
হেম গিরি, মাঝে জনু নব জলধরে॥
উর আধপর দোলে মুকুতার হার।
সুমেরু শিখরে জনু সুরধুনী ধার॥
মঝু মন রহত কি করত সিনান।
গোবিন্দদাস কহত পরমাণ॥

রূপোল্লাস।

(শ্রীরাধা উক্তি)

৮৮।

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কুলে, কি পেখনু সই,
ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু চাইতে, নারিনু সই,
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি, ময়ূরের পাখা,
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী,
মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার,
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রী চরণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল,
পীঁধন পীয়ল বাস।
রাঙা উতপল, চরণ যুগল,
নিছনি গোবিন্দ দাস॥

৮৯।

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চাঁদ কামিনী মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥
সোই কিবা সে নয়ান চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে

কিবা সে চূড়ার ঠাট দশনখ চাঁদ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জীতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে লেগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেইরূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

৯০।

পটমঞ্জরী।

কালিন্দীর কিনারে নাগর রায়।
আমা পানে চাহিয়া ঘনাঞা বংশী বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কাঁধে অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা।
সুর মুনি দেবতা গণের মনোলোভা॥
ছিদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় যেন তারাগণ মাজে॥
সেরূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান।
গোবিন্দ দাস কহে সব পরমাণ॥

(রূপোল্লাস। সখ্যুক্তি।)

৯১।

সিন্ধুড়া।

জলদহি জলদ, বিজুরী দিঠি তাপক,
মরকত কনয় কটোর।
এতহুঁ তনুমন, নয়ন রসায়ন,
নিরুপম নওল কিশোর॥
রাধা মাধব ভাভি।
কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব দুহু দুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত,
কৈছে হোয়ত শিরবাহ॥
আরতি অধর, সুধারস পীবি,
পীবি দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দ দাস কহে, অধিক রস আবেশে,
কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

৯২।

কাম কন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে, যো নিরমাওল,
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥
ভাল আধ ইন্দু, অমিঞা আগোরল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাশা শিখর, সমুখে উদিত পুন,
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহ নিশি বদন, কমল তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥
অরুণ কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি,
হার তরঙ্গিণী তীরে।
কুচ [illegible]া কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দ দাস কহ ফুরে॥

৯৩।

শ্রীরাগ।

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি, মুগধ মধুসূদন,
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দূর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভালে সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর, তিমির ঘন চুম্বিত,
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন যুগল, কোমল কিয়ে কুবলয়,

কাজর জালে, পড়ত কিয়ে সংশয়,
তঁতহি ভ্রময়ে অলি জোর ॥
তবহি যো হাসি, অধর দরশায়সি,
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি ।
মোহিত জন, কি ফল পুন মোহন,
গোবিন্দ দাস নাহি ভাঁতি ॥

৯৪ ।

বিহাগড়া ।

এধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও ।
লুবধল মধুপ, চকোর বিধুন্তুদ,
অনত অনত চলি যাও ॥
মুখ মণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ (১),
ভালহি (২)অটমিক (৩) চন্দ ।
মধু রিপু মরম ভরম (৪) যাহা ঐছন
তাহে কি গণিয়ে (৫) মতি মন্দ ॥
জনি কহ গরবে, পাণি (৬) তলে বারব,
ও থল কমল উজোর ।
যহি নখ চাঁদ, ভরম ভরে ঐছন (৭),
ততহি পড়ত জানি ভোর ॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে (৮), সুতনু ধুনায়সি,
যছু শরে গিরিধর কাঁপ ॥
সো কিয়ে অতনু, পতগ শিরে ডারসি,
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥

শ্রীমতীর আপ্তদূতী ।

৯৫ ।

বরাড়ী ।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব ।
[illegible]মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব ॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর ।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর ॥
কাহ- তুহুঁ গৌরী আরাধলি কান ।
জানলু (৯) রাই তোহে মন মান ॥
স্বামীক শয়ন মন্দিরে(১০)নাহি উঠই ।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা (১১) লুঠই ॥
পতি কর পরশে মানই জঞ্জাল ।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥
মুরলি নিশান শ্রবণ ভরি পীবই ।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই (১২) ॥
ঐছন মরম যতহুঁ অভিলাষ ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস ॥

৯৬ ।

পঠমঞ্জরী ।

লোচন শ্যামরু, বচনহি শ্যামরু,
শ্যামরু চারু নিচোল ।
শ্যামর হার, হৃদয় মণি শ্যামর,
শ্যামর সখী করু কোল ॥
ধবব ইথে জানি (১৩) বোলবি আন ।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি,
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান ॥ ধ্রু ॥
মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর (১৪),
ঝামর মুখ অরবিন্দ ।
ঝর ঝর লোরহি, লোলিত (১৫) কাজর,
বিগলিত লোচন নিন্দ (১৬) ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর,
নাগর তুহুঁ কিয়ে (১৭) ভোর ।
গোবিন্দদাস, কতহুঁ আশয়াসব, (১৮)
মিলবহু নন্দকিশোর ॥

---

১ । সুধাকর । ২ । [illegible]রমল । ৩ । অট-মিক—অষ্টমীর । ৪ । ভরমে মরম । ৫ । গলয়ে । ৬ । পদতলে । ৭ । আকুল । ৮ । [illegible] । প, ক, ল ।

৯ । পেখলু । ১০ । স্বামী মন্দিরে সঘন । ১১ । কুঞ্জ মহী । ১২ । বধির সম নিবহি —প[illegible], ল । ১৩ । শুন শ্যাম । ১৪ । শা[illegible]— ১৫ । ঝলমল লোরে লোলত । ১৬ । [illegible]ন্দ । ১৭ । পুন—প, ক, ল । অথবা —যদি । ১৮ । গোবিন্দদাস কহয়ে আশো-য়াস, ক, লি, প ।

৯৭।

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সঞে, (১)
লোচন মন তুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি, আগি (২) জনু অন্তর,
জীবন রহ কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহিব কবি ভঙ্গী (৩)।
প্রেম অগেয়ান, দহনে ধনী পৈঠলি,
জনু তনু দহত পতঙ্গী (৪)॥
কহত সমবাদ, কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব,
সুতনু অতনু শর জ্বালা॥
কালিন্দী কূল, কদম্ব কানন নাম,
নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব,
কৈছে জীয়ব বর নারী॥

৯৮।

বরাড়ী।

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী, অন্তর জর জর,
মানস মিলল শমনে॥ ধ্রু॥
ধূলি ধুসর ধনী, ধৈরজ না রহে,
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী ভার, হার তেয়াগল,
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনী,
সুরসুতা স্রবে নয়নে।
কমলয় কমলেই, কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়নবর বয়নে॥
মা বোলই ধনী, ধরণী তলে মূরছই,
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরা ধনী, আর কিয়ে হোয় জনি,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

৯৯।

ধানশী, সুহই।

কাঞ্চন গোরি, ভোরি বৃন্দাবনে,
খেলই (৫) সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি(৬), গরলে তনু জারল,(৭)
তৈখনে শ্যামরী (৮) ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুল রামা;
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা॥ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি, মণিমন্ত্র মহৌষধি,
লোচনে লাগল (৯) সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ, তনু মোড়ই,
কহত ভরম ময় বাণী।
শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই,
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

১০০।

সু[illegible]।

আঁচরে মু[illegible]ী গো[illegible]।

১। দরশে। ২। লাগি—প্র, ক, ত।
৩। শুন মাধব তোহে কি কব ভঙ্গী—হ, লি, পু। ৪। ইহার পরে উক্ত হস্ত লিখিত পুস্তকে এইরূপ আছে—
বর কানন নামে নয়ানে তনু বারি।
কালিন্দীক কূলে কদম্বক সারি সারি॥
কহত সম্বাদ, কহত নাহি জানিয়ে,
কাহে আশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, কত মিটাব স[illegible]ান,
অতনু শর জ্বালা॥ [illegible] ঘট[illegible]
গোবিন্দদাস, কহত অ[illegible]
কৈছে ত্যজবি নব নারী।
তোমা বিনু আন নাহি জানত

৫। বিহরই। ৬। অমিয়া। ৭। জরল[illegible]

বার বার (১) লোচনে রোয় ॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাসই।
উতপত দীঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুটই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই ॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে ॥

১০১।

ধানশী।

রঙ্গিণী সঙ্গে, তুঙ্গ (২) মণি-মন্দিরে,
দশ দিশ হেরইতে রামা।
কো জানে কিক্ষণে তুয়া(৩)দিঠি লাগল
মূরছি পড়ল সোই ঠামা ॥
মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান।
কুল গিরিরাজ, লাজ ঘন কণ্টক,
ভেদি মরম পর হান (৪) ॥
বিরহ বিষানলে, জ্বলত কলেবর,
ঘন লুঠই মহীপঙ্কা।
তুহুঁ পুরুখমণি, তোহে চড়ই জানি,
তিরীবধ বিপুল কলঙ্কা ॥
সব সখী মেলি, কতহুঁ আশোয়াসব,
বেদন কোই না জানে।
গোবিন্দ দাস ভণ তোহারি দরশ পণ
নহ কৈছে রহত পরাণে ॥

১। ঝর ঝরি।
২। রঙ্গে। ৩। তোহে—প, ক, ল।
৪। মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধানী।
কুচগিরিরাজ লাজ কুচ কঞ্চুক মরম

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

১০২।

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ ॥
মুগধ গোরী (৫) কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি (৬) হোয় ॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায় ॥
মাধবী কুঞ্জে কুসুম অনুপাম।
তাহা তুহুঁ যাই অব (৭) করহ বিশ্রাম ॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম ॥

১০৩।

ধানশী।

সুন্দরী তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন, শরানলে পীড়িত,
জীবইতে সংশয় কান ॥ ধ্রু ॥
বৈঠলি তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ॥
শীতল নলিনী দল, তাহে মলয়ানিল,
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি,
হানত মদন তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনী রমণী শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।

৫। মুগধি গোঙারী। ৬। সংহতি।

গোবিন্দ দাসের বাণী তুরিত চলহ ধনী
কানু ভেল বহুত নিদান॥

১০৪।

সুহই।

গহনক বিরহক (১) লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
নিঝর ঝরে দুনয়ান॥
এ ধনি জানি কহ আন।
তো বিনু আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোল॥
সো রস পরশ না পাই।
মূরছিত ধরণী লোটাই॥
মন মাহা মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন লোড়ই অঙ্গ॥
এ ধনি চল তাহি পাশ।
সো কানু রই তোরি আশ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ (২)।
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

১০৫।

শ্রীগান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতিঃ (৩) কুসুমময় গোরী।
নিরমিত (৪) মূরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভবে (৫) আলিঙ্গই তাই।
সো তনু তাপে ভষম ভই যাই॥
শুন শুন শুন বৃকভানু কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি॥
ঝামর নীল উতপল দল অঙ্গ।
লোরে (৬) না হেরই নয়ন তরঙ্গ॥
বিগলিত মূরলি খুরলি বহু (৭) দূর।
অনুখণ মদন দহন পরিপূর॥
বিছুরিল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি (৮) মরত জীউ ফাটি (৯)॥
জীউ রহত অব তুয়া রস আসে।
তোহারি চরণে কহুঁ গোবিন্দ দাসে॥

১০৬।

বরাড়ী বা ধানশী।

কত যে কলাবতী, যুবতী সুমূরতি,
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি উপহাসে, রভস রসে, (১০)
কুটিল নয়ানে নাহি (১১) চাহ॥
সুন্দরী অতএ করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে স্বামী, বরত তুহুঁ ছোড়লি,
নারী বরত নিল কান॥ ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম, গান ঘন গাবই (১২)
সো এক আখর রঙ্ক (১৩)।
শুনইতে রাতি- রতন রতি রাতুল,
চমকই তোহারি আতঙ্ক (১৪)॥
তুয়া গুণ গান, নাম ঘন গাবই,
আর কত (১৫) মূরলি নিশান।
সহচরী কোরে ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

১০৭।

সুহই।

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।

১। বিরহ গহন।
২। আনন্দ হিলোল বিলাস—হ, লি, পু।

৬। তোরে। ৭। রহু। ৮। হেরি।
৯। কাটি—হ, লি, পু।
১০। হরি অবহু রসের ভাষে—প, ক, ত।
১১। জানি। ১২। রাই তোরে কি কহব।
১৩। বঙ্ক। ১৪। আশঙ্ক। ১৫। [illegible]

তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোঁহারি সোহাগ ॥
বৃষভানু নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলায় আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কাণ ॥
রা কহি ধা পহুঁ, কহই না পারিয়ে,
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ মণি, লোটায় ধরণী,
পুনি কোহে আরতি ওর ॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুখ খণ্ডয়ে,
কেবল তুয়া পরসাদ ॥

১০৮।

কেদার বা সুহই।

মঞ্জুল রঞ্জন, (১) নিকুঞ্জ মন্দিরে,
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে, জপয়ে মন্তর,
একলি তোহারি (২) নাম ॥
রামা হে (৩) তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে, তো বিনু দোলত,
নন্দ নন্দন চন্দ ॥
হিম হিমকর, সলিল শীকর,
নিন্দই কালিন্দী-তীর ॥
সরস চন্দন, পরশে মূরছই,
সজল জলদ চীর ॥
কবহুঁ উঠ, কবহুঁ বৈঠত,
পন্থ হেরত তোর (৪)।
অমল কমল, নয়ন যুগল,
সঘনে গলয়ে লোর ॥

১। মঞ্জুল বঞ্জল—প, ক, ত।
২। তুয়া নিজ।
৩। সুন্দরি—হ, লি, পু।

এতহুঁ (৫) যতনে, পুরুষ রতনে,
চিতে নাহি আশোয়াস (৬)।
গহন বিরহ, দহনে দাহই,
কহই গোবিন্দ দাস ॥

১০৯।

শ্রীরাগ।

চাঁদ নেহারি, চন্দনে তনু লেপল (৭)
তাপ সহই না পার।
ধবল (৮) নিচোল, বহই না পারই,
কৈছে করব অভিসার ॥
সুন্দরী তুয়া লাগি সম্বাদল কান (৯)।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখণ জরজর (১০)
অবইথে (১১) বিহি ভেল বাম ॥
যতনহি মেঘ, মল্লার আলাপই,
তিমির পয়ান গতি (১২) আশে।
আওত জলদ, ততহি উড়ি যাওত,
উতপত দীঘ নিশ্বাসে ॥
তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই,
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ (১৩) নব নব লেহা ॥

১১০।

সুহই।

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয় সমীরণ,
জ্বলতঁহি (১৪) চন্দন পঙ্ক ॥
সুন্দরী কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।

৫। তবহুঁ। ৬। বিশোয়াস—হ, লি, পু।
৭। লেপই। ৮। ধরণী।
৯। তুয়া বিনু আকুল কান।
১০। আকুল। ১১। জীবইতে।
১২। গুপত গতি।
১৩। কিনা করু—হ, লি, পু।

নায়রী কোরে, সোঙরি তোহে মুরছই
নয়ন হিলোর তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
জনু নব জলধর, ধরণী লোটায়ত,
আকুল চিকুর (১) বিথারি।
রাধা নামে নয়ন, ঘন বরিখয়ে,
আরতি কহই না পারি ॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রমণী শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ পঙ্কজ ভালে (২) নাহি ছোড়ত
গোবিন্দদাস মতি মন্ত (৩) ॥

১১১।

ধানশী।

রসবতী সরস পরশ সুখ রঙ্গে।
কি করব ইন্দু চন্দন ঘন পঙ্কে ॥
সুতনু কর কিশলয় যাহা আখি।
কি ফল তাহা তরু কিশলয় ভাখি ॥
শুন শুন রমণী শিরোমণি রাধে।
তো বিনু কানুক সবই ভেল বাদে ॥ধ্রু॥
কমলিনী কোরে যো তাপ নাহি তেজ।
বিফল তাহি কমলদল শেজ ॥
বিধুমুখী চুম্বনে জাহি না শোহাই।
কি করব বিধু কিরণ বিগাই ॥
এতদিনে দূর গেল সব দূর ভাল।
জানলো অব অনু বরণ হুঁ কাল ॥
এত এসে নাগরী জানি কহ আন।
গোবিন্দ দাস তোহারি গুণ গান ॥

১১২।

সুহই।

রাধা নাম আধ, শুনি চমকই,
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচন লোর, লহরী ভরি আকুল,
কো কহু মরকত রঙ্গ ॥
সুন্দরি দূরে কর হৃদয়ের বাধা।
রাধা, মাধব তুয়া অবধারনু,
মাধবক তুহুঁ রাধা ॥ ধ্রু ॥
তোহারি সম্বাদ সুধারসে উনমত
হাসি হাসি ঘন তনু মোর।
লেখত পাঁতি দেখত নাহি কাজর
গদ গদ রোধল বোল ॥
গীমক ভঙ্গী, পন্থ দরশায়ল,
তুহুঁ দিঠি পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি ধনি,
তুহুঁ বুঝবি ইঙ্গিত সুধি ॥

নায়ক আপ্তদূতী।

১১৩।

কামদ।

করতল মধ্যমে, সো মুখ মাজল,
অলক তিলক লেখি ভোর।
সজল বিলোকনে, ঘন ঘন হেরইতে,
ভাখই গদ গদ বোল ॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
লোচন ওত, করত নাহি মাধব,
নিশি দিশি রস অবগাই ॥ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতিমূলে।
অতসী কুসুম স্মরি, (৪) ললিত হৃদয়ে ধরি,
কৃপণ হেম সমতুলে ॥
যাবক চিত্র, চরণোপরি লেখই,
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দ দাস, কহই ভেল কানুক,
লেখইতে আর কত হাত ॥

১। চিত। ২। ভাযে।

৪। অতসী কুসুম শ্যামা স্মরিয়া কৌতুক।

শ্রীমতীর স্বয়ং দৌত্য।

১১৪।

ধানশী।

মুরলি মিলিত, অধর নব পল্লব,
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই, মন্দির ছোড়ি আয়নু,
সহই না পারি বিরাগ ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গোরী আলাপি, শ্যাম নট (১) সঞ্চরু,
তব তুহুঁ বিদগধ জান ॥ ধ্রু ॥
মুরলি ছোড়ি অছু (২) মধুর আলাপবি –
তে সব জন নাহি আন (৩)।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি, অবহি সমুঝিয়ে (৪)
যতি খণে হোত সুঠান ॥
নিরজন (৫) জানি, হৃদয়ে অবধারবি (৬)
ঐছন গুণবতী ভাষ (৭)।
শুনি জন লাজ, ঐছে নাহি হোয়ত,
কহতঁহি গোবিন্দ দাস ॥

১১৫।

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি, কুলবতী নারী।
স্বামী বরত পুনঃ ছোড়ি না পারি ॥
তে রূপ যৌবন এক নহে ঊন।
বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন ॥
এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত ॥ ধ্রু ॥
সহজে বধূজন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন ॥
না মিলিল কোই বনহি বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়নু এই ঠাম।
আয়ল দূর পুর বণিজ সাধে।
একলি বলি করহ জনি বাদে ॥
তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ॥

১১৬।

ইমন কল্যাণ।

মঝু মুখ কমল, বিমল রস পরিমলে,
জাননু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব
না জানি কৈছে দিন তোর ॥
দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর বর রায়।
স্বামীক সেবন, করইতে ঐছন,
জানি কর অন্তরায় ॥ ধ্রু ॥
এতহুঁ তিয়াষে, হোত যব আকুল,
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহি চলহ যাঁহা, কুসুম বিথারল,
মঞ্জুর মাধবী কুঞ্জ ॥
এতহুঁ সঙ্কেত, কয়লু যব কামিনী,
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ গোঙার, ভ্রমর বন খোজত,
গোবিন্দদাস রস গান ॥

১১৭।

বরাড়ী।

পাপ চকোর, চাঁদ বলি ধায়ত,
মধুকর কমলিনী ভাণে।
আঁচরে ঝাঁপি, বদনে তেঁই পুছত,
তাহে পরপুরুখ ঠানে ॥
মাধব মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
কি ফল জগমন, মনমত বেধয়ে,
কাঁহা পুন তা কর গেহ ॥ ধ্রু ॥
বেধল মঝু মন, কি করয়ে সো পুন,
কৈছে কুসুমশর জ্বালা।

১। নব। ২। অব। ৩। তে স্বর জন জনি জান। ৪। কণ্ঠসি একু নাহি সমঝই। ৫। নিরলজ। ৬। ধরবি। ৭। মতি ভাষ—প. ক. ল।

কৈছে জুড়ায়ত, একই না জানিয়ে,
জনি কহ মৃগধিনী বালা ॥
সহচরী মেলি, হাসি মুখ মোড়ই,
উত্তর না দেবই কোই।
গোবিন্দ দাস কহে, মোহে উপদেশল,
অতএ পুছল তোই ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

১১৮।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ভরহি ডর কাতর,
মঝু মানস ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার, তটিনী তট কুচ ঘট,
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরী সম্বরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীন, বড়শী কি জড়সি,
এ অতি কঠিন বিপাক ॥ ধ্রু ॥
পুন দেই ঝাপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ ॥
তাহি ফিরত কত, কতহুঁ মনোরথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল ভেল সংশয়,
গোবিন্দ দাস রস গান ॥

১১৯।

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত, কুসুম শর দারুণ, (১)
বৃন্দাবন বন মাঝ।
তাহি (২) আকুল হরি
তোহারি শরণ (৩) করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ ॥
সুন্দরী তুয়া দিঠি অথির (৪) সন্ধানে।
মনমথ মারিতে (৫) জোড়ি নয়ন শর,
হানলি হামারি পরাণে ॥
তুহুঁ (৬) শরে জরজর, জীবন অন্তর,
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই, রাই অব দেয়বি,
অধর সুধারস পান ॥
মণিময় হার, তরঙ্গিণী তীরহি,
কুচ কনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে, গুপতে রাখবি,
গোবিন্দ দাস গুণ গায় ॥

১২০।

শ্রীরাগ।

কনক লতা কিয়ে কিশলয় পদুমিনী
কিয়ে মহী বিজুরি উজোর।
কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে, উয়ল হিমকর,
হেরইতে ভৈগেনু ভোর ॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি, ভরল নয়ন শর,
হানলি অন্তর চিতে ॥ধ্রু॥
তব্ আগেয়ান, কয়লি তুহুঁ ঐছন,
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাথর, সরস পরশ দেই,
উদঘাটই দিঠি বাণ ॥
আশা পাশ, হাস দরশায়লি,
অতিথণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময়, পালটি নাহি আয়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

১২১।

ধানশ্রী।

কাননে কুসুম তোড়সি (৭) কাহে গোরী।

১। শরে জরজর। ২। তেহি—হ, লি, প। ৩। স্মরণ—প, ক, ত।
৪। অথিল। ৫। মাতল। ৬। তুয়া—প, ক, ত,।

কুসুমহি সব (১) তনু নিরমিত তোরি ॥
আনন হেম সরোরুহ ভাষ (২)।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোর।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে (৩) জিতল অমরতরু বাস ॥
বাঁধুলি মিলিত অধর যাঁহা হাস (৪)
দশনহি (৫) কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটত চম্পক সম গোরা।
পাণিক তল থল- কমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান (৬) ॥

১২২।

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি তুমিনী পড়ল অকাজ।
জনি ভেধই হয়ি কুঞ্জক মাঝ ॥
তুঁই গজগামিনী মতি অতি ভোর ॥
উঁচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর ॥
যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত ॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ ॥
যো থর নথর পরশ যব্ হোতি।
এ কুচ কুম্ভে না রাখবি মোতি ॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি তঁহি ধরণী নিপাত ॥
গোবিন্দ দাস বহুঁ সোঙরাব।
অধর সুধা দেই তবহি জীয়াব ॥

১২৩।

ভাটিয়ারি।

কীরক (৭) মুখে শুনি, জরতী আগমন,
চলু সবে রবিক মন্দিরে।
গন্ধ মাল্যবর, ষোড়শ উপচার,
আর কত কত উপহারে ॥
দেখ বিপ্র বেশ ধর শ্যাম।
জরতীক আগে যাই কহই শুন,
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম ॥
সো শ্যাম বচন মূরতি হেরি তৈখণে
পরণাম করি কহে সোই।
ধৈরজ পদ্ধতি, দেখি চিতে লাগল,
অতএ বরণ কনু তোয় ॥
নিতি নিতি আসি, পূজায়বি সুরদেব,
দেয়বি শুভবর যোই।
গোধন রতন, পূরণ মঝু সুতক,
বধূক সতীপণ হোই ॥
শ্যাম কহত তব, ঐছন হোয়ব,
পূজবি পশুপতি সুর।
রজনী দিন মাহা, নিতি পূজায়ব,
তবঁহি মনোরথ পূর ॥
পুনহি কহত উহ, ঐছন হোয়ব,
তেজিয়ান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন, তাহে পুন আনল,
মনহি হাসয়ে ব্রজনারী ॥
নানাবিধ বরণ, পূজন করি কতক্ষণ,
আর কত কত বড় রঙ্গ।
কোই করত সোই, প্রেমক সঙ্গতি,
অতঁয়ে নহত তছু ভঙ্গ ॥
বেলি অবসান, হেরি সবে আকুল,
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দ দাস কহ, আপন বশ নহ,
বিরহে অবশ সব দেহ ॥

১। রস। ২। কমল পরকাশ। ৩। সৌরভে।
৪। বাঁধুলি অধরে মিলিত যেঙ হাস।
৫। অঙ্গুলিত। ৬। জান—প, ক, ল।

৭। কীরক—শুক পক্ষীর।

শ্রীমতীর অভিসার।

১২৪।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী, অঙ্গ তুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জর গামিনী মোতিম দামিনী
দামিনী-চমক নেহারিণী রে।
আভরণ ধারিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে॥
রাস বিলাসিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দ দাস চিত মোহিনী রে॥

১২৫।

কামদ।

সবহুঁ বঁধূজন, চলু বৃন্দাবন,
গোরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বঞ্চি, মিছই বনামৃতে,
দিনহি করল অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত,
চতুর সখী সঞে বাত।
গোরি আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাত॥
বাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বুল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়,
যাহা নাহি কণ্টক আঁচোর (১)॥

১২৬।

সুহিনী।

হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী।
গুরুজন গৌরব দূরহি ভারি॥ ধ্রু॥
সখী সঞে পুছত প্রেমক বাত।
পুরুষক কর কভু না লাগয়ে গাত॥
সহচরী কহতহি শুন বর নারী।
হামু কহব তোহে সো সব বিচারি॥
নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি।
করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি॥
পঁহিল মিলনে রহুঁ অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস কহে করি লহ সাথ॥

১২৭।

বরাড়ী।

দিনমণি কিরণে, মলিন মুখ মণ্ডল,
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ, তপত পথ বালুক,
আতপ দহন সম ভেলা॥
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগোরি, গোরী মুখ মুছত,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু॥
কপূর তাম্বুল, অধরহি দেয়ল,
চন্দন লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ, পরশে নব নাগরী,
বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গে॥

হরি হরি কাঁহা শিখল পরকার।
জগজন বঞ্চি, মিঠ বচনামৃতে,
দিনহি চলল অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনায়তি, ননদী শুনায়তি,
চতুর সখী সঞে বাত।
আজু গোরী আরাধনে, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাত॥
বাসিত কপূর, বারি সুযুমিত,
তাম্বুল ভরি লেহ চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, সঙ্গে চলি যায়ত,
পন্থে বিথারি আঁচর॥

১। অথবা এইরূপ।

কুঞ্জ কুটীর ঘর, শেজি মনোহর,
মধুকর শ্রুতিধর ভাস।
গোরী শ্যাম দুহুঁ, করণ কুতূহল,
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

১২৮।

ভাটিয়ারি।

মাথহি তপন, তপথ পথ বালুক,
আতপে বদন (১) বিথার।
ননীক পূতলি তনু, চরণ কমল জনু,
তবহি চলল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে, অবশ রসময়ী,
বিছুরল সবহু (২) বিচার॥ ধ্রু॥
গুরুজন নয়ন, পাপগণ বারত,
মারত মণ্ডল ধূলি (৩)।
তাহিক মেলি, চলল ব্রজ(৪)রঙ্গিণী,
পতি গেহ নীতহি (৫) ভুলি॥
যত যত বিঘিনি, জিতল অনুরাগিণী,
সাধসি মনসিজ মন্ত্র (৬)।
গোবিন্দদাস, কহই অব সমুঝহ,
হরি সঞে রসময় তন্ত্র (৭)॥

১২৯।

ধানশী।

কি শুনি সুধা মুরলি রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥ধ্রু॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী যায়।
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥

১৩০।

ভূপালী।

পৌখলী (৮) রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে নাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই।
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাঁহা নবীন সুলেহ॥

১৩১।

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যামুন তীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটির॥
তঁহি তনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥
কুলবতী গৌরব, কঠিন কবাট।
গুরুজন নয়ন, সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিন অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই॥

১। আতপ দহন—হ, লি পু,। ২। কানু পরশ রস, রসবতী বিছরল, [illegible] [illegible]—পু, ক, ত। ৩। [illegible]য়নগণ [illegible] মারুত মণ্ডলী। ৪। বর। ৫। [illegible] পন্থহি। ৬। সাজলি স্বীয় মন্ত্রে। ৭। গোবিন্দদাস কহে, শুন শুন সুন্দরী,

ইথে যো পূরল তুহুঁ মন কাম।
তা কর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ কিয়ে জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ॥

১৩২।

কানড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অব জানি সজনী করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর সোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখী দেখহ দেহলি লাগি।
চলইতে দিগ ভরম জনি হোয়
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোয়॥

১৩৩।

ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল, পঙ্কিলা বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনি পার॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

১৩৪।

ধানশী।

কুলবতী কঠিন, কবাট উদঘাটলু,
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখণ করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজর কি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপলু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি অভিসার,
সহচরী পাওল বোধ॥

১৩৫।

কামদ।

নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে, ভুজযুগ মণ্ডিত,
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে, গোরী ভেল শ্যামরী,
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥ ধ্রু॥
নীল অলকাকুল, অলিকহি লোলিত,
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু, শ্যাম সিন্ধু রসে,
[illegible]থই না পারই কোই॥
[illegible]রাগণ, পরিমলে [illegible]
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস, অত এ অনুমানল,
রাই চললি অভিসার॥

১৩৬।

কেদার।

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ চন্দ।
কুহুঁ (১) যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন দীপ দরশায়ল পন্থ॥
চললি নিতম্বিনী (২) হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
রস ধাধসে (৩) চলু পদ দুই চারি।
লীলা কমল তেজল বর নারী॥
পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।
তেজল (৪) মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ (৫) ভরমে ভেল(৬)ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি॥
বেশ শেষ রহুঁ নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

১৩৭।

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ, জীউ কাঁপ॥
তঁহি দিঠি জারত বিজরীক জ্বালা।
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমর ভুজঙ্গ মণিসি আঁধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মাভেল্ল আঁতর বারি।
কৈছে পোঁয়ারব সা সুকুমারী॥
গুণি গুণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরিখত মনমথ মন্দ॥

১৩৮।

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী, চলল কামিনী,
পরিহরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক, কুসুমসায়ক,
ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥
গুরুয়া কুচভরে, চল উলট পদ,
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী, ফটিক তরু জানি,
চমকি ধ্বনীর ধার রে॥
দেখি ফণি মণি, দীপ জনু আনি,
বাস করে দেই ঝাঁপি রে॥
জানল যুবতী, এই ফণি-পতি,
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণ বল্লভ, ভেটল দুর্ল্লভ
পূরল দুহুঁ মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ, সফল করু দেহ,
বদতি গোবিন্দ দাস রে॥

১৩৯।

মঙ্গল।

গগনহি নিমগন দিন-মণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে দিন কি রাতি॥
ঐছন জলদে করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়ে কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু॥
জগভরি শীকর নিকর হিলোল।
চৌদিকে অথির- পণ করু দোল॥
চলইতে চৌকি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥

১। দহ—প, ক, ত। ২। গজ গামিনী। ৩। আবেশে। ৪। তোড়ল —হ, লি, পু। ৫। অভিসার। ৬। ভয়—হ, লি, পু।

যাকর পুণ-ফল গুণবতী সোই।
দুরজন যাকর শুভদিন হোই॥
যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দুরেহুঁ দূরে রহুঁ গোবিন্দ দাস॥

১৪০।

কেদার।

মণিময় মঞ্জীর, যতনে আনি ধনী,
সোপলি বনি দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম, হার বনি পহিরহি,
হার সাজায়লি মাথ॥
সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ।
হরি অভিসারে, ভরম ভেলি সুন্দরী,
বিছুরল সাজ বিসজা।
ঘন আঁধিয়ারে, রজনী জনি কাজর
গরজত বরখত মেহ।
বিষধরে ভরল, দুতর পথ তাঁতর,
একলি চলি তেজি গেহ॥
চঢ়ল মনোরথ, দোসর মনমথ,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস, কহই ব্রজ সুন্দরী,
ঐছনে ভেটল কান॥

১৪১।

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু,
কাজরে উজোর নয়ান॥ ধ্রু॥
দশনক জ্যোতি, মোতি নহ সমতুল,
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ, বরণ নহ সমতুল,
বচন কহয়ে পিক বাণী॥
কর পদ থল, কমল দলারুণ,
মঞ্জীর রুণুঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি,

১৪২।

ভূপালী।

চলু গজ গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক পিছল পথ, গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জল ধারক এহ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ॥

১৪৩।

সুহই।

আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ।
কো জানে কৈছন তোহারি সুলেহ॥
গুরুজন ভয়ে কিনা কাঁপ।
ঘন আঁধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাপ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি।
ঘরমহি উয়ল মনমথ বাতি
দুতর পন্থ সঞ্চার।
চঢ়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এতদূর।
আগেহি আগে কুসুম শর পূর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
মিলল দুহুঁ দুহুঁ তনুতনু জোর॥
রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

১৪৪।

কেদার।

কণ্টক গাড়ি, কমল-সন পদতল,
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি, ঢারি করি পিছল,
চলতহি অঙ্গুলি ঝাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ, গমনে ধনী সাধয়ে,

কর যুগে নয়ন, মুদি চলু ভাবিনী,
তিমির পয়ানক আশে ।
কর কঙ্কণ পনকলি, সুখ বন্ধন শিখই,
ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন, বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন ।
পরিজন বচনে, মুগধি সম হাসই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

১৪৫ ।

কেদার ।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী,
চমকি চমকি ঘন কাঁপ ।
অব আঁধিয়ারে, আপন তনু ঝাঁপই,
কর দেই ফণি মণি ঝাঁপ ।
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ ।
তুয়া অভিসারে, অবশ নব নাগরী,
জীবই বহু পুণভাগ ॥ ধ্রু ॥
যো পদতল, থল কমল সুকোমল,
ধরণী পরশে উপচঙ্ক ।
অব কণ্টকময়, সঙ্কট বাটহি,
আওত যাত নিশঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ, সাজ নাহি তেজত,
দেহলি মানয়ে দূর ।
অব কুহু যামিনী, চলয়ে একাকিনী,
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

১৪৬ ।

গান্ধার ।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির ।
ঝর ঝর বরখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আঁধিয়ার ।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ ফল তোরি ।
এতহুঁ দূর ত্বরিত মিল গোরী ॥

ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক ।
চলইতে থলয়ে সঘন মেহি পঙ্ক ॥
উঠইতে ফণি মণি উজোর হেরি ।
কনক দণ্ড বলি ধর কত বেরি ॥
ঐছনে সোপনু তৈছে নিজ দেহ ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল ।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥

১৪৭ ।

ধানশী ।

কুন্দ কুসুমে করু (১) কবরী ভার ।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর ।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর ॥
চাঁদনি রজনী উজোরলি গোরী ।
হরি অভিসারে রভস রসে ভোরি ॥
ধবল (২) আভরণ অম্বর ধরই (৩) ।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল ।
রঙ্গ পুতলি যেন (৪) রস মাহা বুর ॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার ।
গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতি(৫)ময়(৬) ভাষ ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

১৪৮ ।

কামদ ।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি ।
নিজ করকমলে, চরণ যুগ মুছই,
হেরই চির থির আঁখি ॥

---

১ । ভরু ।
২ । ধরল । ৩ । বলই । ৪ । কিয়ে ।

পিরীতি মূরতি অধি দেবা।
যা কর দরশন, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা ॥ ধ্রু ॥
হিমকর শীতল, নীরহি তিতল,
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থকি দুখ ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পূরি,
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিঞা সিনান ॥

১৪৯।

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা, কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ধ্রু ॥
মন্দির তেজি যব, পদ চারি আয়নু,
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে,
পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুল কামিনী, তাহে কুহু যামিনী,
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত,
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জাননু
চির দুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মূরলি, যব শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়ল গৃহ সুখ আশ।
পন্থহুঁ দুখ, তৃণ করি না গণনু,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

১৫০।

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ নারী

নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহিনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহেক কুটিল চাহনি ॥
হেরত ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কাহে আওলি কানন ওর
থোর কহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী বন্ধ
কাহে ধাওতি যুবতী বৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেড়ল বিশিখ চাহনি ॥
কিয়ে শারদ চাঁদনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুমুদ পাঁতি
হেরত শ্যাম ভরম কাঁতি
বুঝি আয়ল সাহিনী।
এতহি কহত না কহ কোই
রাখত কাহে সনহি গোই
ইহই আন ন হোয়ে কোই
গোবিন্দদাস গায়নি ॥

১৫১।

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী ॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই ॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মূরলিক গানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশ ধরি টানে ॥
অব কুল কপাটে ধরম যত বোল।

ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারী নিচোল ॥
তোহে সুঁপিতে জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব ॥
এতহুঁ কহত ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল ॥
করি পরসাদ তহি করহি বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥

১৫২।

মল্লার।

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
বিফল পহিরাই নীল নিচোল ॥
শরত চাঁদ মুখ এতুয়া হাস।
বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
রব অভিসারবি হরিক উদেশ ॥ ধ্রু ॥
আঁচরে ঝাঁপবি আনন চন্দ।
দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ ॥
নূপুর মুখে ভরি তূলক পুঞ্জ।
মন্দর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ ॥
চলইতে চৌকি নগর পর মাজ।
ঝনু মণি কঙ্কণ বঙ্ক বিরাজ ॥
তিমির পন্থ রব হোতিম সেহ।
গোবিন্দ দাস কহ করবি লেহ ॥

১৫৩।

কানড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি,
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাঁতি,
শ্যাম মোহন শোহন কাঁতি,
মুরলি তান পঞ্চম গান,

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপা সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত,
কম কনক লোলনি।
বিস্মরি গেহ, নিজহুঁ দেহ,
একু নয়নে কাজর রেহ,
যাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু,
একু কুণ্ডল দোলনি ॥
পবনে শিথিল সীঁথির বন্ধ
বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ,
গ্রহত খসত বসন চোরি,
বিগলিত বেণী দোলনি।
ততনি বেলি, সখিনী মেলি,
কেহ কাহুক পথে না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুল চন্দে,
গোবিন্দদাসক গায়নি ॥

১৫৪।

মায়ূর।

নব যৌবনী ধনী জগ জিনি লাবণী,
মোহিনী বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চিত ভীত নাহি মানত
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতী যূথ শত গাওত বাওত চলত
চিত্রপদ বিদগধ রমণী ॥ ধ্রু ॥
হেরইতে শ্যাম সুরতন রণ পণ্ডিত
হাসি মদন মদে মাতলি বালা।
রতি রণ বীর ধীর সহচরী বরিখয়ে
নয়ানে কুসুম শর জ্বালা ॥
নয়ানে নয়ানে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান
তনু তনু পরশিতে নহে জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দ কহ অব নাহি সমুঝিয়ে

১৫৫।

গুর্জ্জরী।

ঘন ঘন নীপ, সমীপহি শুনিয়ে,
সঙ্কেত মূরলি নিশান।
রহি রহি বাম, পয়োধর পন্দই,
তেই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার, ঐ বিলম্বায়ত,
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনমথ,
ধৈরজ ধরণ না যাত।
মণিময় হার, ভার জনু লাগয়ে,
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক, মোহে শোহায়ত,
কুসুম শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম গাহ,
দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥

১৫৬।

ভূপালী।

গুরু দুরু বঞ্চ, উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
তবহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুহুঁ অনুরাগিণী ত্রিভুবনে জীত॥ ধ্রু॥
যাঁহা ধনী ধাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ॥

১৫৭।

কল্যাণী।

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী সাজলি
শ্যাম দরশ রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ শর মণ্ডল বীণ
উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
ভালে বনি আওয়ে বৃষভানুতনী।
চরণ কমল তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর,
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী বোলে।
গজ-অরি মাঝারি, উপরে কনয়া গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা হিলোলে॥
করি মণ্ডল ছবি জিনি মণি মণ্ডল সুন্দর
সিন্দূর বিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দ দাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতি-মালে॥

১৫৮।

বেলোয়ার কন্দর্প।

কঞ্জচরণ যুগ, যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি, কিঙ্কিণী রণরণি,
কুঞ্জর গমন দমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ, তরঙ্গিণী রঙ্গিণী,
মদন মোহন মনোমোহন ছাঁদে॥ধ্রু॥
কনক কটোর জোর, কুচ কোরক জোয়ে
উজরল মোতিম দাম।
ভুজ যুগ থির, বিজুরি মণিময়,
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস, সুধারস নিরসল,
দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল, লোল মণি কুণ্ডল,
দশদিশ ভরল বয়ন শর পাঁতি॥
ঝাঁপলি কবরী, ভালে অলকাবলী,
ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারলি,
মুরতি শিঙ্গার দেব আধ দেবী॥

১৫৯।

মঙ্গল।

ঋতুপতি রাতি, রজনী উজারল,
হিমকর মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে, চপল মনোভব,
সো মোহে বিথারল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে, অবহি বিরহানলে,
তেজব দগধ পরাণ॥ ধ্রু॥
কিশলয় দহন, শেজ অব সাজহ,
আহুতি চন্দন পঙ্ক।
দ্বিজকুল নাদ, মন্ত্রে তনু জরজর,
দূরে যাউ প্রেম কলঙ্ক॥
চিত রতন মঝু, কানু পাশ রহুঁ,
অবহু না মিলল সোয়।
গোবিন্দদাস, কহই ধনি বিরমহ,
অব মিলায়ব তোয়॥

১৬০।

যতিশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণী মণি।
ধনি ধনি বৃকভানু নবীন তনী॥
অরুণ বসন বনি বরণ কিরণ মণি।
অবনী উয়ল জনি সুথির সৌদামিনী॥
বদন চাঁদ ছনি বচন অমিঞা জনি।
হরিণী নয়নী রঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি॥
অরুণ চরণে মণি নূপুর রণরণি।
মুগধ গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি॥

১৬১।

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ঐছে গেল প্রভাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আঁধিয়ার॥
ঐছে সময় ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
তাগণ গঠই মদন পরতাব॥

১৬২।

ভূপালী।

সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান।
সব তীরিথ ফল, স্বামী সুমঙ্গল,
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন, কহল যব সো সখি,
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার, সকর্পূর চন্দন,
নেওল ভানুক লাগি॥
সবহু সখী মেলি, দেই হুলাহুলি,
চলতহি পন্থকি মাঝ।
সো বর সুন্দরী, করি পথ চাতুরী,
মিলায়ল নাগর রাজ॥
রাইক বদন চাঁদ, হেরি মাধব,
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে, দুহু আরতি,
নব নব কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

১৬৩।

ধানশী।

আজু লো শিঙ্গারে ধনী রে চলু বালা।
যুবজন হৃদয়ে কুসুম শর জ্বালা॥
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশন জ্যোতি।

চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই॥
চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট।
বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥
যৌবন মদে গতি মন্থর ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি॥
মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥

১৬৪।

গান্ধার।

কালীয় দমন, জগতে তুয়া ঘোষই,
সহচরী শুনইতে কাণে।
তুয়া সনে বাদ, করিয়া ধনী আওত,
মনমথ চড়ই ঝাপানে॥
মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলীক মাঝে, লোম ভুজঙ্গিনী,
হেরইতে তুহু জানি ভাগি॥ ধ্রু॥
নয়ন কমল পর, যুগল ভুজগবর,
কাজর গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি, আপে যব আওব,
সো বিখত বহি না সারি।
বেণী ভুজগবর, পীঠ পর দোলত,
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ,-দমন তনু কম্পিত,
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

১৬৫।

বেলোয়ার।

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত॥
তাহে কহই নব কান।
নাগ-দমন মঝু নাম॥
খগপতি রহুঁ মঝু পাশ।
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয়॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তঁহি পুন অমিঞা না রাগে॥
নিরবিষ হোয়ব তায়।
জীবত এহি উপায়॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল॥

১৬৬।

সারঙ্গ।

আনছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি, কুসুম তহি তোড়ই,
যতন তঁহি হার বনাই॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
আকুল মন নহে থির॥ ধ্রু॥
নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল,
নব কিশলয় তহি রাখি।
কুঙ্কুম ঘোরি, চিত ভেল আকুল,
হেরইতে থির দুই আঁখি॥
তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
জরজর শ্যামর চন্দ।
গোবিন্দদাস পহু, সুবল করে ধরি,
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥

সখী-শিক্ষা।

১৬৭।

সুহই।

দূর সঞে নয়ানে, নয়নে যব হেরবি,

পরশিতে শিহরি, করহি কর বারবি,
যতনে রোধ্ব নিরমাঝি॥
সুন্দরি অতএ শিখায়ই তোয়।
বিনহি মান ধন, কিয়ে বহু বল্লভ,
কবহুঁ আপন বশ হোয়॥ ধ্রু॥
পুছইতে গোরী, চমকি মুখ মোড়বি,
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি, শুনই না শুনবি,
কহবি আনহি আন ভাষ॥
পড়ইতে চরণে, বারি দিঠি পঙ্কজে,
পূজবি সো মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, যাক ধৈরজ রহ,
তাহে সে এত পরবন্ধ॥

১৬৮।

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান, আপে পুন রাখিবি,
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন তুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর,
ধন জন গরব অন্ত।
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত॥

মিলন—সম্ভোগ।

১৬৯।

ধানশী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহুঁ কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল আধ পদ পয়ান॥
বিদগধ মাধব অনুভবে জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দরিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী।
দেই রতন পুন লেয়ল চুরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥

১৭০।

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন ভার।
পীবইতে অধর রচই শীৎকার॥
নখর পরশে ধনী চমকই গোরী।
দংশইতে চমকি উঠই তনু মোরি॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ।
আন আন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখত বহি পরসাদ।

১৭১।

কেদার।

ধর সখী আঁচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি (১)করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ান জল থলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলি সম গোরী।
চিত নলিনী আধ রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥

১৭২।

ধানসী।

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী (২)।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥ ধ্রু॥
তঁহি প্রিয় সঙ্গিনী (৩) পরম রসালা।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মালা॥
টুটহুঁ জানি (৪) দুহুঁ পড়লহি(৫) বন্ধ।
দৈব বাঢ়ায়ল হৃদয় (৬) আনন্দ॥
সখীর বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি (৭)।
দুহুঁ গল মাল দূতী গলে দেলি॥
রাখল মরম সোহাগিনী নাম।
পরসাদ পাই দূতী করল পরণাম॥

ঐছন চিরদিন রহুঁ অঙ্গে অঙ্গ।
রতি পতি জানি কভু না কর বিভঙ্গ॥
ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ।
গোবিন্দদাসে রহুঁ অই খেদ (৮)॥

১৭৩।

কেদার।

রাধা মাধব, কুঞ্জহি পৈঠল,
রতিরণ রঙ্গ রসালা।
রণ বাজন ঘন, কোকিল কলরব,
ঝঙ্করু মধুকর মালা॥
সজনী হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ সমরে, কুসুম শর কো কহুঁ,
সোঙরি জীউ কাঁপ॥ধ্রু॥
পহিলহি রাই, নয়ান শরে হানল,
আকুল কুঞ্জক রাজ।
ভুজ যুগ বরুণ- পাশে ধনী বাঁধল
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
রোখলি রাই তঁহি পুন হরি উরে
কুচ কাঞ্চন গিরি হান।
সো গিরিধরবর, নখরে বিদারল,
বিচলিত মানিনী মান॥
শ্রম ভরে দুহুঁ দুহুঁ অধর মধু পীবই
দুহু গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করু দংশ॥
সিন্দূর দহন, বাণ হেরি মাধব,
মৃগমদ জলদে নিঝাউ।
পিঞ্জ মুকুট ভয়ে বেণী ভুজঙ্গিণী
বিলুঠই মহী গাড়ি যাউ॥

১। রসিক—হ, লি, পু।
২। নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
৩। এক রঙ্গিণী। ৪। ভয়ে।
৫। পড়ু এক। ৬। ঘটাওল প্রেম।
৭। সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।

৮। বাহু পসারিয়া দুহুঁ দেঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ুর শিখণ্ড পীতবাস।

মাতল মদন রাজ, মদ কুঞ্জর,
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবিবন্ধ, গীমকর বন্ধন,
নিজপর দহুঁ নাহি জান ॥
রতি রণ তুমুল, পুলক কুল সঙ্কুল,
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজ মদে মদন, পরাভব পাওল,
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল ॥
অনুখণ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ঝঙ্করু,
রতি জয় মঙ্গল তূর।
মনমথ কেতু, মকর গতি যাওত,
গোবিন্দদাস কহু ফূর ॥

১৭৪।

কেদার।

সৌরভে আগোরি, রাই সুনাগরী,
কনক লতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল,
কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে, ছোড়ি মুগধ সখী,
গমন যুকতি না যুয়ায় ॥
চন্দ্রক চারু, ফণাগুণ (১) মণ্ডিত,
বিষ বিষ মারুণ দিঠ।
রাইক অধর, লুবধ (২) অনুমানিয়ে,
দনশক দংশন মিঠ ॥
এক সন্দেহ, শীতকে ভীতহি,
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দ দাস, কহু মিলি সবহুঁ,
সখা বুঝহি রস অবগাই ॥

১৭৫।

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি (৩) পতি গেহ।
ঘর(৪)সঞে করস কিয়ে নবীন সুলেহ (৫)॥
সংশয়ে (৬) নব রতি (৭) পতি ভয়ে লাজ।
দোতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥ ধ্রু ॥
যব্ ধনী যতনে কান্ত সঞে ভেট।
অবনত (৮) নয়ানে বয়ান করু হেট ॥
যব তুহুঁ সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধরল তুহুঁক তনু কাঁপি ॥
যব তুহুঁ পায়ল মদন শয়ান (৯)।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচ বাণ ॥
গোবিন্দদাস কহু তুহুঁ সে সেয়ানি (১০)
হরি করে সোঁপিল হরিণ-নয়ানী ॥

১৭৬।

কেদার।

কানু বদন হেরি, উছলিত অন্তর,
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে, ছল ছল লোচন,
কেলি সমাগমে কাঁপ ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরশে, ঐছে বেয়াকুল,
দরশনে ইহচিত রঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
রাই বদন হেরি, লুবধল মাধব,
কোরে বৈঠায়লি গোরী।

১। নাগগণ—হ, লি, পু। ২। করল বন্দ—হ, লি, পু।

৩। বদতি। ৪। দূর। ৫। ঘরসে করসে নয়ন সিলেহ। ৬। নিরসয়ে।
৭। নিবসে নরপতি—গী, চি, ম।
৮। চমকিত—হ, লি, পু।
৯। সুজান। ১০। আজানি।

কুচে কর পরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী,
চুম্বনে রহু মুখ মোরি ॥
ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ,
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ, পূরল মনোরথ,
নব নব সঙ্গম ভেল ॥

১৭৭।

ভাটিয়ারি।

তনু তনু (১) মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম (২) ॥
কনক লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম (৩) তরঙ্গ ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস (৪) দুহুঁক গুণ গান ॥

১৭৮।

বিহাগড়া।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর ॥
দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস ॥

১৭৯।

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
রতিরসে মগন ভেল পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ মুখ বিলোকনে দুহুঁক দরশনে
আনন্দ নীর নিঝাঁপই রে।
আরতি পরশতি, কুচ কনকাচল,
গিরিধরবর, কর কাঁপই রে ॥
গদ গদ ভাষে আলাপই দুহুঁ দুহুঁ
চুম্বনে নয়ন লুটাই রে।
দুহুঁ পরিরম্ভণে, দুহুঁ পুলকায়িত,
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে।
দুহুঁ রসে ভাসি, দুহুঁ অবলম্বই,
রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নব নাগরী সঞে, নাগর শেখর,
ভুলল গোবিন্দ দাস পহুঁ ॥

১৮০।

কেদার।

কুটিল কটাক্ষ বিষিখ ঘন বরিষণে
দূর করু (৫) বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধ সরস পরশ দধি
লেশে স্থগিত (৬) করু অঙ্গ ॥
সুন্দরী ধনী পিতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিল্লোলে, শ্যামরস সাগরে,
সবহুঁ সার হরি নেল ॥ ধ্রু ॥
দূর অবগাহ, মন্তর মহামন্তর (৭),
মদন কমঠ অবগাহ।
উচ কুচ মন্দর, হার ভুজঙ্গম (৮),
মেলি মথন নিরবাহ ॥
অধর সুধা পীয়, প্রেমলছিমী হিয়,
বাহিরে নথ পদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব(৯),রতন পরিপূরণ (১০),
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্দ ॥

১। দুহুঁ দুহুঁ। ২। দরিদ্র ঘরে জনু বরিষল হেম। ৩। মদন। ৪। কহ

৫। দূরে করি। ৬। স্থথকিত।
৭। অন্তর মাহা মন্থর।
৮। ভুজগবর। ৯। প্রীতি অনুভাব।

১৮১।

ভূপালী।

হিম ঋতু নিশি নিশি দিশি রাত।
হিমকর শীকর-নিকর নিপাত॥
মদন জলধি তলে তঁহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যাম তনু থর হরি কাঁপ॥
সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥
ঝল মল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনী ধনী মনসিজ রস নিরবাহ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরীতনু মোর॥
হরি পরিপূরিত মানস কান।
গোবিন্দ দাস গাওয়ে গুণ গান॥

১৮২।

কেদার।

রতি রণ রঙ্গ,- ভূমি বৃন্দাবন,
রণ বাজন-পিকু রাব।
দুহুঁ চড়ল মনোরথে দোসর মনমথে(১)
পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ রাধা মাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চরিত, নাহি সমুঝিয়ে,
কিয়ে কলহ, কিয়ে কেলি॥ধ্রু॥
অগুরু চন্দন, কব কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুল বাণ।
দুহুঁ (২) নূপুর ধ্বনি, দুহুঁ মনি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ বলয়া নিশান॥
দুহুঁ ভুজ পাশ পরি, দুহুঁ জন বন্ধন (৩)
অধর সুধা করু পান।
আকুল বসন, চিকুর শিখী চন্দ্রক (৪),
গোবিন্দদাস রস গান (৫)॥

১৮৩।

কেদার।

পেখনু রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব (৬) রূপ, নিরুপম লাবণী,
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে, লখই না পারই,
অছু পরিরম্ভণে ভাঁতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে, লুবধ বদন দুহুঁ,
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম, ভরম পরিপূরল,
কো বিধুমণি কোই ইন্দু॥
সিন্দুর অরুণ, বদনে বিধু মণ্ডল,
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দ দাস, কহই অপরূপ,
নব রাধা মাধব কেলি॥

১৮৪।

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥
দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি॥

১। মনমথ মদ কুঞ্জরে। ২। ঘন।
৩। ঘন বান্ধয়ে।
৪। মণিময় আভরণ।
৫। পরমাণ—হ, লি, পু। ৬। সমবয়।

১৮৫।

ভাটিয়ারি।

বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধব মাধবী সঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন, গাওত সুললিত,
চলন নর্ত্তন গতি ভাঁতিয়া॥ ধ্রু॥
শ্রবণ যুগলে, কুণ্ডল শোহই,
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কাঁধে, দুহুঁ ভুজ শোহই চুম্বই,
মুখ শশী মোড়িয়া॥
মত্ত কোকিল, মুরলি তাহে বাওত,
নাচত শিখীগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ, ধাই বেঢ়ল,
মুখর মধুকর পাঁতিয়া॥
সকল সখীগণ, কুসুম বরিষণ,
আনন্দ ও রসে ভোরিয়া।
গোবিন্দ দাস, কবই হেরব,
ও রস সায়রে গাহিয়া॥

১৮৬।

কেদার।

দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল, (১)
ভুজযুগ (২) বন্ধন ঝাঁপি।
আভরণ হীন তনু, পরশই বিপুল,
পুলক ভরে কাঁপি॥
দেখ সখি রাধা মাধব সঙ্গ। (৩)
রতিরণ লাগি, জাগি দুহুঁ যামিনী,
না হেরিয়ে জয়াজয় ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন চুম্বন, দুহুঁ অচেতন,
অধর সুধারসে মাতি।
প্রেম তরঙ্গে, তনু মন পূরল, (৪)
চূরল (৫) মনমথ হাতী॥
গদগদ আধ, আধ পদ কহই, (৬)
মদন মূরছন বাণী।
দুহুঁ দুহুঁ মরমে, মরম ভাল সমুঝই,
গোবিন্দদাস ভালে (৭) জানি॥

১৮৭।

শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী, বরত সমাপনি
গুরু গৌরব ভয় ছোড়ি।
গুরু (৮) জন দিঠি কণ্টক তরি (৯) আওলি
মনহি মনোরথ ভোরি॥ (১০)
শুন মাধব তোহে সোঁপনু ব্রজ বালা।
মরকত মদন, কোই জন পূজই, (১১)
দেই নব কাঞ্চন মালা॥ ধ্রু॥
তুহুঁ অতি চপল, চরিত জনু ষট্‌পদ,
কমলিনী বিপিন গোঙারি। (১২)
মৃদুল (১৩) শিরিষ, কুসুম জনু তোড়ই,
লহু লহু কবরী (১৪) সঞ্চারি॥
তরুণী সমাজে, শুনি জনু দুরজন,
হাসি না দেই করতালি।
দূতিক মিনতি, এতহুঁ তুয়া পদতলে,
গোবিন্দ দাস কহে ভালি॥ (১৫)

১৮৮।

সুহই।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও নব মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥

১। আনল। ২। ভুজেভুজে—প, ক, ত। ৩। অঙ্গ—হ, লি, পু। ৪। নয়ন পরিপূরল—প, ক, ত। ৫। বাঢ়ল।

৬। বদনহি। ৭। কিয়ে—হ, লি, পু। ৮। দুর। ৯। তেজি। ১০। তোরি। ১১। পূজল। ১২। পোমারি। ১৩। মদন। ১৪। লহ সহ রসি—হ, লি, পু। ১৫। বলিহারি—গী, চি, ম।

দেখ রাধা মাধব মেলি।
সুরতি মর্দ্দন রস কেলি ॥ ধ্রু ॥
ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম জ্যোতি রসাল ॥
ও তনু পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ ॥

১৮৯।

কামদ।

দেখ রাধামাধব রঙ্গ
দুহুঁ দুহুঁ মিলনে, আনন্দ বাড়ল,
দুহুঁ মনে উদিত অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ কর পরশিতে, সপুলক দুহুঁ তনু,
দুহুঁ দুহুঁ আধআধ বোল।
কিঙ্কিণী নূপুর, বলয় মণি ভূষণ,
মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল ॥
রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন,
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ তনু ভেল অতি আকুল
জলধরে বিজুরী উজোর ॥
ঘন ঘন চুম্বনে, দুহুঁ মুখ দরশনে,
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম তমালে, কনক লতা বেঢ়ল,
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

১৯০।

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি তরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।

পহিলহি ঝারবি দিঠে পসারি।
করে কর পঞ্জনে ভার সম্ভারি ॥
শ্রম জল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পানীসার।
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝাঁরবি নিরবিষ উরপর হানি ॥
যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর রস নেবি ॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গায়বি তোরি ॥

রসালস।

১৯১

রজনী জনিত জাগরি, নাগর নাগরী,
শুতল কিশলয় শেজে।
রতি রস অলসে, অবশ কলেবর,
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে ॥
সজনি শুতি রহুঁ নিলজ কান।
রাই জাগাই, লেচল মন্দির,
জানই হোত বিহান ॥ ধ্রু ॥
রাই কবরী, বাঁধই সম্বরি,
পিঞ্ছ মুকুট গাড়ি যাউ।
মণিময় মুদুরি, মোহন মুরলি,
এ দুহুঁ লেও চোরাও ॥
যুমল কান, যুকতি শুনিয়ে সব,
রাইক কোরে আগোরি।
গোবিন্দদাস, পহুঁ চতুর শিরোমণি,
নিবসল সহচরী কোরি ॥

১৯২।

কেদার।

দেখ গোরী শুতল শ্যামর কোর।
লাগল নীল রতনে, কিয়ে কাঞ্চন,

গোরী সুনায়রী, অধরে অধর ধরি,
যুমল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকরে শ্যামর চকোর॥
তুঙ্গ মনোহর, পীন পয়োধর,
রাতুল করতল সাজ।
উলটল কমল, বিকচ করে কাঁপল,
কনয় ধরাধর রাজ॥
নাগর গুরু উরু, নাগরী বেঢ়ল,
নাগর ভুজ বেঢ়ি অঙ্গে।
জলদ বিজুরী জনু, বেঢ়ল দুহু তনু,
গোবিন্দদাস কহুঁ রঙ্গে॥

১৯৩।

বিভাস।

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
সখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥
দেখ নিশি বহি গেল।
দশদিশ অরুণিম ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাও মোর শ্যাম নটবরে॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥
অহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥
সুবদনী করু অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগ জাগ যুগল কিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আরত থাকিতে না যুয়ায়॥
সখী মুখে শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস চিত ভীত॥

১৯৪।

কেদার।

রতিরস ছরমে, শ্যাম হিয়ে শুতলি,
শরদ ইন্দুমুখী বালা॥
মরকত মদনে, কোটি জনু পূজল,
দেই নব কাঞ্চন মালা॥
শ্যাম বয়ান পর, বয়ান বিরাজই,
উরপর কুচযুগ সাজে।
কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল,
মদন মহোদধি মাঝে।
যোড়ল তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে, হেম নীলমণি জনু,
বাঁধিল যুগ এক ঠাম॥
ঘন সঞে দামিনী, দূকুলে দূকুল,
জনু দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেড়িয়া, চারু অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দ দাস॥

১৯৫।

কেদার।

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিহুঁ রভস ভরে শ্যাম নাগরীর কোরে
অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি অপরূপ ছাঁদে।
শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারি মুখ চাঁদে॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দূর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ বিনন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে॥
নীল বসন ভিগি, অঙ্গে লাগিয়াছে,
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।

যৈছে চাঁদ কলা, মেঘে গরাসল,
নিরখই গোবিন্দ দাস ॥

১৯৬।

রামকেলি।

হিমকর কিরণ মলিন নলিনীগণ
হাসই অরুণ কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোলে ভ্রমর কুল আকুল
তেজত কুমুদিনী কোর ॥
কৈছে ঘুমাওত যুগল কিশোর।
চৌঙকি কহত শুক সারীক জোর ॥ ধ্রু ॥
কিশলয় শয়নে, নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম শর তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি ॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু যাওত
জাগাহুঁ সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রস বাদে ॥

১৯৭।

ললিত।

গগণহি মগন, সগণ রজনীকর,
চলু চরমাচল ওর।
পদুমিনী বদন, মধুপ ঘন চুম্বই,
তেজই কুমুদিনী কোর ॥
জাগহুঁ রে বৃষভানু কুমারি।
শ্যামক কোরে গোরী কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক সারী ॥ ধ্রু ॥
যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ রুচি রঞ্চ।
নাগরী নীল, পটাঞ্চলে লাগল,
জনু বিরহানলে অঞ্চ ॥
চৌরি রভস রস, এতহুঁ সুধাধস,
গোবিন্দদাস কহ, জানি চলয়ে সখী,
পিকু বোলত অই অই ॥

১৯৮।

কেদার।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরি মুখ, অলস বিলোচন,
চেতন রতন চোরায়লি গোরী ॥ ধ্রু॥
ঝামর বদন, শ্যাম ঘন চুম্বনে,
প্রাত ধূষর শশধর কাঁতি।
চম্পক মাল, ললিত করে বাম্বই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি ॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে, চমকিত তনু ঝাপই,
রস আবেশে চলু চলই না পারি ॥
লহু লহু হাসে সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত লোচনে দশদিশা চাই।
গোবিন্দদাস কহ, জানব গুরুজন,
চলহ তুরিত ঘরে যাই ॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

১৯৯।

কেদার।

ধনি ধনি রমণী (১) শিরোমণি রাই।
নয়নক ওর করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই ॥ ধ্রু ॥
করতলে কুঙ্কুমে, ওমুখ মাজই,
অলক তিলক লিখি ভোর ॥
সজল বিলোকনে, পুন পুন হেরই,
আকুল (২) গদ গদ বোল ॥

লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসী কুসুম, স্মরি ললিত হৃদয়ে,
ধরি কৃপণ হেম সমতুল॥
যাবক চিত্র, (১), চরণ পর লেখই,
মদন পরাজয় (২) পাত।
গোবিন্দদাস, কহই ভাল হোয়ল,
কানুক আর কত হাত॥

২০০।

কেদার।

আনন্দ নীর, যতনে হরি বারত,
অলকা তিলকা নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে, হরি মুখ হেরইতে,
থরহরি কাঁপই রাই॥
দেখ সখি রাধা মাধব লেহ।
নাগরী বেশ, বনাওত নাগর,
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি মাতি, পুনহি হরি সাজত,
পীন পয়োধর জোর।
শ্যামল কর পঙ্কজ, জলে ধোয়ায়ল,
মৃগমদ চিত উজোর॥
মরমক বোল, কহত দুহুঁ আকুল,
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে, ইঙ্গিতে কি কহল,
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

২০১।

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বাঁধল পুন কবরী॥
তঁহি সম রেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥
এ হরি রতি (৩) রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুন (৪) বাল॥
কাজরে উজোরহ লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংস কিশলয় চমরি॥
পীন পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
সীধে সীধায়হ (৫) নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দ দাস দেখউ পরতেক॥

২০২।

কামদ।

ধনী মুখ পঙ্কজ, কুঙ্কুমে মাজই,
বিদগধ বর-কান।
রচইতে সিন্দূর, গর গর অন্তর,
অঝরে ঝরে নয়ান॥
দেখ সখি রাধা মাধব কেলি।
দুহুঁ সুখ-সাগরে, আনন্দে ভাসল,
দুহুঁ রসে নিমগন ভেলি॥ ধ্রু॥
বয়ন কঠোর, জোর কুচ মণ্ডল,
যছু পদে বিদগধি সাজ।
মৃগমদচিত, অঙ্গরু করু পল্লব,
মুগধল মনসিজরাজ।
আনন্দ নীর, নয়ন ভরি আয়ত,
কাঁচলি করি নিরমাণ।
নীল বসন মণি, তছু পরি কিঙ্কিণী,
হেরইতে হেরল গেয়ান॥
মঞ্জুল মঞ্জীর, চরণ পর রঞ্জই,
মুকুর ধর নিজ পাশ।
নিজ তনু হেরি, হাসি তোহে সোঁপল,
হেরল গোবিন্দ দাস॥

১। রচিত। ২। পরাভব—হ, লি, পু
মৃগমদ চিত, অঙ্গর করু পল্লব,
৩। অতি—গী, চি, ম।
৪। ঘটহ কত—ত, লি, প।

২০৩।

রামকেলি।

এ ধনি এ ধনি (১) করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুগত কান॥
পহিলহি তোহার বচন পরমাণে।
কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥
চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল।
যতি খনে শ্রমজল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি।
বকুল মাল সঞে বাঁধনু কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জনু এ দুহ নয়না।
তাম্বুলে পূরল পঙ্কজ বয়না॥
মৃগ মদে লিখইতে উচ কুচ জোর।
কাঁপে চপল কর পল্লব মোর॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরী।
গোবিন্দ দাস গুণ গায়ব তোরি (২)॥

শ্রীমতীর রসোদ্গার।

২০৪।

ধানশী বা সুহই।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ (৩) ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল, (৪)
কুল দাদুরী মতি মন্দ॥ ধ্রু॥

আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় (৫) আন।
ভাবে ভরল তনু(৬)পরি(৭)জন বাঁচিতে (৮)
গৃহপতি (৯) সপতিক ঠাম॥
নিদঁহু নিদঁ, নয়ানে না হেরিয়ে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতএ (১০) পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক (১১) সাখী॥

২০৫।

সিন্ধুড়া বা গান্ধার।

কাজর তিমির, ভরম জনু রুচি,
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশী নিশাসে, মধুর বিষ উগারই,
গতি অতি কুটিল সুধীর॥
সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল,
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥ ধ্রু॥
লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী,
রহই না পারিয়ে (১২) থির।
কুঞ্চিত অরুণ, অধর ভরি (১৩) পিবই,
কুলবতী বরত সমীর॥
এক অপরূপ, নয়ন বিষ তাকর,
মোটয় (১৪) দংশন দংশে।
বিষস্যৌষধি, বিষ অবধারল,
গোবিন্দদাস পরশংসে॥

২০৬।

বরাড়ী বা কৌরাগিণী।

বেণুক ফুক বুক, মদনানলে, (১৫)
কুল ইন্ধনয়ে (১৬) জোরি। (১৭)

১। সুন্দরী অব তুহুঁ।
২। পুন গায়ব হোরি—গী, চি, ম।

৫। কহিতে কহি। ৬। মন। ৭। গুরু।
৮। বাঞ্ছিত। ৯। গৃহপতি। ১০। যতত্র।
১১। ভালে।
১২। না পরই। ১৩। অধরে ধরি।
১৪। মোটয়ে।

দরশন পাণি, তুহুঁ পরশে সোহায়ল, (১)
শ্রমজল জারণ (২) বারি ॥
সজনি কানু সে শৈল (৩) সোণার।
মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমধন, (৪)
জোরি পিঁধায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
নব অনুরাগ, রঙ্গে পুন রঞ্জল, (৫)
মূল না জানয়ে কোই।
গুরুজন নয়ন, চোর পথ,
ছাপিয়ে, (৬) প্রাণনাথ সোগোই (৭)
যো রস আগরি, বিদগধ নাগরী,
হেরতহি তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহ, আন আন বচন,
হোয়ে জনি (৮) পরমাদ ॥

২০৭।

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক মুকুট মণি, নায়ক হইয়া কেনে,
এতেক আদর মোরে করে ॥ (৯)
আউলাঞা কবরী ভার বেশ করে বার বার
বসন পরায় কুতূহলে।
রাখিয়া(১০)আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া রসে
প্রাণনাথ (১১) বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে,
এতনু তোমারে দিনু দিনু ॥

বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সাখী ॥
বিদগধ শ্যাম রায় বীজন করয়ে গায় (১২)
আপনে ভুঞ্জায় (১৩) গুয়া পান।
গোবিন্দ বোলয়ে ধনি১৪ শুন ওগোঠাকুরাণী১৫
তুমি সে কানুর এক প্রাণ ॥ (১৬)

২০৮।

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়ন যুগ (১৭) ঝাঁপি।
করইতে কোর তুহুঁ ভুজ কাঁপি ॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥
চেতন না রহুঁ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছন রভস রস কেলি ॥
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ কমল পর সেবি ॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভাবি আপ পরক সমুঝাব ॥
তবহুঁ(১৮) জগতি ভরি ঘোষিত(১৯) এহ।
রাধা মাধব অবিচল (২০) লেহ ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দ দাস চিতে না (২১)
ভাঙ্গে (২২) বিবাদ ॥

১। সোহাগল। ২। জোরল। ৩। ছৈল।
৪। মণি—প, ক, ত।
৫। বঞ্চন—গী, চি, ম। ৬। চোর পরে।
৭। সম গোই। ৮। কহই, আন হেরিলে জানি হোয়ত জনি—প, ক, ত।
৯। নাগর হইয়া গো এত না আদর

১২। বসনে করয়ে বায়। ১৩। যোগায়।
১৪। গোবিন্দ দাসের বাণী।
১৫। রাধা বিনোদিনী।
১৬। তেঞি তুহি শ্যামের পরাণ—প, ক, ত। ১৭। তুহুঁ দিঠি।
১৮। অবহুঁ। ১৯। অকিরীত।
২০। সুদৃঢ়। ২১। নাহি।

২০৯।

সুহই।

আধক আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখনু কান।
কত শত কোটি, কুসুম শরে জরজর,
রহতকি যাত পরাণ॥
সজনি জাননু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই,
তছু পায় মঝু পরণাম॥
সুনয়নী কহত, কানু ঘন শ্যামর,
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক, পরশ রসে ভাসত,
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥
প্রেমবতী প্রেম, লাগি জীউ তেজত,
চপল জীবনে মঝু সাদ।
গোবিন্দ দাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে,
রসবতী রস মরিযাদ॥

২১০।

বরাড়ী।

যাহা দরশনে তনু পুলকে না ভরই।
যাহা কর পরশনে টুটত বোলই॥
যাহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই।
যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টুটই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়ব হেন মনোভব কেলি॥ ধ্রু॥
যাহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বলই।
যাহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাহা মণি নূপুর তরলিত কলই।
যাহা ঘন চন্দন শ্রম জলে গলই॥
যাহা নাহি ঐছন রস নীর বহই।
তাহা পরিবাদ গোবিন্দ দাস কহই॥

২১১।

মানশী।

যব হরি পাণি, পরসে ঘন কাঁপসি,
তব কিয়ে ঘন ঘন, মণিময় আভরণ,
কেশ পরায়লি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি,
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥ধ্রু॥
করইতে কোরে, জোরি তনু বল্লরী,
নহি নহি বোলসি থোর॥
চুম্বনে বেরি, মুখ মোড়সিলু,
জনু বিধু লুবধ চকোর॥
যব হোয়ে নাহ, রতন রত অবিরত,
বারত জানি অভিলাষ।
গোবিন্দ দাস কহ, নহ বহু বল্লভ,
কৈছে রহত নিজ পাশ॥

২১২।

গান্ধার।

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে, ধস ধস হিয়া,
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত (১), আদর পিরীত (২),
ঝুরিয়া (৩) মরি যে মনে॥
পিরীতি বল, কত না ছল,
সে কি নাশে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাখিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইল পিয়া॥

১। সে রস পিরীতি। ২। আরতি।

কাঁচুয়া ফাড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
তুলিয়া (১) মধুপ জনু।
কমল কোরক, ভরমে কি কৈল (২)
গুণেতে ঘুণিত তনু॥
ও দিঠি চাতুরি, মুখের মাধুরী,
লহরী কত বা (৩) আর।
এ সুখ শুনিতে (৪), ঝুরিয়া মরয়ে (৫),
দাস গোবিন্দ ছার॥

২১৩।

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতিপদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাশা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥

২১৪।

পঠমঞ্জরী।

সিনান তুপুর সময় জানি।
তপত পথে গিয়া ঢালয়ে পানী॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥ ধ্রু॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ চিহ্ন তলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥

গোবিন্দ দাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানিহ কেনু॥

২১৫।

বিভাস।

নব ঘন কিরণ, বরণ নব নাগর,
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ান কোণে, মদন জাগাওল,
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনী আনন্দ।
স্বপন বিলোকনে, কিয়ে ভেল দরশন,
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
উরপর কমল, পাণি অবলম্বনে,
দূরে করল আনো আন।
নীবিহক বন্ধ, বিমোচল নাগর,
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন, কুসুম শর হানল,
জরজর জীবন মোর।
গোবিন্দ দাস কহ, গোরী আরাধন,
বিফল কি যাইবে তোর॥

২১৬।

ধানশী বা শ্রীগান্ধার।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন।
নিমগন কতহুঁ রমণী মন মীন॥
শ্রবণ মকর, গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ॥
এ সখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ কনয় কটোর॥
যছু মুখচাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ॥
অধর পঙার দশন মণি মোতি।
রোচল তিলক মৈনাকক জ্যোতি॥
সুর তরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস।

১। অলিমা। ২। হৈল। ৩। বহুয়ে।
৪। শুনিয়া। ৫। বুঝিয়া মরুক—

গতি গজ রাজ চরণ অরবিন্দ।
নথমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥

২১৭।

বিভাস।

যো গিরি গোচর, বিপিনহি সঞ্চরু,
কৃশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু, ছটাপরি মণ্ডিত,
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥
সুন্দরী ভাগে তুহুঁ হরিণ নয়ানী।
সো চঞ্চল হরি, পিয়া পিঞ্জর ভরি,
কৈছনে ধরলি সয়ানি ॥ধ্রু॥
কুম্ভ বর দন্তীক, রহি কর বারত,
দশনহি গণ্ড বিদারি।
নলকয়ে খরতর, নথর শিথর সঞে,
মোতিম বনহি বিথারি ॥
অধর সুধা দেই, পুনহি জীয়ায়ই,
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দ দাস ভণ, তাক শয়ন পুন,
অহনিশি কিশলয় শেজ ॥

২১৮।

ধানশী।

পহিলহি কুল, তুল সম উয়ল,
যা কর বেণুক ফুকে।
স্বরম করম মতি, ভরম সদৃশ ভেল,
নারী গিরি সম দুখে ॥
সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপন তনু,
কাহে করত অন্তরায় ॥ ধ্রু ॥
নয়নহুঁ নিদঁহুঁ, নয়নে না হেরই,
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে,

২১৯।

ধানশী।

শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর চিহ্ন কিয়ে আর কত সাজ ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান ॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
ঢীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥
তবহুঁ যতন করি করইতে মান।
হাস কুমুদে তঁহি সব কর আন ॥
মানিনী মান গরব গেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥
তবহুঁ না জাননু দিন কি রাতি।
গোবিন্দ দাস কহে সমুচিত শাতি ॥

২২০।

সুহই।

সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।
যা কর দেহলি, বদরি কোরে ধরি,
রজনী পোহায়ল জাগি ॥ধ্রু॥
কোকিল সম হরি, সঙ্কেত করইতে,
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে, গুরু জন জাগল,
পড়ি গেও দারুণ বাধা ॥
ননদী বোলে ধনী, কো বাহিরায়ত,
ভীত পুতলি সম দেহা।
লোরে মিটাওল, পীন পয়োধর,
মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা ॥
বিঘটি মনোরথ, আন চলল হরি,
তাহে তুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত, সরসিজ মুকুলিত,

প্রেম-বৈচিত্র্য।

২২১।

কেদার।

শ্যাম কোরে, যতনে ধনী শুতলি,
মদন মদালসে (১) ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু কাঞ্চন মণি জোর॥
কোরহি শ্যাম, চমকি ধনী বোলত,
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ, তবহুঁ মঝু মেটব,
অমিঞা করব সিনান॥
সোমুখ মাধুরী, রঙ্গ (২) নেহারই,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস, পরশ যব পাওব,
তবহুঁ মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরী, দীর্ঘ নিশ্বাসহি,
মূরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই, শ্যাম পরবোধই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

২২২।

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জাননু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মূরছলি নাগর মূরছলি রাই।
বিরহে বিয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত পুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দ দাসক চিত সচকিত॥

২২৩।

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে, রঙ্গে যব বিলসই,
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।
কানু করি করি, রোয়ই সুন্দরী,
দারুণ বিরহ হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহন না যাই।
হেম আঁচরে রহুঁ ভরমিত যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥ধ্রু॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কতি লাগি।
কাতর হই, মহীতলে লোটই,
মদনে মদন রহুঁ জাগি॥
রাইক বিরহে, কানু ভেল চমকিত,
বয়ানে বাণী নাহি ফুরে।
প্রিয় সখী লেই, করে কর বাঁধই,
গোবিন্দদাস বহু দূর॥

২২৪।

বিহাগড়।

রসবতী বৈঠি রসিক বর পাশ।
রাই কহই ধনী বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পার হব হাম॥
নিকটই নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

২২৫।

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।

আঁচরে মুছায়ত নয়নক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥

অনুরাগ।

২২৬।

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানল মরমে॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান॥
সই এবে বলি কি রূপ দেখিনু।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিনু॥
সই এবে বলি কিরূপ সাজনি।
যাচিঞা যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥

২২৭।

টোড়ি।

মুঞি যদি বলি,　　পাশর কানু,
　মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার,　　মুখ নাহি দেখি,
　নিঝর ঝরয়ে নয়ান॥
শুন শুন শুন,　　পরাণের সই,
　কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন,　　ভেল পরাধীন,
মানের মানসে,　　পরাণ উছলে,
　ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ,　　কানুর বচন,
　কাণে সে মুরলী বাজে॥
যদি চলিতে না চাহ,　　কানুর পাশে,
　চরণ থির না বাঁধে।
গোবিন্দদাস কহ,　　কানুর লাগিয়া,
　ভালে সে পরাণ কাঁদে॥

২২৮।

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি　　সোঙরি পরশ মিঠি
　পুলক না তেজই (১) অঙ্গ।
মোহন (২) মুরলী রবে　শ্রুতি পরিপূরিত
　না শুনে আন পরসঙ্গ॥
　সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল (৩)
　না শুনে (৪) ধরম লব (৫) লেশ॥ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের　　সৌরভে উনমত
　বদনে (৬) না লয় আর নাম।
নব নব গুণ গণে　　বাঁধিল মঝু মনে
　ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে(৭) গুরুজন গরজনে(৮)
　কো জানে উপজয় (৯) হাস।
তহি এক মনোরথ যদি(১০) হয় অনরথ(১১)
　পুছত গোবিন্দদাস॥

২২৯।

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ,　　যছু নব গুণ গণ,
　শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।

১। লইতে সব। ২। মধুর—প, ক, ল। ৩। বাতল। ৪। না সহে। ৫। ভয়—প, ক, ত। ৬। শ্রবণে। ৭। গরজনে। ৮। গঞ্জনে। ৯। উপযব। ১০। জনি প, ক, ল। ১১। অনুরত—প, ক, ত।

দরশনে তাকর, এহেন লোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘিনি বাঢ়াওল
কানু সমাগম মাঝ ॥ ধ্রু ॥
যা সঙ্গে কেলি, কলারস লালসে,
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি, পরশে তনু পরবশ.
তবহি অচেতন ভেল ॥
হিয় ঘন সার, হার নাহি পহিরিনু,
যাক পরশ রস আশে (১)।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে,
কহতঁহি গোবিন্দদাসে ॥

২৩০।

কামদ।

নব নব গুণ গণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশ রসায়ন সঙ্গ ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার ॥ধ্রু॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি গরজন,
কুলবতী কুবচন ভাষ।
কৃত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মধুর মুরলী আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জালে আগোল ॥

২৩১।

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পর দুরমতি খর ধার।
পাপীয় পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে,
দোসর মদন গোঙার ॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহু না দূর নহ,
ইথে কি আছয়ে মণি মন্ত্র ॥ ধ্রু ॥
দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর,
কহত কিয়ে সমাধান ॥
বিছুরত মরমে, মরম মাহা পৈঠয়,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলনে মিলন, দুহুঁ ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

১৩২।

ধানশী।

পিরীতির রীত, কোন অবগাহক,
সহজেই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধস ধস অন্তর,
পঞ্জর জর জর হোই।
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি নিতি, চিতে মঝু উঠয়ে,
ভাবিতে বিয়াকুল দেহা ॥ ধ্রু ॥
পরশ হোই, যো ধনী জীয়য়ে,
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহুঁ লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল, কহত হিয়া ভোলত,
কো কহ জনি পরবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভোলনু,
তাহে ভেল এত পরমাদে ॥

১। "হারং না রোপিতং যস্য বিরহ ভীতিনা"—মহানাটক।

বাসকসজ্জা।

২৩৩।

কামদ।

সাজল কুসুমে, সেজ পুন সাজই,
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুর (১), কর্পূর পুন বাসই,
ভৈগেল মদন ভরাতি॥
আজু ধনী (২) সাজল বাসক শেজ।
মনমথ লাখ, মনোরথে বারল (৩),
অঙ্গে অঙ্গ (৪) নাহি তেজ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন অভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তায়।
সচকিত নয়নে (৫), চমকি ক্ষণে উঠই,
হেরই নিজ তনু ছায়॥
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী,
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস, কহই অব না শুনিয়ে,
সঙ্কেত মুরলী নিশান।

২৩৪।

ধানশী।

বাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বুল,
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ, সমীপে উপাহারই (৬),
বিরচই চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যাই আনন্দ।
ঋতু পতি রাতি, অবহুঁ নব নাগর,
মিলব শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমক মৌলি, রসালক পরিমলে,
ভ্রমর ভ্রমরী রহুঁ ভোর।
মদন মনোরথে, সগরিহুঁ (৭) যামিনী,
সুখে বঞ্চব হরি কোর॥
বিহি পায়ে লাগি, মাগি হিয়ে(৮)একবর,
চেতন রহুঁ মঝুদেহ।
গোবিন্দদাস, কহই হরি পরশহি,
সো পুন রহত সন্দেহ॥

২৩৫।

ধানশী।

উজোর রাতি, শেজ নব কিশলয়,
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে, আজি পহুঁ (৯) ভেটব,
যৈছন মরম হামারি॥
শুন সজনি কি ফল বেশ বনানি।
কানু পরশ মণি, পরশ ধারণ,
আভরণ সৌতিনী মানি॥ ধ্রু॥
দুহুঁ মণি কুণ্ডল, দুহুঁ মণি কঙ্কণ,
দুহুঁ নূপুর ইহ রাখি॥ (১০)
মৃগমদ সিন্দুর, লোচন কাজর,
পদ যাবক রতি সাখি॥
সো তনু পরশে, পুলকে জনী(১১)বাধিত,(১২)
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি ধনি,
কান মরম তহি জান॥

১। কর্পূর। ২। রাই। ৩। ধারই। ৪। অনঙ্গ। ৫। চকিত বিলোকনে—হ.

৭। ভুঞ্জিব সব
৮। নিব—প, ক, ত।
৯। হরি। ১০। দুহুঁ কুণ্ডল কঙ্কণ কিঙ্কিণী দুহুঁ দুহুঁ নপুর রাখি। ১১। তনু।

দূতী-প্রেরণ।

২৩৬।

কেদার।

উজর শশধর, দীপক জারল,
অলিকুল ঘাঘর লোর।
হানইতে হরিণী, নয়ন দরশায়ল,
ওহি ওহি পিক বোল॥
মাধব মনমথ (১) ফিরত আহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুলশরে জর জর,
পন্থ নেহারই তেরা॥ ধ্রু॥
তুহুঁ অতি মন্থর, গমন দুরন্তর (২)
মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির, করত নিরন্তর,
নিমিখে মানই যুগ কোটি॥
আশাপাশ, গলে লেই বৈঠল,
প্রেম কলপতরু মূলে।
কিয়ে অমিয়া, কিয়ে ধরব গরল ফল,
দাস গোবিন্দ কহ ফুরে॥

২৩৭।

বিহাগড়া।

হরিণী নয়নী, তেজি নিজ মন্দির,
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ, উদয় (৩) ভেল দারুণ,
পসারল কিরণ দামা॥
মাধব তোহে কি বলব আন।
বিষম কুসুমশরে, পাজর জরজর,
ধনী জনি তেজই পরাণ॥ ধ্রু॥
মোতিম হার, ভার হিয়ে জারই,
কর কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক। (৪)
সহচরী কোরে, ভোরে তনু মোরই,
লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥
কালিন্দীকূল, কদম্ব কানন,
নামে নয়নে ঝরু বারি।
তুয়া বিনু মাধব, একলি নিকুঞ্জে,
কৈছে রহব বরনারী॥
কিশলয় শয়নে, থির নাহি বান্ধই,
চন্দন পবনে মূরছাই।
গোবিন্দদাস, কহই হরি অভিসর,
যতিখন জীবই রাই॥

২৩৮।

গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি, বিরহ জরে জাগরি,
দূরী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি, মোরে পাঠাওলি,
অতএ আয়নু তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব, কর জোড়ি,
কহলো (৫) মো তোয়।
মনমথ রঙ্গ, তরঙ্গিত লোচন,
তুহুঁ না হেরবি মোয়॥ ধ্রু॥
দূরে কর লালস, আনহি আলস,
চাতুরী বচন বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন, তোহে নিরমঞ্ছব (৬)
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি, কোর পর শুতিয়ে,
সো যদি (৭) করু বিপরীতে।
পিরীতিক রীত (৮) ঐছে তব মিটব,
গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥

২৩৯।

ধানশী।

পন্থ নেহারি, বারি ঝরু লোচনে,
অধর নীরস ঘনশ্বাস।

১। মনোরথ। ২। চলবি নিরন্তর।
৩। বেয়াধ—প, ক, ল।

৫। কহোছ।
৬। নিরমঞ্ছব। ৭। অব।

করতলে বদন, সঘনে অবলম্বই,
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ (১)
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী, জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥ ধ্রু ॥
হরি হরি বলি, ধরণী ধরি উঠই (২)
বোলত (৩) গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম ভরে (৪)
বিহি সঞে মাগই পাখ ॥
লাখ আশোয়াসে, লখই না পারিয়ে,
রহত কি নাহি নিশ্বাস।
তোহারি নাম গুণে, পুনতনু পুলকই,
কহই গোবিন্দদাস ॥ (৫)

২৪০।

ধানশী।

মাধব কি কহব সো বর-নারী।
গুরুজন নয়ন, নয়নে রহে সুন্দরী,
নব যৌবন মুদি ভারি ॥ধ্রু॥
দিবসক মাঝে, বাহির না হোয়ত,
দিনকর কিরণ তরাসে।
ননীক পুতলি তনু, আতপে মিলায়,
জনু মিলব দুকুল পীতবাসে ॥

এতহি বচন, শুনল যব মাধব,
চলল কুঞ্জ কুটীর।
গর গর অন্তর, বচন নাহি আয়ত,
ঝর ঝর নয়নক নীর ॥
সহচরী গোরী, করে ধরি মাধব,
মারত আনন চন্দ।
দারুণ মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥

২৪১।

ললিত।

উত্তর না পাই, যাই সখী কুঞ্জহি,
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ, কহিতে ভেল গদ গদ,
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশিপতি কাঁতি, মলিন অব হেরিয়ে,
টুটল সব পরসঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এত শুনি রাই, পাই মনোদুখ,
চললিহ অব নিজ গেহ।
রজনী উজার, নহে পন্থ পর,
মিলল ঝামর দেহ ॥
দূর সঞে নাগর, রাই বদন হেরি,
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ, অহে নন্দ নন্দন,
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত ॥

২৪২।

সুহই।

তোহারি সংবাদে, জাগি সব যামিনী,
গোরী।
স্বামীক শয়ন, সীম সনে আওল,
গুরু দুরজন দিঠি চোরি ॥
মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ।

১। হুতাশ।
২। রোয়ই। ৩। রোধল।
৪। করি—প, ক, ল।
৫। কি করব ঘন চন্দন লেপনে
কিশলয় ধরণী শয়ান।
আন ব্যাধি আন পর ঔষধ
গোবিন্দদাস নাহি মান ॥—হ,লি,পু,।
কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপনে
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পরে ঔখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান—প,ক,ত।

কালিন্দী কূল, কুঞ্জে কুল-কামিনী,
ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥
একলি সঙ্কেত, নিকেতনে বৈঠলি,
করতলে মুখশশী লই।
তোহে বিনু ক্ষণহি, জনু মানত যুগশত,
ঐছন সময় গোই॥
হিয়া অভিলাষ, হাস ক্ষণে রোয়ই,
ক্ষণহি ক্ষণহি মূরছান।
তুয়া রস পরশ, আশে অব জীয়ই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

বিপ্রলব্ধা।

২৪৩।

গান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম গন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি কর দ্বন্দ্ব।
আপন মনেহি মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যা কর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দ দাস॥

২৪৪।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ শত শত
কত কত (১) বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে করনু অভিসার॥
সজনি কি ফল (২) পাপ পরাণ।
যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥ ধ্রু॥
যতএ (৩) মনোরথ সব (৪) ভেল অনরথ (৫)
কানু পিরীতি অভিলাষে।
কোন কলাবতী বাঁন্ধল প্রাণ পতি
বাহু (৬) ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারম
মন্দিরে গুরুজন গারি (৭)।
গোবিন্দ দাস কহে এছুহু (৮) সংশয়
নিরসল (৯) রসিক মুরারি॥

২৪৫।

কামদ।

কানুক সঙ্কেতে (১০) বেশ বনি আয়নু (১১)
সঙ্কেত (১২) কেলি নিকুঞ্জে।
মাধবী পরিমলে ভরি তনু জারই
কুহরই (১৩) মধুকর পুঞ্জে॥
অবহু না মিলল দারুণ কান (১৪)।
নিলজ চিত (১৫) পিরীতি অনুরোধ
ইথে নাহি যাত (১৬) পরাণ॥ধ্রু॥

১। আর কত। ২। ভেল—প, ক, ত।

৩। অতএ। ৪। তত—প, ক, ল।
৫। অনুরত—প, ক, ত। ৬। না জানিয়ে কোন কলাবতী বাঁধল ভাঙ—প, ক, ল।
৭। বৈরি—হ, লি, পু। ৮। কহয়ে তুহুঁ—প, ক, ত। ৯। নিরমল—প, ক, ত। নিরসয়ে—হ, লি, পু। ১০। সন্দেশে—প, ক, ত। ১১। বেশ বনায়নু।
১২। আয়নু।
১৩। ফুকারই—প, ক, ল।
১৪। শুন সজনি আজু না মিলল দারুণ কান—গী, চি, ম। সহচরী মোহে না মিলল কান—প, ক, ল।
১৫। রীতি।
১৬। কি ফল চলবহি গেহ—গী, চি, ম।

কানুক বচন, অমিঞা রস সেচনে,
বেচনু তনু মন জাতি।
নিজ কুল দূষণ (১) ভূষণ করি মানলু
তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর কিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ (২)॥
গোবিন্দদাস কহে যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ (৩)॥

২৪৬।

কামদ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি।
গুরুজন নয়ন পহরি করি (৪) বাঁচি॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম শর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হাহা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় নাগি।
টুটতে রজনী বাঢ়ত অনুরাগী॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল ভৈ রাতি (৫)॥

২৪৭।

গান্ধার।

দেখ সখি অষ্টমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশদিশ অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদনি উগি গেল॥
অব হরি না মিল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়নু বেশ।
বিঘটন কানুক সন্দেশ॥
কাহুকে লহ (৬) ইহ গারি।
ধনী জনি হোয়ে কুল নারী॥
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহুঁ মিলায়ব (৭) কান॥

২৪৮।

সুহই।

কপটক কন্দ, সো যদু নন্দন,
হামারি গুপত রতি কান্ত।
অবইতে যামিনী, কো গজ গামিনী,
আগে আগোরল পন্থ॥
সজনি কাহে বনায়নু বেশ।
কুসুমক শেজি, সাজি নিশি জাগরি,
অরুণ উদয় অবশেষ॥ধ্রু॥
কত কত মরমে, বেয়াধি সমাধব,
ধরণী শয়নে করি সেবা।
চঢ়ল মনোরথ, ঐছে নাহি ছোড়ত,
নিকরুণ মনোরথ দেবা॥
ফুল শরে (৮) জীবন, রহব কি যায়ব,
পড়ি, রহুঁ প্রেমকি পঙ্ক।
গোবিন্দদাস কহে কানুক পিরীতি নহে,
কেবল যুবতী-কলঙ্ক॥

১। অতএ সে বৃহৎ—গী, চি, ম।
২। শীল—প, ক, ল।
৩। শুন শুন সুন্দরি কনুক ঐছন লেহ। প, ক, ত। যাই সতি আনউ—হ, লি পু। কানুকি তেজব নব লেহ।—গী, চি, ম। ৪। কত।
৫। দীঘরমাঙ্খি—হ, লি, প।

৬। কলহ—গী, চি, ম।
৭। না মিলিল—প, ক, ত।
৮। কুল সঞে—প, ক, ত।

খণ্ডিতা।

২৪৯।

গান্ধার।

কহ মাধব কোন কলাবতী সোই।
প্রেম হেম গহি আপন রঙ্গ দেই,
এহেন সাজাওলি তোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়নক অঞ্জনে, অধর ভেল রঞ্জিত,
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দূর বিন্দু, চন্দন ইন্দু ঝাপল,
উর পর যাবক রাগ ॥
মদন সোণার, ভোরি রূপ লালসে,
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারি, তোহে অবহুঁ পরশব,
হেরি তুয়া ঝামর দেহ ॥
অব রস-লালস, কিয়ে দরশায়সি,
নিলজ লোহ মৈলান।
গোবিন্দ দাস, কহ আপন পরশ দেহ,
হেম ধরব নিজ বাণ ॥

২৫০।

গান্ধার।

আদরে বাদর, করি কত বরিখসি,
বচন অমিঞা রস ধারা।
যো রস সাগরে, ডুবি মরত জনু (১),
পুণ ফলে পায়নু পারা ॥
মাধব বুঝলম তুয়া অবগাই।
নাগরী লাখ, ভরল তুয়া অন্তর,
কো পরবেশব তাই ॥ ধ্রু ॥
কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত,
সঙ্গীত মনোরথ (২) ফাঁদে।
তুহুঁ নাগর গুরু, মোহে পরাওলি (৩),
কপট প্রেমময় ফাঁধে ॥
দূর কর লালস, রসিক রসেশ্বর,
ব্রজ রমণীগণ দেবা।
গোবিন্দ দাস, কতহুঁ গুণ গায়ব,
তোহারি (৪) চরণে মঝু (৫) সেবা ॥

২৫১।

বিভাস।

ডগমগ অরুণ, উজাগর লোচন,
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতিরণ রমণী, পরাভব মানই,
দেওল রতি জয় লেখা ॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতিরস, ও সুখ সম্পদ,
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥
রতি রসে অলস, অবশ দিঠি মন্থর,
নিরবধি নিদঁক সেবা।
কোন কলাবতী, করি অতি আরতি,
পূজল মনমথ দেবা ॥
বচন রচন করি, কিয়ে পরবোধসি,
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দ দাস কহ, পরশ তুল নহু,
পরশনে রস নাহি হোই ॥

২৫২।

বিভাস।

আকুল চিকুর, চূড়োপরি (৬) চন্দ্রক,
ভালহি সিন্দূর দহনা।
চন্দন চন্দ মাঝহি (৭), লাগল মৃগমদ,
তাহে বেকত তিন নয়না ॥

১। পুন। ২। মনমথ।

৩। চড়াওলি। ৪। তুয়া।
৫। রহু—গী, চি, ম। ৬। চূড়শিখী।
৭ মাহা।

মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর (১) পুণ ফলে, প্রাতরে ভেটনু,
দূরহি দূরে রহুঁ সেবা ॥ধ্রু॥
চন্দন রেণু, ধূসর ভেল সব তনু,
সোই ভষম সম ভেল।
তোহারি দরশনে মঝু মনে মনসিজ (২)
মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
তবহু (৩) বসন ধর (৪), কাঁহে দিগম্বর,
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ পর অম্বর,
গণইতে লেখি না দেখি ॥

২৫৩।

কামদ বা সুহই।

সহজেই গোরী, রোখে তিন লোচন,
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয় পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে,
শৈলসুতা করি চিন ॥
সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।
তে মুঞি শঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর,
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ ॥ধ্রু॥
কালীয় কুটিল যুগ, ভাঙ ভুজঙ্গম (৫)
সম্বরু তাকর দন্ত।
পশুপতি দোখে, রোখ নাহি সমুঝিয়ে (৬)
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভব, তুঁহুঁ জীয়ায়বি,
ঈষত হাস (৭) বর দানে।
তুয়া পয়সাদে, বাদ সব খণ্ডয়ে,
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

২৫৪।

ভূপালী।

রজনি গোঙায়লি রতি সুখ সাধে।
বিহানেতে জ্বলি তাহে কোন অপরাধে ॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব ॥
কি কহব যো সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ ॥
ভাগলি সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চল মুখে আঁচল গোই ॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ ॥
গোবিন্দ দাস চললি আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥

২৫৫।

সুহই।

যামিনী জাগি, অলস দিঠি পঙ্কজে,
কামিনী অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ, অধরে ভেল কাজর,
ভালোপরি অলতক দাগ ॥
মাধব দূরে কর কপট সুলেহ।
হাতক কঙ্কণ, কিয়ে দরপণ হেরি,
চল তুহুঁ তাকর গেহ ॥ ধ্রু।
সো স্মর সমরে, সুধীর কলাবতী,
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে, হানি উর অন্তর,
প্রেম রতন হরি নেল ॥
প্রেমধন বিহীন পুরুগে অব কো ধনী
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সখি এক তুয়া হিয়ে
ভোমর গোবিন্দ দাস ॥

১। যাবিত। ২। মন-মথ। ৩। অবহু। ৪। পর—প, ক, ল। ৫। বিভঙ্গিম—হ. লি, পু। ৬। মানত—প, ক, ল।
৭। ঈষত ইঙ্গিত—হ, লি, পু।

২৫৬।

বিভাস।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একলি পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গৌরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতএ চলহুঁ নিজ বাস।
কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥

২৫৭।

বিভাস; কন্দর্প তাল।

কাহা নখ চিহ্ন, চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি,
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে, মরমে কিয়ে গঞ্জসি,
ঘন মৃগমদরস এহ॥
ভাবিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি, বৈরি সম মানসি,
উরপর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু, ইন্দুমুখি নিন্দসি,
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে, জাগি সব যামিনী,
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি, মোহে পরিবাদসি,

২৫৮।

বিভাস।

জানহু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি, রজনি গোঙায়লি,
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতিরণ পণ্ডিত, বেশ অখণ্ডিত,
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতএ অনুমানিয়ে, বেকত উজাগরি,
বিঘটন ভামিনী সঙ্গ॥
অতি অনুরূপ গতি, ইহ বচন সতি,
আজু দেখিনু পরতেক।
যো পরবঞ্চক, বিহি তারে বঞ্চউ,
দুরজন দেখি না দেখ॥
তুহুঁ রস সাগর, বিদগধ নাগর,
হাম মুগধী কুল নারী।
গোবিন্দদাস, কহই অব হরিসঞে,
অনুনয় বুঝই না পারি॥

দুর্জ্জয় মান।

২৫৯।

কামদ।

মাধব অপরূপ পেখনু রামা।
মানিনী মানে, অবনিপর লেখই,
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥ধ্রু॥
শুনইতে বিদগধ, নাগর শেখর,
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব দৈবে, রজনী হাম বঞ্চল,
তবহি হৃদয়ে মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে শুন শুন সহচরী
ত্বরিত গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি

শপতি বচনে সোই কছু নাহি বোলল
আওল মানিনী পাশ।
হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২৬০।

সুহই।

চাঁদবদনী তুহু রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরণিতে॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥

২৬১।

কামদ।

গুরুজন বচন, শ্রবণে তুহুঁ ধারলি,
কোপেহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনু শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান!
দারুণ শপথি, করিয়ে তুয়া গোচর
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু॥
কুচযুগ কনক, মহেশ সম জানিয়ে,
তাপর ধরি হাম পানি।
নহে জানি ধরম ঘটহুঁ করি পরিখই
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ আনল অন্তর মাহা জলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরী।
আনলে হেম, সাহসে উঠায়ব,
সাঁচি জানব তব মোরি॥
তোহারি লোমাবলী, কাল ভুজঙ্গিনী,
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দদাস ভণি, পরশ করহ ফণী,
নহে জনি ডুবহ পানী॥

২৬২।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ডরহি ডর কাতর,
মঝু মানস ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়া হার, তটিনী তট কুচ ঘটে,
উছলি পড়িল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি দূর কর কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীনে, ভরসি অব ডারসি,
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেহ ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
নাভি রোমাবলি, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত, কত কহি মনমথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল যব সংশয়,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

২৬৩।

ধানশী।

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব,
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ, ধরি রহুঁ মাধব,
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভাল জানত,
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥ ধ্রু॥

তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি,
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব,
তেজব পাপ (১). পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি, কানু যব করলহি,
তব নাই হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই রোই (২) চলুবর কান॥

২৬৪।

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মূরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরি না বাঁধিহুঁ থেহ॥
এধনি বিছুরলি সোদিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনী হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুলপর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিঁধয়ে মদন বাণ তঁহি লাখ লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥

২৬৫।

ভূপালী।

তুঁহুঁ রহুঁ সুন্দরি বাসক গেহ।
যো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শুতল সুখময় পরিযঙ্ক।
যো তরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ ফলে মিলয়ে রসময় কান॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এহেন বর নাহ (৩)॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধল কান॥
গোবিন্দদাস তব দেখত সাঁচ।
কাকর অঙ্গণে কো পুন নাচ॥

২৬৬।

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ ঘোরি।
বুঝল সো খল জন বচন বিভোরি॥
বিফল মানিনী মান বাড়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥
বিচারিতে দোষ লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই॥
অভিসরু ইথে যদি করু বড় আই।
গোবিন্দদাস বচন, হিয়ে নাই॥

২৬৭।

শ্রীরাগ।

পদুমিনী পুন পরবোধহুঁ তোয়।
পীতাম্বর পদ- পঙ্কজ পরিহরি,
কামিনী কাতরে রোয়॥ধ্রু॥
পুছই পহিলে, পাণি উলটায়সি,
পরিজন পর করি মানি।
প্রিয় পরিবাদ, পরশি পরিহারসি,
পূরে পাইনু পাঁচ বাণ॥

১। আপন—প, ক, ত।
(২) রাই চলত—প, ক, ত।

৩। ব্রজের কোন স্থানে (এমন সময়) এরূপ পুরুষ পাওয়া যাইবে? এই পদটী এবং ইহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি পদ একরূপ স্বতন্ত্র পদ্ধতির ও কিছু অস্পষ্ট।

পিরীতিক পাঁতি, পাঠে পরিহাসসি,
পহুঁ পরিপাতি নাহি মান।
পাহুঁন পুতলি, পরখি পয়ে পেখনু,
পর পীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক, প্রেম পরিরম্ভণ,
পুণবতী পাবই কোই।
প্রাণ পেয়ারী, পরি পহুল,
গোবিন্দদাস কহ তোই॥

২৬৮।

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পুণমিক চাঁদ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীর্ঘ বিশ্বাস॥
রাই হে তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ ভুজঙ্গিম রহ আগোর।
জগতে বিদিত দাসকো দোষ।
কি ফল তাহে এতহুঁ রোষ॥
বচন অমিয় বিনে যে নাহি জীয়ে।
মান কুলিশ দরশায়সি কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এজন করয়ে মান অভিলাষ॥

২৬৯।

শ্রীরাগ।

মুঞি জান হরি, রাইক পরিহরি,
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ বাদে, কোই পরিবাদব,
তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরি নাগরী (১) নাহ সুজান।
কুণ্ডল পিচ্ছে (২), চরণ নিরমঞ্চল,
অব কিয়ে (৩) সাধসি মান॥ ধ্রু॥
যাকর মুরলী, আলাপনে কত কত,
কুল রমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভরে, বচন না নিকসই(৪)
অতএ কি মানসি থোর॥
প্রেমক দহন, প্রেম পয়ে শীতল,
আন হোয়ত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই (৫),
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

২৭০।

বরাড়ী।

সখীগণ বচন, না শুনল মানিনী,
রোখে চলত নিজ বাস।
সো বর নাগর, কাতর অন্তর,
ছোড়ল তছু আশোয়াস॥
হরি হরি সবহুঁ আন মত ভেল।
মনমথ অমিঞা, সিনায়ব সহচরী,
কষায় দহন দহি গেল॥ ধ্রু॥
কাতরে কুঞ্জ, তেজি সব কলাবতী,
মন্দিরে করল পয়ান।
পন্থ বিপন্থ কছু, লখই না পারিয়ে,
মানিনী মলিন বয়ান॥
তাপিনী তপত, তৈল জনু জারিত,
বৈঠল মন্দিরে যাই।
জাগিয়া রজনী, পোহায়ল সহচরী,
গোবিন্দ দাস আশ অবসাই॥

২। পিঞ্ছে।
৩। অবহুঁ কি।
৪। কহতহি।
৫। চন্দন চন্দ্র চান্দনি তনু তাপই—

২৭১।

তিরতা ধানশী।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর,
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে, পথ লখই না পারই,
পীতবাসে মুছই বয়ান ॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন রসবতী কতি লাগি নিরশল
কাহে করল মোহে মান ॥ ধ্রু ॥
মোহে উপেখি, রাই কৈছে জীয়ব,
সো দুখ করি মান।
রসবতী হৃদয়, বিরহ জ্বরে জারব,
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাই সম্বাদ, সুধারস সিঞ্চনে,
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব, যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোর ॥

২৭২।

দেশকার।

রাইক সংবাদ, কো আনি দেয়ব,
এমন ব্যথিত কেহ নাই।
মান ভরম ভরে, হাম চলি আয়নু,
প্রাণ রহল তছু ঠাঁই ॥
রাই আপন বিপদ নাহি মানি।
হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব
ধনী জানি তেজয়ে পরাণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন গঞ্জন, অঞ্জন লেওল,
নিজ পতি বিবিধ বিধানে।
হামারি কারণে ধনী, এত দুখ সহতহি,
তবে করল তু মানে ॥
রাইক গুণ গান, সোঙরি সোঙরি পুন,
তেজব পাপ পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহে, ধৈরজ ধর চিতে,
রাই সনে মিলব কান ॥

২৭৩।

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ধ্রু ॥
কি রসে ভুলায়লি, ও নব নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহই যব পন্থিক,
শুনইতে আকুল কান ॥
পুরুখ বধের হেতু, তুহুঁ অভিমানলি,
কোন শিখাওল রীত।
লেহ বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস কহ নীত ॥

২৭৪।

শ্রীগান্ধার।

তেজল তুয়া, সঞে অঙ্গ সঙ্গহি,
শয়নে স্বপনেহি ভোর।
চমকি উঠি ঘন, কাঁপি মুরছল,
আধ নাম লেই তোর ॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে, তোহে বোধলি,
অবহুঁ ঐছে বিরাগ ॥ ধ্রু ॥
সো তনু সুন্দর, ধূলি ধুসর,
সো মুখ নীরসল ভেল।
সো দুহুঁ লোচনে, নীর নিকশই,
এ দুখ কোন্হি দেল ॥
হরি হরি কি রীতি, নহি বিরহে জীবতি,
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী, ভেলি দুবরী,
এবড়ি সংশয় মান ॥

দেহ তেজবি, তাহে পেখবি,
তেজবি ও নব লেহ।
অধত উনমত, অতএ না মানত,
দাস গোবিন্দ থেহ॥

২৭৫।

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময়, শয়ন তেজল,
নিন্দই চন্দন চন্দ্র।
শুতল ভূতলে, ফুয়ল কুন্তল,
কাম চামর বন্ধ॥
তেজহ দারুণ, মান মানিনি,
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মরকত, মূরতি মানই,
কাঁচা কাঞ্চন গোরী॥
নীল উতপল দাম, শ্যামর ধাম,
ঝামর দেহ।
কুসুম শর জর, বরিখে ঝর ঝর,
নয়নে শাঙন মেহ॥
বিরহ মোচন, এ তুয়া লোচন,
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি, বচন মানহ,
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

২৭৬।

বিহাগড়া বা শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুনি, মনহি গণি গণি,
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন পঞ্জরে (১), কুঞ্জে রোয়ই,
তোহারি রসিক (২) লাগি॥
কি ফল মানিনী, মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।

তহুঁ সে জলধর, অঙ্গে শোভিত (৩)
যৈছন (৪) দামিনী গোরী॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ,
পঙ্ক পঙ্কজ পাত।
শপনে ছটফল, লুটই মহীতলে (৫)
তোবিনু দহই গাত॥
জানত পুন পুন, সোপিয়া পরথর (৬)
সোই পূজে (৭) পাঁচবাণ।
রায় চম্পতি, ও রস গাহক,
দাস গোবিন্দ ভাণ (৮)॥

২৭৭।

ধানশী

নবীন নলিনী দল, জিনি তনু কোমল,
আগর লেপই অঙ্গে।
চমকি চমকি হরি, উঠই কতবেরি,
হা হুত মদন তরঙ্গে॥
সুন্দরি তুহুঁ বড় হৃদয় পাষাণ।
তুয়া গুণ অন্তরে, মনহি নিরন্তর,
জপইতে আকুল কান॥ ধ্রু॥
বৈঠল তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়নে গলই ঘন লোর।
রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি,
চম্পকদলে দেই কোর॥
দূতীক বচন শুনি, রমণী শিরোমণি
বচনামৃত করু পান।
গোবিন্দ দাস কহে তুরিত চল সুন্দরি
কানু ভেল বড়ই নিদান॥

১। [illegible] ২। [illegible]

৩। শোহকি।
৪। তুলহ।
৫। ভূতলে।
৬। পরিথসি।
৭। পূজই পহুঁ।
৮। [illegible]

২৭৮।

শ্রীরাগ।

কামিনি কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল,কমলিনী(১)কোণে (২)
কঠিন করু (৩) তোয়॥ ধ্রু॥
কালিন্দী কূল, কদম্ব কানন,
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে।
কাম কলহ করি, কপটে কলাবতী,
কানক করহ (৪) অথিরে॥
পরশিতে কান্ত, কবরী কুচ কঞ্চুক,
কর কিশলয় (৫) কর বারি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী
কিয়ে কিয়ে নাকর (৬) হামারি॥
করইতে কোরে, কাঁপি করু কাকলি (৭)
কোকিল কূজিত ভাষে।
কলি কুঞ্জ (৮) বনে কৈতবে কি কহল
কহত না (৯) গোবিন্দদাসে॥

২৭৯।

কামদ।

কানু উপেখি রাই, মহীতলে লেখই,
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী, বেশ ধরি সোহরি,
আওল সহচরী সাত॥
শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে।
টীট কানাই, কত ভঙ্গী জানত,
কো করু কত অবধানে॥ ধ্রু॥
শ্যামরী হেরি, সখীক রাই পুছত,
সো কহ ব্রজ নব রামা।
তুয়া সখী হোত যতনে চলি আওত,
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে, পরশে ধনী জানল,
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দদাস॥

২৮০।

কামদ।

গোরখ জাগাই, শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে,
জটিলা ভীখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত,
বুঝল ভীখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব, কাঁহা তহুঁ মাগত,
যোগী কহত বুঝই।
তেরে বধূ হাত, ভীখ হাম লেয়ব,
তুঁরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা, ভীখ লেই যব,
যোগী বরত না হোয় নাশ।
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত,
ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগীবর, পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে।
বহুত যতন করি, রতন থারি ভরি,
ভীখ দেহ তছু ঠানে॥
শুনি ধনি রাই, আই করি উঠল,
যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলী কহত, যোগি নহ আনমত,
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূম চুর্ণ, পূর্ণ থারি পর,
কনক কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ে রাই, লেহ কহি ফুকারই,
তাহে হেরি থর থরি জীউ॥
যোগী কহত হাম, ভীখ নাহি লেয়ব,
তুয়া মুখ বচন এক চাই।

---

(১) কামিনী। (২) কোরে। (৩) কহ। (৪) কো জানে করব। (৫) করসি শয়ন। (৬) করুণ। (৭) করয়ে কেলি। (৮) কুন্দ। (৯) কহতই—হ, লি, পু।

নন্দ নন্দন পর, যো অভিমানসি,
মাপ করহ ঘরে যাই।
শুনি ধনী রাই, চীরে মুখ ঝাপল,
ভেকধারী নট রাজ।
গোবিন্দ দাস কহ, নটবর শেখর,
সাধি চলত নিজ কাজ॥

অহেতু মান।

২৮১।

সুন্দরি জানহু তুয়া তুর ভাণ।
হরি নিজ মুকুরে, হেরি নিজ ছাহকি,
তাহে সৌতিনী কারি মান॥ ধ্রু॥
কানন কুঞ্জ কুসুম শরে জর জর,
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলল পুন, তোরে কমল মুখী,
রোখে চলল মুখ মোরি॥
কত কত মুগধ যেইছে ভেল বঞ্চিত,
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতী তোহে মুঞি মানায়ত,
কি কহব তোহার সোহাগি॥
তো বিনে শুতল, শীতল ভূতলে,
দুরন্তর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর পরশ, সরস বিনি ঝোরত,
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

২৮২।

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কাণে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
হরি হিয় অধিকি উজোরে।
জনি মণিময়ত মুকুরে॥
কানু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহু করু আনে।
সবহু হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নহে উপেখি॥
দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

২৮৩।

তিরোতা-ভুপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে করল দুহু মান॥
দুহু অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ।
দুহু দুহু বৃন্দাবন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহু ক বিলাস॥
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ অতিবাম।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥
ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোল॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥

২৮৪।

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান, দহনে তনু দহি দহি,
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ ধ্রু॥
উহ সুপুরুখ বর, বিদগধ শেখর,
এ অবিচল কুল বালা।
বিহি যো না জানল, মদন ঘটায়ল,
জনু জলধরে বিধু মালা॥
চাঁদ উদয়ে কি, কুমুদিনী মুদিত,
চাঁদনি বিমুখ চকোর।

ঐছন যামিনী, এতহুঁ না পেখিয়ে,
কিয়ে বিধি মতি ভোর ॥
তুহুঁ তনু পরশ, ক্ষণে পরশ নহি,
জলধরে দামিনী মালা।
ঐছন কামিনী, সো পুরুখবর,
দুহুঁক দুলহ নব বালা ॥
সহচরী বচন, শুনিয়া দুহুঁ হরষিত,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুহুঁক অনুভব, পূরল মনোরথ,
গোবিন্দ দাস পরকাশ ॥

২৮৫।

সুহই।

কোরে রহিতে দুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব দুহুঁ দুহুঁ মনঝুর ॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেল অগেয়ান ॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান ॥
শ্যাম কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত ॥
কমল নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহারি কমল দিঠি নিঝরই ঝরই ॥
সো তনু ছটফট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে ॥
অরুণ নয়নে বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস ॥

২৮৬।

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয় দুখ, শুনি শশীমুখী,

অমল কুবলয়, নয়ন যুগলহি,
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বেশায়ল সবহুঁ বিছুরল,
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুল ভয়, নাহি গৌরব,
মনহি জাগল কান ॥
পীন পয়োধর, জঘন গুরুতর,
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর, পন্থ দূরতর,
বিহিক বিচরণ নিন্দ ॥
গড়ল মনোরথে, চড়ল সুন্দরী,
বিঘিনি বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী, কুঞ্জ ধামিনী,
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

কলহান্তরিতা।

২৮৭।

সুহই।

আকুল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু,
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সহ,
অহনিশি জলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই,
সো তাপিনী জগ মাহ ॥ ধ্রু ॥
যো হাম মান, বহুত করি মাননু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ, শরে ভেল জরজর,
তাকর দরশন দেখি ॥
ধৈরয লাজ, মন সঞে ভাগল,
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস, কহই সতী ভামিনী,

২৮৮।

সুহই।

কুলবতী হোই, নয়ানে জানি হেরই,
হেরত পুন জানি কান।
কানু হেরি জনু, প্রেম বাঢ়ায়ই,
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতএ মানিয়ে নিজ দোষ।
মান দগধ জীউ, অব নাহি নিকশয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ॥ ধ্রু॥
যো মঝু চরণ (১) পরশ রস লালসে
লাখ মিনতি মোহে কেল।
তাকর দরশন, বিনি তনু জরজর,
পরশ পরেশ সম ভেল॥
সহচরী মোহে, লাখ সমুঝায়ল,
তাহে না রোপণু কান।
গোবিন্দদাস, সরস বচনামৃতে (২)
পুন বাহুড়ায়ব কাণ॥

২৮৯।

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু, মুরলীরব মাধুরী,
শ্রবণে নিবারিনু তোর (৩)।
হেরইতে রূপ, নয়ান যুগ ঝাঁপনু
তব মোহে রোখলি ভোর (৪)॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তাসঞে, লেহ বাঢ়ায়লি,
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহরূপ লাবনি
জীবইতে ভেল সন্দেহা (৫)॥

যো তুহুঁ হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি,
শ্যামজলদ রস আশে।
সো অব (৬) নয়ন নীরে, ঘন (৭) সিঞ্চহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

২৯০।

সুহই।

চরণে ধরি (৮) হরি, হার পিধায়ল,
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরিনু, দূরেহি ডারনু,
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মোরে দুরমতি (৯) ভেল।
দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব,
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল,
হাম নাহি পালটি নেহার।
হাতক লছিমী, চরণ পরে ডারনু,
আর কি করব পরকার॥
সো বহু বল্লভ, সহজেই দুর্লভ,
দরশন লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব,
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

২৯১।

ধানশী।

কহল মো খল জনে দেখিনু কান (১০)।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চল বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥

১। সরস। ২। কহয়ে ধনি থির রহ। ৩। তোরি। ৪। গোরী। ৫। হৃদয়ে না বাঁধল থেহা—হ, লি, পু।

৬। নিজ। ৭। পুন—হ, লি, পু।
৮। লাগি। ৯। সখিহে বিহি মোরে বিপরীত—প, ক, ল।
১০। কমল মথন জল দেখিল কান।

সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে মন (১) মাহা রোই॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানমু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন কুমন্ত্রে অধর (২) ভেল সোই।
চললিহ দংশি নথই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগ দমন রস পান।
গোবিন্দদাস মুনি মন্ত্র ন জান॥

২৯২।

ধানশী।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি (৩) সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো মুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোক কি কূপে।
মুরছিত (৪) জনকে ঘাত (৫) নহে সমুচিত
জগ (৬) জনে কহব বিরূপে (৭)॥
ভাঙ্গল মান, আন (৮) জন গঞ্জনে,
পিরীতি পিরীতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এবড়ি মরমে মো সাধা॥
সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী বিষহৃদ নীরে।
পামরি গোবিন্দ দাস, মরি যায়ব,
সাজি আনত তছু তীরে॥

২৯৩।

গান্ধার।

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন, কানু যব শুনব,
জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী
অনুচিত মানে দেহ যাদ তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কানুর চিত রীত, হাম জানত,
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক, লাখ গারি দেয়সি,
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল, না বোলবি সুন্দরি,
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ, শপতি তোহে শতশত,
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥

২৯৪।

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদল তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
সো বহু বল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারই বিরহ তরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখনু কান।

১। বন।
২। অথির।
৩। সখিহে—হ, লি, পু,।
৪। মিরিতি।
৫। জনে ঘাতন—প, ক, ল।
৬। সব—হ, লি, পু।
৭। কিরূপে—প, ক, ল।

সখীগণ মাঝে চতুর তোহে জানি।
আদর রাখি নিরমিবি আনি॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হয় লাজ॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপনু পরাণ॥
অব বিচারহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান।

আজুক বাত ভালে, তুহুঁ সখি জানসি,
কাহে উপেখল রাই॥
দূতী কহত তুয়া, কৈছন পিরীতি রীত,
বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে, তোহে রোখল,
কাহে তুহুঁ আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দ দাস, তোহারি লাগি মাধব,
আপে চলহ মঝু সাত॥

২৯৫।

কামদ।

রাইক বিনয়, বচন শুনি সো সখী,
চললিহ শ্যামক আগে।
দূর সঞে তাকর, বদন হেরি মাধব,
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহি, সোই বহু বল্লভ,
দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥ ধ্রু॥
চটপটি ধূলি ঝাড়ি, উঠি বৈঠল হরি,
দূতী আন পথে গেল।
দূতি দূতি করি, বহুত ফুকারল,
শুনি দূতী উত্তর না দেল॥
পুনহি ফুকারই, দূতি দূতি করি,
পুনহি বোলায়ত কান।
দূতী কহত হামে, কোন বোলায়ত,
নাগর কহতহি নাম॥
ইহ কাহে বৈঠলি, মোহে বোলাওলি,
তুরিতে কহ তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখী মোহে, তুরিত বোলাওত,
পুন আসি মিলব তোয়॥
ক্ষণে রহু রহু বলি পন্থ আগোরল,

২৯৬।

সুহই।

যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মূরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল,
পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন, চাঁদ উপেখনু,
দারুণ মানক লাগি॥
কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে,
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ, সীম নাহি আয়নু,
অব হিয়া তুষ দহ দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাহা রহুঁ কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহে, শুন বর নাগরী,
সো পহুঁ তোঁহার অদূর॥

২৯৭।

সুহই।

একে তুহুঁ নাগরী, সব গুণে আগোরি,

আপনক বাত আপ নাহি সমুঝসি
হঠে নট কৈলি সব কাজ ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত তুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে, গুণ কিয়ে দোখ ॥ ধ্রু ॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে, যো উপদেশল
তা কর মুখে দেই আগি ॥
যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুটল,
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি,
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

২৯৮।

সুহই।

সো মুখ চাঁদ, নয়ানে নাহি হেরল
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুনলু,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব ॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেম ভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান ॥ ধ্রু ॥
সো কর কিশলয়, পরশ উপেখলু,
অব কিশলয়ে তনু মোর।
নব নব লেহ, সুধারস নীরসল,
গরলে ভরল তনু মোর ॥
সো কর বিরচিত, হার উপেখলু,
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দূরগহ,
যো ঐছন মতি দেল ॥

২৯৯।

শ্রীরাগ।

পরবশ, দেহ থেহ নাহি বাঁধে।
নিলজ জীউ নেহ লাগি কাঁদে ॥

শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউ পরাণ ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ ॥
পরজনে কিয়ে পিরীতি অনুরোধ।
দুরজনে কিয়ে সুজন পরবোধ ॥
কুলবতী বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ ॥

৩০০।

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান ॥
পামরি পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি ॥
তোহারি রসিক পণ জানি।
কহইতে আওল বাণী ॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাসত যুবতী সমাজ ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে ॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে ॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
থাক হৃদয়ে যত সাধে ॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ ॥

৩০১।

গান্ধার।

রোখে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে।
[illegible]

রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল বঁধু পাশ॥
শীতল ছলহকর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুঞি উপেখনু তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পিঠ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দ দাস কহ মরমক শেল॥

৩০২।

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে, বরখি রসবাদর,
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি,
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে, তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান॥ ধ্রু॥
তছু গুণে গুণিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন,
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে, তাহে উপেখলি,
জনম গোঙায়বি রোই॥
কাতর বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
রোখি চলল বরনাহ।
অব কাতর মুখে, বঁধু মুখ হেরসি,
পাই মনোভব দাহ॥
বিহি তোহে বাম, মান ধনে বঞ্চল,
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দ দাস কহই, চিতে মানই,
ইহ বড় দারুণ শেল॥

৩০৩।

সুহই।

আঁচল প্রেম, পহিলহি না হেরিনু,
আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে,
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহোঁ মরকম দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখয়ে,
সো তাপিনী জগমাহ॥ ধ্রু॥
যো হাম মান, বহুত করি মানলু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনমথ, শরে ভেল জরজর,
তা কর দরশন পেখি॥
ধৈরয লাজ, মান সঞে ভাগল,
জীবন রহেত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই, সতী ভামিনি,
ঐছন কানুক লেহ॥

৩০৪।

কামদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন, যতন বিনু তেজলি,
অব পুন সাধসি মোয়॥ ধ্রু॥
কত কত গোপ, সুনাগরী পরিহরি,
তব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান, ধরম ধন পাওলি,
না হেরিলি কমল বয়ান॥
বিনি অপরাধে, উপেখলি মাধব,
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন, কলাবতী মন্দিরে,
অবহুঁ নাগর রাজ॥
যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই,
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দ দাস কহ, অব ধনী সমুঝলি,
পুন হেন না করবি আর॥

ভাবী—বিরহ।

৩০৫।

বালা ধানশী।

না জানিয়ে কোন মথুরা সঞে(১)আয়ল
তাহে হেরি জীউ (২) মোর কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ, পয়োধর ফুরয়ে,
লোরে নয়ন দুহুঁ ঝাপ॥
সখিহে(৩)অব কুশল শত নাহি মানি।
বিপদহুঁ নাথ, তৃণ করি না গণিয়ে,(৪)
কান বিচ্ছেদ হয় জানি॥ ধ্রু॥
কিয়ে ঘর বাহির, মতি না রহে থির,
জাগরে নিদ না ভায়।
সচুল মনোরথ, তৈখনে টুটল, (৫)
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে, ভ্রমর নাহি গুঞ্জই,
সঘনে রোয়ত শুক সারী।
গোবিন্দদাস, আলি (৬) সখী পুছই,
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥

৩০৬।

সুহই।

নামহি অক্রুর, ক্রুর নীচাশয় (৭)
সোই আয়ল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল,
কালিনী কালিম (৮) সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর,
মন্দিরে রহুঁ বনমালি॥ ধ্রু॥
যোগিনী চরণ স্মরণ করি সাধহ,
বাঁদহ যামিনী নাথ।
নখতর চাঁদ, বেকতি রহুঁ অম্বরে,
যৈছে নহে পরভাত॥
কালিন্দী দেবী, সেবি তাহে ভাখব,
রাখব নিজ অনুগাতে।
কিয়ে শমন আনি, ত্বরিতে মিলায়ব,
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

৩০৭।

বরাড়ী।

হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ
বধ ভাগী হইল অক্রুর॥ ধ্রু॥
ছাড়িবে গোকুল চন্দ পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে
সবার আগে মরিবেক রাধা॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব নাসা বেশ।
এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝায়া রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥
মথুরা নাগরী যত তাহা কৈলে পয়োব্রত
বরজ রমণী অনাথ।
গোবিন্দ দাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥

৩০৮।

ধানশী।

হরি হরি (৯) নিরদয় (১০) রসময় দেহ।
কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ (১১)॥
পাপ অক্রুর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ বারি লে চলু কান॥

১। মথুরাসে—প, ক, ত।
২। কাহে। ৩। সজনি—প, ক, ত।
৪। মানিয়ে—প, ক, ল। ৫। ভাঙ্গত।
৬। আনি। ৭। ক্রুর নাহি যা সম।
৮। কানী কানী কালি—প, ক, ত।

৯। রহ। ১০। নিকরুণ—প, ক, ল।
১১। সুলেহ।

যতিক্ষণে দ্বিজগণে (১) মঙ্গল না পড়ই
যতিক্ষণে পথ পরি কোই না চঢ়ই ॥
এ সখি কাহুক জানি (২) মুখ চাহ।
আঁচরে গোই (৩) বাহু রায়হ (৪) নাহ ॥
যতিক্ষণে গোকুলে তিমির লাগি(৫) রহই।
করইত যতন দৈবে যব (৬) ফিরই ॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত (৭)।
গোবিন্দদাহ কহ লাজক অন্ত (৮) ॥

৩০৯।

ধানশী।

কাঁপল উতপল লোরে নয়ন।
কৈছে করত হিয়া কিছু না জান ॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহুঁ মাঝে দেওত সাখি ॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয় ॥
জানলু রে সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশিয়া চলব মোহে ছোড় ॥
গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয় ॥
সময় সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার ॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পিয়া পরদেশি কাহে রহুঁ প্রাণ ॥

১। কুল—প, ক, ত।

২। কানুক যদি। ৩। গহি। ৪। বরু বারণ—প, ক, ল। ৫। নাহি—প,ক,ত। ৬। বরু। ৭। রহুনুয়ে কান্ত—প, ক, ল।

৮। শেষ চরণ দুটীর স্থানে পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত চারিটী পদ আছেঃ—

"এতহু বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
ঝুলন নেহারহত লাজক পন্থ ॥
অতএসে বিফল দারুণ লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ ॥"

৩১০।

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে, মন রঞ্জনু,
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী, বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জাননু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি, যাওব সো হরি,
শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥ ধ্রু ॥
যো মধু সরস, সমাগম লালস,
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে, জাগি নিশি বাসর,
পন্থ নেহারত মোরি ॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণি মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ, কৈছন সো দিন,
বিছুরব ইহ অনুমানি ॥

৩১১।

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ান বয়ান করু হেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জাননু কানু চলব পর-দেশ ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনহি ভাতি রভস রস কেলি ॥
যে তহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥

৩১২।

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন, জানন্থ মথুরা,
যাওব সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখ চন্দ-, হাস মধুরাধর,
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন, সুধারসে পূরিত,
কৈছনে বিছুরব নারী॥
যাহ বিনু নিমিখ-, আধ কত যুগ সম,
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব, নাহি নিকশয়ে,
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মূরছি পড়ল তঁহি ভোর।
হা হা প্রাণ রাই, ভেল অচেতন,
গোবিন্দ দাস করু কোর॥

৩১৩।

সুহই।

অতমিত যামিনি-কান্ত।
কি ফল ভেল মুনি মন্ত॥
উদয়াচল তরুণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রুর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোণ্ডার॥
কোই না কহ অছু বাতি।
হরি জনু মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতি চিতে।
কোন কয়ল বিপরীতে॥
তে বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দ দাস দুখ গাথা॥

৩১৪।

গান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এবড়ি সন্দেহ॥
সে হেন রসিক পিয়া
পিরীতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সুলেহ॥
চল চল সহচরি, অক্রুর চরণে ধরি,
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন,
জানি ফিরয়ে বরনাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জ্বলতহি অনুখণ
কো সহ এ হেন সন্তাপ॥
ওমুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পীবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দ দাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস বাদ॥

৩১৫।

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতঁহি পেখনু নয়ান পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি।
শূন্যহি মন্দিরে আওল ফেরি॥
দেখি সখি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই। ধ্রু॥
সো কুসুমিত বন, কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুনা জল, মলয় সমীর॥
সোহি মকর হেরি লাগয়ে চক্ষু।
কানু বিনে জীবনে কেবল কলঙ্ক॥
এত দিনে বুঝনু বচনক অন্ত।
চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত॥

তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দ দাস ॥

ভূতবিরহ।

৩১৬।

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম ॥
জনু বিরহানল মনমাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভষম নাহি হোয় ॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না যায়ত কানুক বিচ্ছেদ ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকুরব অলিকুল গুঞ্জ ॥
অনুভবি মালতী পরিমল ধেহ।
কো জানে জীউ রহত দুই দেহ ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥

৩১৭।

পটমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘূরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতুাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া (১) রাখিতাঙ বাঁধিয়া ॥
কোন নিদারুণ(২)বিধি মোর পিয়া(৩)নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল ॥

১। হিয়ার ভিতর দিয়া প্রাণ।
২। কেমন দারুণ। ৩। প্রাণ।

মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ (৪) ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগর রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সি(৫)আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে (৬) নিলাজ পরাণি ॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥

৩১৮।

বরাড়ী।

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন,ফাটিয়া না পড়েগো(৭)
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে বড় দুখ (৮) রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখল করমে ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই বন্ধু
রস পরিপাটির কারণে ॥
আমারে লইয়া (৯) কোলে
শয়নে স্বপনে দেখে (১০)
জামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায় ॥

৪। না হেরি চাঁদ মুখ। ৫। পিয়াসে।
৬। আছে।
৭। হেন পিয়া বিনে হিয়া ফাটিয়া বা পড়ে গো।—প, ক, ল। ফাটিয়া না যায় কেন—হ, লিপু।
৮। শেল। ৯। করিয়া। ১০। হেরে।

এতেক(১)দিবস হৈল প্রাণনাথ(২)না আইল,
কার মুখে না পাই (৩) সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে (৪),
বাঢ়াল বিরহ বিষাদ ॥

৩১৯।

সুহই।

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহুঁ শ্যামের দেহ ॥
তঁহি ঘোর বিজুরি উজোর।
হরি রহুঁ নাগরী কোর ॥
চাতক পিয়ু পিয়ু বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল ॥
দাহুরি উনমত ভাব।
বিরহিণী জীবন নৈরাশ ॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বরে রবি শশী হীন ॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতঁহি গোবিন্দ দাস ॥

৩২০।

গান্ধার।

যো মুখ দরশনে নিমিখ না সহই
তাহে পরবোধসি আওব কহই ॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলাজ প্রাণ সহজে রহুঁ মোয় ॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হাঁমে ছোড়।
তিল এক হেরইতে লাজ বহু মোর ॥
জনু বড়বানল হৃদি মাহা এই।
কিয়ে সুখ লাগি ভষম নহ দেহ ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয় ॥

১। অনেক। ২। পিয়া কেনে।
৩। শুনি। ৪। কহইতে ঐছন—হ, লি, পু।

৩২১।

শ্রীগান্ধার।

বিরহ আনলে যদি, দেহ (৫) উপেখবি
(৬) খোয়বি (৬) আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত (৭), কোই না জীয়ব,
সবহুঁ (৮) করবি সমাধান ॥
সুন্দরি মাধব আওব যব গেহ।
তোহারি সম্বাদ (৯) সোই যব পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ ॥ ধ্রু ॥
আপনক ঘাতে, রমণীকুল ঘাতবি,
ঘাতবি শ্যামের চন্দ (১০)।
জগভরি বিপুল, কলঙ্ক তুয়া (১১) ঘোষব,
দূষব কলমষ বন্ধ (১২) ॥
সজল কমলে, কমলাপতি পূজহ,
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ, আশা তব্ না পূরব,
রাধামাধব সেব (১৩) ॥

৩২২।

গান্ধার।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত ॥

৫। তনু।
৬। সুন্দরী।
৬। নিজ অনুচরী সখী।
৭। সকলি।
৮। চরিতবর।
৯। সুঝব শুনব।
১০। সহচরী বৃন্দ।
১১। দুকূল কলরব জগভরি।
১২। হেরইতে দাস বিমন্দ—হ, লি, পু।
১৩। চতুর সহচরী ছল করি কহবি আনবি সো বরনাহ। গোবিন্দদাস শপতি দেই শত শত যদি উদবেগ বাঢ়ায় ॥ হ, লি, পু

যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥
যো সম্ভাবনে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে পহু বীজইন্ত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥

৩২৩।

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেত ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

৩২৪।

সুহই কন্দর্পতাল।

১। গাবই সব মধুমাস।
জনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন,
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু, মত্ত মধুকর,
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জুরঞ্জন, পুঞ্জ রঞ্জিত,
চূত কানন শোহই।
কল্লোল কৌকিলা কোকিলকুল,

২। মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস, সুললিত কমলিনী,
রস জিম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল পদুমিনী,
মুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু,
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী,
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

৩। বঞ্চিত অহর্নিশি বাস।
ভৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহুঁ, যা রূপয়ে পহুঁ,
সোই সুলখিনী কামিনী।
যো কান্ত সুখ, সম্ভোগে বঞ্চয়ে,
চাঁদ উজোর যামিনী॥
দুহই দাদুরি, দিনহি বঞ্চয়ে,
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেসলী, পূরব প্রেয়সী,
পেখি তাপিত অন্তরে॥

৪। অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত, বল্লী তরুবর,
চারু চৌদিশে সঞ্চারে।
উতাপে তাপিত, ধরণী মণ্ডল,
নিরখি নব নব জলধরে॥
পাপিহা পাখির, পিয়াসে পীড়িত,
সতত পিউপিউ রাবিয়া।
পিয়া নাদ শুনি, চিত চমকি উঠয়ে,
পিয়াসে পেখিনা পাপিয়া॥

৫। পাপিয়া শাঙন মাস।
বিরহী জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর, রজনী দশদিশ,

ঝলকে দামিনী, পলকে কামিনী,
হেরি মানস কম্পিয়া ॥
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই,
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে,
জাগি সগরি রাতিয়া ॥

৬। রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ ॥
মন্দ মনসিজ, মনহি দহ দহ,
দহই মারুত বিন্দ।
তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর,
হামারি লোচন ছন্দ।
উঠল ভূধর, পূরল কন্দর,
ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া।
হামসে কুলবতী, পরক যুবতী,
গমন জগভরি নিন্দুয়া ॥

৭। নিন্দু আপন পর ভাষ।
ভৈ গেল আশ্বিন মাস ॥
মাস গণি গণি, আশ গেলহুঁ,
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব, হিয়াক বেদন,
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া।
সময় শারদ, চাঁদ নিরমল,
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতী, কুন্দ কুমুদিনী,
পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া ॥

৮। পাতিয় সমনক নাই।
আওল কার্ত্তিক ধাই ॥
ধাই ষট্‌পদ, নাই পদুমিনী,
পাই কিয়ে রস মাধুরি।
তুহি নিশঙ্কউ, সঘনে চুম্বই,
কোন বুঝে অছু চাতুরি ॥
যবহুঁ পিয়ামঝু, লেহ কয়লহি,
মেঘ চাতক রীতিয়া।
পিয়া সে দূরহি, রোয়ে পাপিনী হোই,
রহলহিঁ কিরীতিয়া ॥

৯। কিরীতি করব অব হামে।
আওল আঘণ নামে ॥
নাম শুনইতে, ঐছন অন্তরে,
সো রস সায়রে পেসলি।
কোন বিহি মঝু, নাহ লে গেও,
হাম সে পড়ি রহুঁ একলি ॥
শিশির নব নব, তরুণ নব নব,
তরুণী নবি নবি হোইরি।
লেহ নব নব, তেজি দারুণ দেহ,
থরু জনু ফোইরি ॥

১০। কোই করয়ে জানি রোখে।
আওল দারুণ পৌখে ॥
পৌখ দিন মাহা, সুরয আতপ,
পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনী হিমকর, দরশে দহ দহ,
হেরি সহচরি রোতিয়া ॥
কপট কানুক, পিরীতি আগুনি,
দরশ কথি জনি হোই রে ॥
অতএ কুলশীল, জীবন যৌবন,
সখীক সঙ্গহি খোই রে ॥

১১। খোই কলাবতী মান।
আওল মাঘ নিদান ॥
নিদানে জীবন, রহল সো পুন,
মাঘে সমুঝল যাবই।
মদন ধানুকী, ফেরি কি আওল,
সবহুঁ মঙ্গল গাবই ॥
রসাল নব নব, পল্লব চাপহি,
মুকুল শর কত জোইরি।
ভ্রমর কোকিল, ফুকরি বোলত,
মার বিরহিণী ওই রে ॥

১২। ওই দেখহ অনুরাগে।
ফাগুণ আওল আগে ॥

আগে মঝু কছু, আশ আছিল,
নিছুয় নাগর আওবে।
বরিখ গেলহি, অবধি ভেলহি,
পুন কি পামরী পাওবে॥
সোই নিরমল, বদন মাধুরী,
দরশ কথি জনি হোয়।
অতএ নিরগুণ, জীবন তেজব,
মরণ ঔষধ মোয়॥
মোহে হেরি সখী কোই।
চৌঠ মাস সবহুঁ রোই॥
রোই ঝর ঝর, নিঝর লোচন,
বিষম অব দ্বৌমাস।
কতিহ অন্তর, ততহি রহলিহ,
হামরি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি, তাহি পামরি,
দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব, কবহুঁ না পাওব,
রহল মরমক নাশিয়া॥

৩২৫।

শ্রীগান্ধার।

মাধবি মাসে, সাধ বিহি বাধল,
পিক কুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে জীবন ক্ষীণ দোলত
কোন মিলায়ব কান॥(১)॥ ১॥
জ্যেঠহি মিঠি, কহত সব রঙ্গিনী,
চন্দন চাঁদনি রাতি।
শীতল পবন সবহু মোহে লাগল (২)
দারুণ মনমথ সাথি॥ ২॥
আয়ত (৩) আষাঢ় গাঢ় (৪) বিরহানল
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মূরতী নয়নে জনু লাগল (৫)
নিঝরে ঝরে দিন রাতি॥ ৩॥
শাঙনে সঘন, গগনে ঘন গরজন,
উনমত দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী (৬)
জীবন কণ্ঠ বিলোল॥ ৪॥
ভাদর দর দর, (৭) দারুণ দুরদিন,
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ (৮)।
শীকর নিকর, থির নহে অম্বর (৯),
দহই মনোভব মন্দ॥ ৫॥
আশ্বিন মাসে, বিকশিত পদুমিনী,
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বরে, হেরি সুধাকরে
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ (১০)॥৬॥
কার্ত্তিক মাসে, আশ নিরাশল (১১),
কোবিহি লীলাময় রাস।
নিকরুণ কান (১২) কোন সমুঝায়ব (১৩)
চলতহি গোবিন্দ দাস॥ ৭॥
আঘণ মাস, রাস রসায়ন (১৪),
নায়র (১৫) মাথুর গেল।
পুর নারী (১৬) গণ, পূরল মনোরথ,
বৃন্দাবন শূন ভেল॥ ৮॥
আওল পৌষ, তুষার (১৭) সার সমীরণ,
হিমকর হিম অনিবার।
নায়রী কোরে ভোরি রহুঁ (১৮) নায়র
করব কোন পরকার॥ ৯॥

১। দারুণ দক্ষিণ, পবন তাহি ভায়ত,
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ।
২। মোহে নাহি ভাওত। ৩। মাস।

৫। যব লাগয়ে—প, ক, ত।
৬। যামিনী। ৭। দিন দিন।
৮। কাঁপল দুরদিন বন্দ। ৯। অন্তর।
১০। মোহে কৈছে বিছুরল কান।
১১। নিরাশ কয়ল বিধি। ১২। মাধব।
১৩। পাতিয়ায়ব। ১৪। রস সায়র।
১৫। নাগর। ১৬। রঙ্গিণী। ১৭। ঋতু।

মাঘে নিদাঘ, কোন পাতিয়ায়ব,
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘন (১) হুতাশ ॥ ১০ ॥
ফাগুণে গুণি, নাগর গুণমণি,
ফাগুয়া খেলত রঙ্গে (২)।
বিরহ পয়োধি, অবধি নাহি পায়ই,
দুরত মদন তরঙ্গে ॥ ১১ ॥
আয়ত চৈত, চিত কর বান্ধব (৩)
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ, ফুলশরে (৪) হানল
কানু রহল পরদেশ (৫) ॥১২॥

মাথুর।

৩২৬।

সুহই।

তৈখনে সাজল সখী দুই চারি।
ত্বরিত মিলল যাঁহা রসিক মুরারি॥
তাহারে পুছল ব্রজ কুশলকি বাত।
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত॥
কৈছন কাননে চরত ধেনু।
কৈছন সখাগণ পূরত বেণু॥
কৈছনে যমুনা উথলেহি নীর।
কৈছনে শারী শুক বোলত গীর॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজকুল নারী।
কৈছনে আছয়ে রাই হামারি॥
ইহ সব পুছত গদগদ ভায।
মূরছি পড়ল মহী গোবিন্দদাস॥

৩২৭।

কেদার।

শুন শুন নিরদয়, হৃদয় মাধব,
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহে জরজর, কনক মঞ্জরী,
রহল রূপক ছাই॥
আওয়ে মধু ঋতু, মধুর যামিনী,
কামিনী চিত চকোর।
কুসুম সায়ক, জীবন গাহক,
তুহুঁ সে রতি রসে ভোর॥
সে অঙ্গ ছটফটি, কৈছে মিটব,
তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন লোরে, ঝরঝর লোচন,
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
এতহি বিরহে, আপহি মূরছই,
শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত,
দাস গোবিন্দ গান॥

৩২৮।

বরাড়ী।

জঙ্গম হেমলতা, সম সো ধনী,
তুহুঁ ঘনশ্যাম তমাল।
বিহিও ন জানল, প্রেম ঘটাওল,
দুহুঁক পরশ রসাল॥
মাধব তোহে সম্বাদল বালা।
তুয়া রস বিহীনে, অব তনু জারল (৬),
গুরুকুল কণ্টক জ্বালা॥ ধ্রু॥
মরমক বেদন, সহই না পারিয়ে,
শুনি রহুঁ ধরণী শয়ানে।
লোচন খঞ্জন, নীরে নিরঞ্জন,
দিন রজনী নাহি জানে॥

১। সবহুঁ।
২। গুণি গুণি গুণমণি গুণগণ।
৩। বারব। ৪। কানন কুসুম কুসুম শরে।

৬। তুয়া অবলম্বন, বিনে তনু জারল—হ,

সখী পরবোধ নাহি শুনই,
অখণ তাহারি সমাধি।
গোবিন্দদাস কহ, কানু কি লাজ নহ,
দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥

৩২৯।

বরাড়ী।

মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছ অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥
কেহ যমুনা জল, কেহ ধরণী তল,
কেহ কেহ লুঠই কুঞ্জ।
এতদিনে বিরহ মরণ পথ পেখলু,
তাহে তিরিবধ পুঞ্জ ॥
থোর সরোবরে, তপত জন আকুল,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ ধরু জীবন,
গোবিন্দ দাস ভালে জান ॥

৩৩০।

বরাড়ী।

করতলে চাঁদ বয়ান (১) রহুঁ থির।
অহর্নিশি লোচনে ঝরতহি (২) নীর ॥
বিগলিত নিদ (৩) বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ (৪) ॥
এ হরি অবহুঁ অবধি বহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই ॥ (৫)
কমলিনী কিশলয়ে শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই ॥
শতগুণ মদন দহন তাহে ভেল।
সো তনু পরশে ভষম ভৈ গেল ॥
চন্দন পরশে চমকি ঘন (৬) উঠই।
হিমকর কিরণে মুরছি (৭) মহী লুঠই ॥
গোবিন্দদাস কহে মুগধল (৮) কান।
এত পরমাদ তেঁহ জানিয়া ন জান (৯) ॥

৩৩১।

কামদ।

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব,
কানু কানু করি ঝুর ॥ ধ্রু ॥
যশোমতি নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই,
সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরণ,
রোই ফিরে নগর বাজার ॥
কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত,
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত,
কোকিল না করহি গান ॥
বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব,
দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনা জল, অবহুঁ অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

৩৩২।

সুহই।

আঁচরে মুখ শশী গোয়।
ঝরঝর লোচনে রোয় ॥
কারণ বিণু ক্ষণ হসই।
উতপত দীঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥

১। বদন। ২। বহতহি—প, ক, ত। ৩। ক্লেশ—হ, লি, পু। ৪। নৈরাশ—প, ক, ত। ৫। বিঘটন শপতি মূরতি জনি

৬। ধনী। ৭। অবশ।
৮। নিরদয়—প, ক, ত। ৯। ত্বরিতহি

তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
ক- দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

৩৩৩।

শ্রীগান্ধার।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহি তোহারি দরশ অনুরাগ॥
বিরহক বেদনে সো বর নারী।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥
দারুণ দৈবত তঁহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বেদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়।
ভীতকি চিত পুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥

৩৩৪।

শ্রীরাগ।

শুন শুন শ্যাম চন্দ।
প্রেমক যৈছন ছন্দ॥
সো কহু তুয়া গুণগাম।
তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম॥
নাগরী সনে হাসি তোয়।
সো সখী মুখ হেরি রোয়॥
তোহারি শয়ন পরিযঙ্কে।
সোই লুঠত মহী পঙ্ক॥
তুয়া হিয়ে মণিময় হার।
তছু নিজ জীবন ভার॥
তহুঁ ঘন কুঙ্কুম নাই।
সো মৃগমদে মূরছাই॥
গোবিন্দ দাস পরবন্ধ।
অতি রসে কো নহ অন্ধ॥

৩৩৫।

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদ, ভরমে হাম পামরী,
না হেরব নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ নারী না উপেখসি
কুবুজা রতি অবগাহ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম।
পরিহরি দেহ, লেহ তুয়া জানই
একলা রতিপতি কাম॥ ধ্রু॥
পুর নাগরী সঞ্চে, রসিক শিরোমণি,
পূরহ মনমথ কেলি।
বনচারী নারী, তোহারি গুণ গাওত,
পুতলিকা সঞ্চে মেলি॥
রাস বিলাসে, যতহুঁ মত চাপল,
সব করু সো অবত বাধা।
গোবিন্দ দাস, কহই তোহে মাধব,
এতহুঁ সম্বাদল রাধা॥

৩৩৬।

শ্রীগান্ধার।

মূরছিত যব রহু নারী।
সে দুখ কহই না পারি॥
যব তেরি নামহি সোই।
চেনন পাইয়া কত রোই॥
সো কছু শুনহ কান।
হাম কহই কিয়ে জান॥

কহইতে বিদরে পরাণ।
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

৩৩৭।

সুহই।

মাথুর দূর করি গুরুতঁহি মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী॥
এত কহি আওল পড়ি যাঁহা রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদ্ভুত হেরনু প্রিয়সখি প্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥
প্রিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার।
চেতন পাওয়ে যব করয়ে প্রলাপ।
আওল বঁধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দ দাস অতএ অনুমান।
তুরিতহি মিলব প্রেমরস কান॥

৩৩৮।

কামদ।

শিশিরক শীত, সমাপলি সুন্দরী,
সে হেন সুরত সন্দেশে।
স্মরশর সমশর, শশীকর শীকর,
সহই সোতনু শেষে॥
শুনহ শ্যাম সকল গুণবন্ত।
ঔধুই সম্বাদে কি সুমুখি সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥ধ্রু॥
শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে,
সতত সুন্তাপই গাত।
স্বপন সমাগম, সাধে সুধামুখী,
শুতই সরসিজ পাত॥
সখিনী সমাঝ, সাঁঝ সঞে সো ধনী,
সগরিহুঁ শরবরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ, সোহাগিনী সংশয়,

৩৩৯।

ধানশী।

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত।
টৌয়ত অব ধনী সময় বসন্ত॥
টুটল তুয়া অবধিক পরতাব।
টলমল জীবন রহ কিয়ে যাব॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহু ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ ভার॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী সঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন তরঙ্গ॥
ঢর ঢর লোচন সরসিজ জোর।
ঢলকত অহনিশি উতপত লোর॥
ঢিট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢিট কি বোলব গোবিন্দ দাস॥

৩৪০।

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণ গণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন জোর॥
ফুলধনু লেই কুসুম শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফেরি না হেরবি ইহ মুখ চন্দ।
ফুকরি কহলু হরি ইথে নাহি ছন্দ॥
ফোয়ত দুহুঁ কর মরকত বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল গলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বাঁধে।
ফণিপতি দমন বলি ঘন কাঁদে॥
ফুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরী বৃন্দ।

৩৪১।

সুহই।

মদন মোহন, মূরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী, মানি মানদ,
বিছই মারগ জোই॥
মিলল মধু ঋতু, মল্লি মুকুলিত,
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী, মুখর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দ, মারুহ মনই,
মনসিজ সাতি।
মসৃণ মলয়জে, মূরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি, মুদির মনোহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

৩৪২।

ধানশী।

একে বিরহানল, দহই কলেবর,
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু ননীক পুতলি জনু,
হেরি সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখনু সো বর রমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, হীন অভরণ,
গলি গলি মিলত ধরণী॥ ধ্রু॥
ঋতু বসন্ত, অন্ত করি আওল,
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন, আগে নাহি যাওত,
হেরত এ তুয়া পন্থ॥
কত পরবোধি, গোঙায়ব সহচরী,
চৌঠ মাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস, কত যে সম্বাদব,
অগতি গতিক মরু ভেল॥

৩৪৩।

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দীকূল কদম্ব তরু ছায়॥
কুঞ্জ কুটীর মাহা কাঁদই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নারীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী নিন্দিত নব নব বালা।
ন গেল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপ রমণী অছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

৩৪৪।

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী রহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি
বিরহ সাগরে পড়ি গোরী॥
শুন কানাই। করুণার লব তোঁহে নাই॥ধ্রু॥
ধরণী শয়নকরি, সঘন নয়ন ঝরি,
সহচরী রহত আগোরী।
দিনে দিনে ডুবরি কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি॥

৩৪৫।

ধানশী।

পরখি পেখনু, পুরুখ পুরুষোত্তম,
তুহুঁ সে পাহুন জাতি।
প্যারী পামরী, পিরীতি পাবকে,
পৈঠে পতঙ্গকি ভাঁতি॥

পৌর পুণবতী, পহিলে পরিচয়,
প্রাণ পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেম পরবশ, পুরুষ প্রেয়সী,
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল, পঙ্ক পঙ্কজ,
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয় সখী, পায়ে পুন পুন,
প্রখর পাঁচ শর ঘাত॥
পাপ পউখ, পবন পিয়াসিত,
পাপিহা পিউপিউ ভাষ।
পুন কি পাওব, পরম প্রিয়তম,
পুছত গোবিন্দদাস॥

৩৪৬।

গান্ধার।

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর নিশানে।
ঝাপি রহত দুই কাণে॥
ঝিঞ্চি ঝঙ্কর রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদন হিল্লোল॥
ঝট কি চলত ধনী পাশ।
ঝগড়ত্তি গোবিন্দদাস॥

৩৪৭।

শ্রীরাগ।

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনীক মনোরথ পূর॥
কি ফল অম্বর হিমঋতুরাতি।
যাহা শুতলি কিশলয় দল পাঁতি॥
কি ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ॥
কাঁহা মিলায়ব উতপত বারি।
নয়নহি তাপনি সলিলউ ভারি॥
ঐছন গণইতে তুয়া গুণ কোটি।
মানল পউখ যামিনী ছোটি।
সব নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরিত॥
গোবিন্দ দাস কহ এতহুঁ সম্বাদ।
তনু জীবন দোঁহে ধনীক বিবাদ॥

৩৪৮।

সুহই।

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগব নিয়ড়ে হেরি তোহে কান॥
সো রস পরশ স্বপন করি মান॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর।
দূরে রহুঁ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি করত অনুতাপ।
পরশ বুঝায়ত ইহ বড় তাপ।
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যতয়ে পিরীতি ততহি পরমাদ॥

৩৪৯।

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম, মথুরা সমাগম,
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত, পুন পুন পুছত,
লোরে নয়ান ভরি গেল।
সুন্দরী সুপুরুখ বিদগধ সোয়।

কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম বুঝনু
তিলেক না বিছুরল তোয় ॥ধ্রু॥
পীত নিচোলে, নয়ন যুগ মুছই,
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উরপর পাণি, হানি ক্ষিতি লুঠই,
পুন পুন মুরছিত হোয় ॥
তুয়া বিনে রাতি, দিবস নাহি জানত,
অতএ বুঝনু অনুমানে।
মোহে বিছুরল, বলি কতহুঁ না রোয়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

৩৫০।

মল্লার।

কি কব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গণিগণি দশমী দশাশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা ॥ধ্রু॥
মাধব তুহুঁ যব, আওলি মধুপুর,
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি, ফুকরই সুন্দরী,
দিন রজনী নাহি জান ॥
অঙ্গুলিক মুদরি, সোই ভেল কঙ্কণ,
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদ কলাসম, দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল,
শ্বাস শ্বস ভেল সার ॥
ঐছন বচন, শুনল যব মাধব,
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেম ভরে পন্থ, বিপথ না দরশই,
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে, মিলল যব মাধব,
তুরিতহি রাইক পাশ।
কানুক হৃদয়, নিগড় ভুজ বন্ধন,
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

৩৫১।

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন, কাঁতি কমল-মুখী,
কুসুমিত কাননে যোই।
কুঞ্জ কুটীরে, কলাবতী কাতর,
কানু কানু করি রোই ॥
কি কহব কি তব! কত যে কুলকামিনী
কঠিন কুসুম শর সহই।
করহি কপোলে, কণ্ঠ করি কুঞ্চিত,
কালিন্দী কূলমে রহই ॥
কর কেয়ূর, কটি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ,
কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচ তটে, কোন কামাওল
কাজরে কালিম হারা ॥
কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে,
কামকলঙ্কিণী গোরী।
কিঞ্চিৎ কাল, কলপ করি মানয়ে,
গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি ॥

৩৫২।

গান্ধার।

গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন ঘোর ॥
গণইতে গোপ কিশোরী।
গহন গেও গৃহ ছোড়ি ॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গুণি গুণি যামিনী রোই ॥
গলত গলত দিঠি ধারা।
গিরত গীম মণি হারা ॥
গুপত গুপত রস আশে।
গরলহুঁ করল গরাসে ॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা।
গাবয়ে গিরিধর নামা ॥
গোকুলে গোপ বিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥

৩৫৩।

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকল
বৃন্দাবন বনদাব।

চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কন্দল,
মারুত মারুত ধাব ॥
কঙ্কণ ঝঙ্কল, কিঙ্কিণী সিঞ্জিনী,
কুন্তল কুণ্ডল ভাণ।
যাবক পাবক, কাজরে জাগর,
মৃগমদ মদ করি মান ॥
মনমথ মনোমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুম শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতখণ
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী ॥

৩৫৪।

বরাড়ী।

নন্দ নন্দন, নিচয়ে নিরিখনু,
নিঠুর নাগর জাতি।
নারী নিলাজ, লেহ নিরমিত,
নাহ নামে মিলাতি ॥
নরহ নিরুপম, নিলয় নিচলহি,
নিন্দহি নীরজ শেজ।
নিভৃত নীপ,— নিকুঞ্জে নিবসই,
না সহে হিমকর তেজ ॥
নয়ন নীরদে, নীর নিঝরই,
নিদ নাহি তঁহি থোর।
নিরসি নূপুর, নিয়রে নিকসই,
না ধরে নিরমল চোল ॥
নহত নিকরুণ, নিতি নৌতুন,
নগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই, নবীন নিজ জন,
দাস গোবিন্দ তেরি ॥

৩৫৫।

শ্রীরাগ।

নিঝলি রাজ নগর মাহা তোয়।
রমণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয় ॥
রসময় রাসি রসিক ব্রজ নারী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি ॥
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুর ॥
রাকা রজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল ॥
ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন।
রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন ॥
রতিপতি রোখে রহিত রস বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ ॥
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রাই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

৩৫৬।

বরাড়ী।

তাপনীতীর, তীর তরুতল,
তরল তরল তরু ছায়।
তরুণ তমাল তরু, কিও হেতু রাখিত,
তরুণী তোহারি পথ চায় ॥
ত্রিভুবন তিলক, তুহিন কর তোহে বিনু,
তপত তপন সম ভেল।
তোহারি বিনু তিলকে, তলপে তরাসই,
তোহারি অবধি কত গেল ॥
তিমিত তিমিত দিঠে রোই।
তিতল তাল-বীজনে, তনু তাপই,
তিরপিত তনিক না হোই ॥
তোড়ল তাড়, তাড়ঙ্ক তিয়াজল,
তোড়ি তড়িত রুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী, তুয়া পথ হেরই,
গোবিন্দ দাস কহ সার ॥

৩৫৭।

পাহিড়া।

দারু দারুণ, দয়িত দূষণ,
দলত দোলত হিয়।
দুঃসহ দোসর, দগধ দরপক,
দহনে দহ দহ জীয় ॥
দেবকীসুত, দেব দেখিনু,

দেহ দীপতি, দেখত দেখিয়ে,
দিবস দীপক ছাই ॥
দনুজ দারুণ, দূর দেশহি,
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ, দোষ দূষিত,
দুলহ দরশন তোরি ॥
দেহ দীঘল, দিঠে দেহলি,
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ, দিব দেই দেই,
দীঘ দিনমণি লেখি ॥

৩৫৮।

গান্ধার।

এতদিন গগনে, অখিল রহুঁ হিমকর
জলদে বিজুরী রহুঁ স্থির।
চামরি চামর, নগরে পরবেশউ,
মদন ধনুয়া ধরু ফির ॥
মাধব বুঝনু তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে, বহুত সিধ সাধসি (১)
অতএ উপেখলি রাই ॥ ধ্রু ॥
কুমুদিনী বৃন্দ, দিনহি সব (২) হাসউ,
বাঁধুলি ধরু নবরঙ্গ।
মোতিম পাঁতি, কাঁতি ধরু উজোর,
কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ ॥
তুয়া অনুরূপ, রসিক বর নাগরী,
কো ধনী মিললি জানি।
গোবিন্দদাস কহ, এতহুঁ না জানহ (৩),
কুবুজা অব নব রাণী ॥

৩৫৯।

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান।
ছোয়ত হিমকর কর মূরছান ॥
ছিরকত মলয়জে জলতঁহি আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙাই জাগি ॥
হৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহ জরে গোরী ॥
ছলয়ব কোই নাম লেই তেরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি ॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু দহনে উজোর ॥
ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব।
ছিক লেই কোই রহই জনু যাব ॥
ছদন কহই নাহি দাস গোবিন্দ ॥
ছায়া এক তুয়া পদ অরবিন্দ ॥

৩৬০।

বরাড়ী।

যোয়ত পন্থ নয়নে ঝরু নীর।
তৈছন ভীত পুতলি রহুঁ থির ॥
যামিনী যাম যাম যুগ মানই।
জাগরে জাগি ভরমে ময় ভাণই ॥
জাননু যদুপতি জলধর শ্যাম।
জীবইতে যুবতী জপয়ে তুয়া নাম ॥
আর কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক।
জলতঁহি শত গুণ মদন আতঙ্ক ॥
যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহি ভষম সম যাত ॥
যাহাহি মকর ভেল দিনকর রীত।
জাননু জগমাহা সব বিপরীত ॥
জনি জগজীবনক ইথে কহ ছন্দ।
যো কিছু কহ সতি দাসি গোবিন্দ ॥

৩৬১।

গান্ধার।

ঘন শ্যামতরু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোর বিরহে জরে মূরছিত গোরী ॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই।

১। অনেক সিধি সাধলি।
২। দিবসে অব।

ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘূরত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী ॥
ঘন ঘন রস চন্দন হিয়ে লাই।
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই ॥
ঘাতক মদন তঁতহি ভেল বাম।
ঘর ঘর সবকে লেই তুয়া নাম ॥
ঘাম কিরণ সম মানই চন্দ।
ঘুমে বিঁধল হিয়া পঞ্জর বন্ধ ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘন সার।
ঘুম বিহনে দিঠি ঝরত অপার ॥
ঘোষ যুবতীগণ বিরহ হুতাশ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দ দাস ॥

৩৬২।

বালা ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাস গেহে বৈঠলি,
বহ্নি ভবন বলি উঠই।
বরহা বিরচিত, বীজন বীজইতে,
বিষধর বিষ সম বলই ॥
বলানুজ ! বুঝল মো বহুবিধ বোধি।
বর বিধু বয়ানি বিনোদিনী বল্লরী
তুড়ত বিরহ পয়োধি ॥ ধ্রু॥
বিগলিত বলয় বাহু বিষ বল্লরী
বিলপই বিপিন বিতান ॥
বিছুরল বেশ, বিলাশ বিলাসিনী,
বহু বৈদগধি বিধান ॥
ব্রজবনিতা বসুধাতলে, বিলুটই বিঘটিত,
বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন, বিছারই বাউরি,
গোবিন্দদাস রস গান ॥

৩৬৩।

বালা ধানশী।

নীরস সরসিজ ঝামর বয়না।
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না ॥

খণে মুখ গোই রোই খণে হসই।
হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই।
এ হরি পেখনু সো গজগমনী।
জীবইতে সংশয় কুলবর রমণী ॥ ধ্রু॥
অনুখণ মন মাহা মনসিজ হানই।
হিমকর কিরণে থির নাহি মানই ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে শুতি রহুঁ ধরণী।
বিষ শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী ॥
কত যে বিছায়ব কমল দল শেজ।
ছট ফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ।
তুরিতে মিলব ধনী টুটই দ্বন্দ ॥

৩৬৪।

ধানশী বা তিরোতা।

ভ্রমই ভবন বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয়, গুরু গৌরব মান ॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
ভীত পুতলি সম তুয়া পথ যোই ॥
ভাবিনী ভূষণ ভালে বনমালি।
ভোরে কি বিছুরলি ব্রজবর নারী ॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই ॥
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভিগল দিঠি জলে নীল নিচোল ॥
ভুবি বিরহ জ্বরে ভবি মুরছান।
ভুরুভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ ॥
ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাসে ॥

৩৬৫।

তিরোতা।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরিমণি হের সঘনে জল খলই ॥
হিমকর কিরণহি সো তনু দহই।

হলধর সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী॥
হরিণ নয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বলি মুরছি কাহা রহই॥
হসি হসি হাথি হাথি ক্ষণে উঠই।
হেমক পুতলি মহীতলে লুটই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দ দাসে॥

৩৬৬।

কামদ।

তুয়া পথ যোই, রোই দিন যামিনী,
অতি দুবার ভেল বালা।
কি রসে বুঝায়ব, কৈছে নিঝায়ব,
বিষম কুসুম শর জ্বালা॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ, কলাসম ক্ষীয়ত,
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥ধ্রু॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর নিশেষিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয়,
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
ননীক পুতলি, মহীতলে শুতলি,
দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে, শ্বাস রহ না রহ,
পরুখত গোবিন্দ দাসে॥

৩৬৭।

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি, মধুপুর নাগরী,
বেশ পসারলি অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখবর, সময় গোঙায়লি,
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছুই অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধু জীবন শেল॥ ধ্রু॥
কোই ধরণীতল কোই যমুনা জল
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এত দিনে বিরহ মরণ পথে পেখনু
তোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥

৩৬৮।

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহুঁ নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরী রস অবগাহ॥
যো খণ মানইতে বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুলি বলয় গলিত দুহুঁ পাণি॥
নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহরণ ভিগি গেও সাড়ী॥
ছট ফট শয়ন না রহ সখী অঙ্ক।
নয়ন পুতলি লুটায় মহী পঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

৩৬৯।

বরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গ জ্বর, মরমে বিষম শর,
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন, নয়ন ঝরু ঝিঝরু,
কুচযুগ কালিম হারা॥

ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী,
দশমী দশা পরবেশ ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত তনু, বলয়া কর কিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কে জানে কাতি, তরহি নাহি ছুটত.
জনু অবধিক শশী রেহা ॥
তনু মন জোরি, গোরী তোঁহে সোপনু,
কনয়া জড়িত মণি রাজ।
গোবিন্দ দাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ ॥

৩৭০।

করুণ কামদ।

কুঞ্জ ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গুণিগুণি,
অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমিক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
ঘরে সঞে বাহির কেল ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
গোকুল তরুণী, নিচয়ে মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয় ॥ ধ্রু ॥
তঁহি এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহু ক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদগদ কহে শ্যাম নাম ॥
নামক অছু গুণ, শুনিয়া ত্রিভুবন,
মৃতজন কহে পুন বাত।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাত ॥

৩৭১।

পঠমঞ্জরী।

যব তুহুঁ নায়ল নব নব লেহ।
কেহ না গুনল পরবশ দেহ ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে দুয় এক রজনী ॥ ধ্রু ॥
গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ।
মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ ॥
কত যে সম্বাদব পরম সুখ বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয় না জানি ॥
এতহুঁ নিবেদনু তুয়া পায় কান।
গোবিন্দ দাস রহুঁ তাহে পরমাণ ॥

৩৭২।

ধানশী।

ধৈরজ না রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখী অঙ্ক ॥
ধূমল ধুমনি ধরণী মাহা লুটই।
ধাধসে চলল খলত মহী টুটই ॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী।
ধিক ধিক অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী ॥ধ্রু॥
ধরল অভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধনী নয়ন ঘন নীর ॥
ধনী নহ ঢীট চপল তুহুঁ কান।
ধুতক চরিত সরল কিয়ে জান ॥
ধুবর ধেয়ানে কবহুঁ করু ভোরি।
ধসহি ধরণীতলে মুরছিত গোরী ॥
ধরমে ধরমে ধনীর বহত নিশ্বাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দ দাস ॥

৩৭৩।

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ, সিন্দূর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখত,
মানিনী বদন ফেরি।
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে, তো বিনু সাজই,
আটহুঁ নায়িকা সাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রাণ সহচরী, চরণে সাধই,
কানু মানায়বি তোহে।

আঁখি মুদি কহে, অবহুঁ মাধব,
কাহে না মিলল মোহে॥
খঞ্জন ধ্বনি শুনি, উমতি ধাবই,
তোহারি নূপুর মানি।
হাসি অভরণ, অঙ্গে চঢ়ায়ই,
শেজ মিছায়ই জানি॥
নীল নিচোল, সঘনে মাগয়ে,
নিবীড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে, কহই ঐছন,
বেশ বনায়বি ফেরি॥
কোকিলের রবে, চমকি উঠয়ে,
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি, গমন মধুপুরী,
মুরছি পড়ল গোরী॥
নিঝরে নয়নে, সব সখীগণে,
খোজত বহে নিশ্বাস।
তোহারি চরণে, এতহুঁ কহিতে,
ধাওল গোবিন্দ দাস॥

৩৭৪।

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা, শুনি নাগর,
ছল ছল লোচন পানী।
অবনত মাথ, করহি অবলম্বন,
বদনে না বিকশয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি, দোতী বয়ান হেরি,
গদগদ কহে আধ বাত।
দ্বয় এক দিবস, মাঝে হাম যায়ব,
তুহুঁ পরবোধবি তাত॥
ঐছে আদেশ পাই, দোতী আওল কুঞ্জে,
বিরহিণী পাশে।
তোহারি সম্বাদ, শুনিতে ভেল গদগদ,
আওব দ্বয় এক দিবসে॥
আওব কানু, পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা,
পুরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দ দাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না করু প্রেম বাদে॥

৩৭৫।

সুহই।

দূরে কর বিরহিণী দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ॥
অনুকূল করি উতযোগে।
হামে পাঠাওল আগে॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওব জান॥
মিছ নহ ইহ আশোয়াস।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

ভাবোল্লাস।

৩৭৬।

উলসিত মঝু হিয়া, আজু আওব (১) পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভ সূচক যত প্রতি অঙ্গে (২) বেকত
অতএব নিচয় করি মানি॥
শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল (৩)।
সুখ সম্পদ বিহি, আনি মিলায়ব,
ঐছন মতি গতি দেল॥ ধ্রু॥
মঙ্গল কলস পর, দেই (৪) নব পল্লব,
রোপহ ঠামহি ঠাম॥
গ্রহগণক আনি, করহ বিভূষিত,
তুরিতে মিলয়ে জনি শ্যাম॥
হরিদ (৫) দাড়িম, অঞ্জন (৬) দর্পণ,
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।

১। পাওব। ২। অঙ্গে অঙ্গে।
৩। সখি হে বহু বিপদে দূরে গেল।
৪। ভহি—প, ক, ল। ৫। দারিদ।
৬। কাজর—প, ক, ভ।

সুবরণ ভাজন, লাজহি ভরি ভরি,
রাখহ নয়ন সমীপে॥
নব নব রঙ্গিণী, দেও হুলাহুলি,
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি, নিজ ঘরে আওব,
গোবিন্দ দাস মনোলোভা।

ভাব-সম্মিলন।

৩৭৭।

শ্রীরাগ।

অধর সুধারসে, লুবধক মানস,
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ অবলোকনে, অনিমিখ লোচন
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
দেখ সখি রাধামাধব প্রেম।
দুরলহ রতন জনু, দরশন মানই,
পরশন গাঁঠক হেম॥ ধ্রু॥
মধুরিম হাস, সুধারস বরিখণে,
গদগদ রোধয়ে ভায।
চিরদিন মিলন, নাথ গুণ নিধুবন,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

৩৭৮

সুহই।

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মরম না জানিয়ে, মানে তোহে দগধিনু
মাপ কর সব মোয়॥ ধ্রু॥
তুহুঁ যদি নাথ গোপীসনে বিলসহ
তাহে মুক্তি পাই আনন্দ।
সো সব অন্তরে কোটী সুখ হোয়ত,

অকপট এক, বীত মুঝে বলবি,
না করবি চিত কি ভীত।
চন্দ্রাবলী তোহে, কতহি সমাদরে
কৈছন প্রেম কি রীত॥
সো যদি নিগূঢ়, প্রেম দেই পদযুগে
কৈছে করব যতন এব।
গোবিন্দ দাস কহে তোহে মানাওব
দাসী হইয়া পদ সেব॥

৩৭৯।

সুহই।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরুজন গঞ্জন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
শৈলসম কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপ নারী।
তুঁহি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুঁহি রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যাম রায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

ভক্তের উক্তি।

ভৈরবী।

৩৮০।

পতিত পাবনি, শ্রীরাধা ঠাকুরণী,
বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়।
দূরে না ফেলিহ মোরে রাখিহ সখির মেরে

কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-মনোমোহিনী।
এতেক মহিমা শুনি শরণ লইনু পুনি
ব্রজকুল উদ্ধারকারিণি ॥
মোরে কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব
সখী সঙ্গে কুঞ্জে করোঁ বাস।
অন্ধকূপ গৃহ মাঝে ডুবি রৈনু মিছা কাজে
নিবেদয়ে গোবিন্দদাস।

৩৮১।

মল্লার।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলভ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ,
এ ভব সিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত, বরিখ,-এদিন,
যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ সব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরি পদ নিত রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

৩৮২।

শ্রীরাগ।

পতিত পাবন, প্রভুর চরণ,
শরণ লইল যে।
ইহলোকে পরলোকে, সুখে লীলা,
দেখিতে পাওল সে ॥

শুন শুন শুন, সুজন ভাই,
ভাঙ্গল সকল ধন্দ।
মনের আঁধার, সব দূরে গেল,
ভাবিতে সে মুখ চন্দ ॥
সে রূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি,
সে মন্দ মধুর হাসি।
সে ভুরু ভঙ্গিম, অধর রঙ্গিম,
উগরে পীযূষ রাশি ॥
সে পদ সুন্দর, নখর চাঁদে,
বিলাসে উডুর গণে।
বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলাসি,
গোবিন্দদাস সে জানে ॥

গোবিন্দদাস।

(পরিশিষ্ট)

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে
দেখিয়া কি পরতক্ষে
না ভজিনু হেন অবতার ॥
ও রসে না কৈলাম রতি
অভিমানে খালাম মতি
মরিলাম দারুণ বিষাদে।
আপনি ঈশ্বর হৈয়া
দৈন্যভাব প্রকাশিয়া।
রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে ॥
গৌরাঙ্গ মুখের কথা শুনিতে মরমে ব্যথা
কি শেল রহিল হৃদি মাঝে।
করভ কর জনু যুগল কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয়ু বিরাজ ॥
অধর সুরঙ্গিণী মুরলী তরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়িপড়ল শ্রুতি উতপল জনু ॥

রচন তিলক চূড়ে বালচন্দ্র বেঢ়য়ে
রমণী মন মধুকর মাল।
গোবিন্দদাসের চিতে নিতি নিতি বিহরই
না গরবর তরুণ তমাল ॥

পঠমঞ্জরী।

কালিন্দীর সিনানে নাগর যায়।
আমা পানে চাহিয়া ঘনায়া বংশী বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কান্ধে অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বংশী হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন্থর গমন অতি শোভা।
সুরমুনি দেবতাগণের মনোলোভা ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় তারাগণ মাঝে ॥
অভিনব জলধর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড।
ঝল মল কুণ্ডল ঢর ঢর গণ্ড ॥
কামের কামান জিনি ভুরুর বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শরে নয়ন ত্রিভঙ্গ ॥
কোটি অরুণ জিনি ভুরুর বিভঙ্গ।
ও পদ নিছনি মাগে দাস গোবিন্দ ॥

বিদ্যাপতি

কৃত

পদাবলি।

বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, রায় বসন্ত, চম্পতি পতি, ভূপতি, সিংহ ভূপতি ভূপতি নাথ প্রভৃতি বিবিধ ভণিতাযুক্ত পদ ইহাতে আছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিদ্যাপতি

বয়ঃ সন্ধি।

১।

(তিরোতা)

শৈশব যৌবন দুহুঁ (১) মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল (২)॥
বচনক চাতুরি লহু লহু (৩) হাস।
ধরণীয়ে (৪) চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার (৫)
সখিরে পুছই(৬)কৈছে(৭)সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই(৮)কত বেরি(৯)।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নব রঙ্গ (১০)।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে (১১)অঙ্গ॥
মাধব পেখনু (১২) অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি (১৩)।
দুহুঁ একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী(১৪)॥

২।

(তিরোতা—ধানশী।)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি (১৫) দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥

১। দুহুঁ—উভয়ে।

২। শ্রবণক ইত্যাদি—দৃষ্টি শ্রবণের পথ অবলম্বন করিল; অপাঙ্গ দৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্রবণক—শ্রবণের। নেল—লইল।

৩। লহুলহু—লঘু লঘু। (প্রাকৃত)।

৪। ধরণীয়ে—ধরণীতে।

৫। মুকুর ইত্যাদি—এখন মুকুর লইয়া বেশ ভূষা করিতেছে। অব (হিন্দী)—এক্ষণে; শিঙ্গার (হিন্দী)—বেশভূষা।

৬। পুছই (পৃচ্ছতি)—জিজ্ঞাসা করে।

৭। কৈছে (হিন্দী—কয়সা)—কেমন।

১০। পহিল ইত্যাদি—প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গা লেবু অভিধানে থাকিলে, এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।

১১। উঘারয়ে—প্রকাশিত করে। "অগোরয়ে অঙ্গ" এইরূপ পাঠে অনঙ্গ অঙ্গসকল অধিকার করিতে লাগিল, এই অর্থ। "উগারয়ে" পাঠও কোথাও দেখা যায়।

১২। পেখনু—দেখিলাম। ১৩। আগেয়ানি—অজ্ঞান।

১৪। চতুর লোকে ইহাকে উভয় বয়সের একযোগ কহে। সেয়ানী—চতুর। ইহকো ইহাকে।

১৫। ধনি! শ্রীকৃষ্ণ কোন সখীকে বলি-

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি (১)।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি (২) ॥
থির নয়ন অথির কছু (৩) ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম (৪) দেল ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ (৫)।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান (৬) ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহু মিলায়ব আন (৭) ॥

৩।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ (৮) ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই ॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি (৯) কমলক সঙ্গ ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার (১০) ॥

ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু (১১) ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক (১২) বচনে।
বিকশল (১৩) অঙ্গ না যাওত ধরণে ॥

৪।

(ধানশী—ধ্রুব তাল)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত (১৪) অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥
বালাজন সঞে (১৫) যব রহই (১৬)।
তরুণী পাই পরিহাস তহি (১৭) করই ॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী ॥
কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলি রভস (১৮) যব শুনে।
আনত হেরি ততো হি দেই কাণে (১৯) ॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি (২০)।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি (২১) ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে ॥

১। কবহুঁ ইত্যাদি—কখন কেশ বন্ধন করে কখন এলাইয়া দেয়। কবহুঁ—কখন। বিথারি—বিস্তার করে।

২। উঘারি—উদঘাটন করে, অনাবৃত করে। ৩। কছু—কিছু।

৪। নালিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ।

৫। চরণ ইত্যাদি—চঞ্চল চরণ চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

৬। জাগল ইত্যাদি—মুদিত-নয়ন (অর্থাৎ এতকাল নিদ্রিত) মনসিজ জাগিলেন। ৭। আন—আনিয়া।

৮। খেলত ইত্যাদি—মাঝ—খেলার সময় হউক বা না হউক লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।

৯। বান্ধুলি—(বন্ধূক) রক্তবর্ণ পুষ্প।

১০। মধুমাতল ইত্যাদি—যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।

১১। ভাঙক ইত্যাদি—ধনু—ভ্রূর ঈষৎ ভঙ্গিমা দেখিলে বোধ হয় যেন কাজল দ্বারা মদন ধনুকে সাজাইয়াছে।

১২। দোতিক—দূতীর।

১৩। বিকশল—বিস্ফারিত হইল।

১৪। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

১৫। সঞে—সনে, সহিত।

১৬। রহই—রহে, থাকে।

১৭। তহি—তাহার সহিত।

১৮। রভস—রহস্য।

১৯। আনত ইত্যাদি—অন্য দিকে দেখে কিন্তু সেই দিকে কাণ দেয়।

২০। পরচারি—প্রচার করেণ।

২১। কাঁদন মাখি ইত্যাদি—ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্যের সহিত গালি দেয়। গারি—গালি। (হিন্দী)।

৫।

ধানশী—ধ্রুব তাল।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই (১)।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই (২)॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস (৩)॥
চৌঙকি (৪) চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর (৫)॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট (৬)
লখই না পারই জ্যেঠ কনেঠ (৭)॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

১। ক্ষণে ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তভাগে গমন করে অর্থাৎ বক্র দৃষ্টি করে (অনুসরই—অনুসরতি)।

২। ক্ষণে ইত্যাদি—মধ্যে মধ্যে বস্ত্রের ধূলায় শরীর পরিপূর্ণ করে।

৩। ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি—বাস—কখন দন্তবিকাশ করিয়া উচ্চ হাস্য করে, কখন হাস্য অধরেই মিলাইয়া যায়।

৪। চৌঙুকি—চমকিয়া।

৫। হৃদয়জ ইত্যাদি—ভোর—স্তনযুগলের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া একবার তদুপরি অঞ্চল দেয়, আবার দিতে ভুলিয়া যায়।

৬। ভেট—সাক্ষাৎ করিল।

৭। লখই ইত্যাদি—জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ বুঝিতে পারা যায় না। লখই (লক্ষয়িতুং)।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

৬।

ধানশী।

গেলি কামিনী গজবর গামিনী
বিহসি (৮) পালটি (৯) নেহারি।
ইন্দ্র জালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী (১০)॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ (১১)॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।

৮। ক্রিয়ায় লিঙ্গবিশেষক চিহ্ন প্রয়োগের রীতি সংস্কৃতাদি আর্য্যভাষায় লক্ষিত হয় না। আরবীয় প্রভৃতি ভাষায় ও উর্দ্দু ভাষায় ঐ রীতি আছে। বিদ্যাপতি অনেক স্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ায় ইকার প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—
ভেলি—হইল। গেলি—গমন করিল।
বিহসি—হাসিয়া [সং বিহস্য]।

৯। পালটি—ফিরে চেয়ে দেখে।

১০। ইন্দ্র-জালক ইত্যাদি—সুন্দরী (বরনারী) ইন্দ্রজালক অর্থাৎ মায়াবিদ্যা-ব্যবসায়ী কামদেবমত কুহকী হইলেন।

১১। জোরি ভুজযুগ ইত্যাদি—শারদ চন্দ—সুন্দরী দুই হস্তে স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল আবরণ করাতে বোধ হইল যেন কামদেব চম্পকদাম দিয়া চন্দ্রকে পূজা করিলেন। জোরি—জোড় করিয়া। মোরি—মুড়িয়া। দামচম্পকে—চম্পকদাম দিয়া। যৈছে (হিন্দী য্যায়সা)—স্বরূপ।

পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু (১)॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব (২)
টুটব (৩) বিরহকওর (৪)।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর (৫)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি (৬), শুনহ যুবতি (৭)
চিত থির নাহি হোয়॥
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয় (৮)॥

১। উরহি অঞ্চল ইত্যাদি—সুমেরু—চঞ্চল ভাবে অঞ্চল দ্বারা বক্ষঃস্থল (উরঃ) আচ্ছাদন করাতে (ঝাঁপি) পয়োধর অর্দ্ধেক দেখা যাইতেছে (হেরু); বোধ হইতেছে, যেন শরতের মেঘ বায়ুর প্রভাবে তিরোহিত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গের শোভা ব্যক্ত (বেকত) করিল। হেরু, জনু প্রভৃতি বিস্তর শব্দে লালিত্যের অনুরোধে উকার যোগ করা হইয়াছে।

জনু—যেন। কয়ল—করিল।

২। জুড়ায়ব—জুড়াইব।

৩। টুটব (ত্রুট্) ভাঙ্গিব।

৪। কওর—কঠোর। প্রাকৃতপ্রকাশ, ২ পরিচ্ছেদ, ২ সূত্র।

৫। চরণে যাবক ইত্যাদি—মোর—চরণের অলক্তক হৃদয়ের অগ্নির ন্যায় আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। দহই (সং দহতি)—দগ্ধ করিতেছে; প্রাং দহই।

৬। "ভণয়ে বিদ্যাপতি"—এই ভণিতা শ্লোকের অপর চরণের সহিত সংলগ্ন নহে।

৭। যুবতি—এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত সখীর প্রতি সম্বোধন।

৮। মোয়—আমাকে।

৭।

ধানশী।

অপরূপ পেখনু (৯) রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল (১০)
হরিণীহীন হিমধামা (১১)॥
নয়ন নলিনী দউ (১২) অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবি (১৩) ভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজরপাশ (১৪)॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত,
গীম (১৫) গজমতি হারা।
কাম কম্বু-ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা (১৬)॥

৯। পেখনু (প্রাং পেক্‌খ)—দেখিলাম।

১০। উয়ল—উদিল, উদয় হইল।

১১। হরিণী-হীন হিমধামা—কলঙ্কহীন চন্দ্র। "লতামূলে লীনো হরিণ পরিহীনঃ শশধরঃ।"

১২। দউ—দ্বয়।

১৩। ভাঙবি—প্রকাশ করিতেছে। ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাঙব শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। এখানে ভাঙবি শব্দ সং বিভাবয়তি শব্দের রূপ। "ভাঙ বিভঙ্গি-বিলাস" এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় না; ইহার অর্থ, ভাবের অথবা ভ্রূর বিভঙ্গি-বিলাস।

১৪। চকিত চকোর ইত্যাদি—কাজর-পাশ—যেন বিধি বলপূর্ব্বক কজ্জল (কাজর) রেখারূপ পাশ দ্বারা চঞ্চল চকোরকে বাঁধিয়াছে।

১৫। গীম—গ্রীবা।

১৬। গিরিবর হইতে—সুরধুনী ধারা—গ্রীবাদেশ হইতে লম্বিত গজমুক্তার হার গিরিবর সদৃশ গুরু (গুরুয়া) পয়োধর স্পর্শ করিয়া আছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন কামদেব কনকনির্ম্মিত শিব-লিঙ্গ শিরে শঙ্খ (কম্বু) পূর্ণ করিয়া ধবল গঙ্গাজলধারা ঢালিতেছেন। (ঢারত)।

পয়সি পয়াগে, যাগ-শত জাগই,
পায়য়ে বহুভাগি (১)।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক,
গোপীজন-অনুরাগী ॥

৮।

ধানশী।

কিয়ে (২) মম দিঠি (৩) পড়ল শশিবয়না
নিমিখ (৪) নেহারি রহল (৫) দ্বয়নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর (৬)।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর (৭) ॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব (৮)।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব (৯) ॥
আশা-পাশ ন তেজই অঙ্গ (১০)।
বিদ্যাপতি কহে প্রেম তরঙ্গ ॥

৯।

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু বয়ান বিরাজে চান্দ উজোরি (১১) ॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল (১২) ॥
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও (১৩) হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি (১৪) ॥
তেঞ(১৫)ভেল(১৬)বেকত পয়োধর শোভা।
কনয়া কমল কলি জনু মনোলোভা(১৭) ॥

১। পয়সি পয়াগে হইতে—বহুভাগি প্রয়াগ তীর্থে শত যাগ জাগরণ করিয়া অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ ইহাকে প্রাপ্ত হন।

"কে যুগ শত জাপই সো পাওয়ে" পাঠান্তর।

২। কিয়ে—কিবা। ৩। দিঠি—দৃষ্টিতে।

৪। নিমিখ—নিমেষ। ব্রজভাষার রীতি অনুসারে মূর্দ্ধণ্য ষ স্থানে খ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রীতি প্রাকৃত ভাষায় লক্ষিত হয় না। কিন্তু স স্থানে হ ও হ স্থানে খ ভাষাবিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয়।

৫। দ্বয়নয়না—নয়নদ্বয়। দামচম্পক, ৭ পৃঃ দেখ।

৬। থোর—(হিন্দী থোড়)—ঈষৎ।

৭। কাল হোই ইত্যাদি—কিবা আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল (উপজল)।

৮। শ্রবণ রহল ইত্যাদি—কর্ণ ঐ রূপ (ঐছে—হিন্দী আয়ছা) রব (রাব) শুনিবার জন্য ব্যগ্র থাকিল।

৯। যাব—যায়।

১০। আশাপাশ ইত্যাদি—আশারূপ রজ্জু আমার অঙ্গকে অর্থাৎ আমাকে ত্যাগ করে না। তেজই (সং) ত্যজতি। প্রাকৃতে এরূপ স্থলে ত লোপ হয়। প্রাং প্রং ৭ পরি, ১ সূত্র।

১১। অলখিতে হইতে—উজোরি—অলক্ষিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করাতে বদন উজ্জ্বল (উজোরি) চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল। মোহে—আমাকে।

"জনু রজনী ভেল চান্দ"—পাঠান্তর।

১২। কুটিল কটাক্ষ হইতে—ভেল—কুটিল কটাক্ষের শোভায় চারিদিক এরূপ শোভিত হইল যেন মধুকর ডামরে (মৌমাছির ঝাঁকে) আকাশ (অম্বর) আচ্ছন্ন হইল।

মধুকর ডম্বর—মধুকরগণের ডম্বর (সমূহ) যত্র। বহুব্রীহি সমাস। ডমর, ডামর ও ডম্বর—কোলব্রুকের অমরকোষ পৃঃ ২৮০।

১৩। গেও—গেল।

১৪। লীলাকমলে হইতে—নেহারি—লীলাকমলে স্থিত ভ্রমর বা বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া চলিল। ১৫। তেঞ—তাই।

১৬। ভেল—হইল। ১৭। "কনক কমল

আধ লুকায়ল আধ উদাস (১)।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ (২)॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত (৩) মদনশর কাহে না লাগ॥

১০।

তিরোতা ধানশী।

ননুঙা-বদনী(৪)ধনী বচন কহসি(৫)হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিমা শশী(৬)॥
অপরূপ-রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু(৭) গজরাজগমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী(৮)
তনু অতি কোমলিনী॥
কুচ-ছিরি-ফল (৯) ভরে ভাঙ্গিয়া
পড়য়ে জনি (১০)।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর (১১)।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

১১।

কামদা

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল (১২)।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল (১৩)॥
আধ আঁচর (১৪) খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ(১৫)হেরি আধ আঁচর ভরি (১৬)
তব ধরি (১৭) দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
পাস পসারল কাম (১৮)॥
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়তি (১৯)
মৃদু মৃদু কহতহি (২০) ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ (২১)
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

১। উদাস—অনাবৃত। ২। কুচ-কুম্ভ ইত্যাদি—কুচ কুম্ভ আপনার আশা (ইচ্ছা) কহিয়া গেল। ৩। গোপত—গুপ্ত।

৪। ননুঙা বদনী—কোমল বদনী। (হিন্দী ননুঙা—নবনী)।

৫। কহসি—কহে (সি সংস্কৃত বিভক্তি)

৬। অমিয়া বরিখে—যেন শরৎ পূর্ণিমার শশী অমৃত বর্ষিতেছে।

৭। পেখনু—দেখিলাম।

৮। "সিংহ যিনি মাজা ক্ষীণী" ইতি পাঠান্তর। ৯। কুচছিরি—রূপক সমাস। ছিরি—(প্রাং সিরি) শ্রী।

১০। জনি—যেন (জনু)।

১১। কাজরে হইতে—কমল পর—কজ্জলে রঞ্জিত ধবল নয়ন দেখিলে বোধ হয় যেন বিমল কমলের উপর ভ্রমর ভুলিয়া আছে।

১২। ভাল করি পেখন না ভেল—ভাল করিয়া দেখা হইল না।

১৩। মেঘমালা হইতে—দেই গেল—যেন মেঘমালা হইতে (সঞে) তড়িল্লতা বিদ্যুৎ ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। সঞে—হিন্দী বিভক্তি 'সেঁ'।

১৪। আঁচর—অঞ্চল। ১৫। উরজ—স্তন।

১৬। "আধ আঁচরে ভরি"—অর্দ্ধেক অঞ্চলে আবৃত।

১৭। তবধরি—তদবধি।

১৮। পসারল—বিস্তার করিল। পদ-কল্পতরুসংগ্রহকার এই চরণের যথার্থ পাঠ না পাইয়া "হরি হরি বল মন" এইরূপ পাঠ দিয়াছেন।

১৯। মিলায়তি—মিলিত হইয়া।

২০। কহতহি—কহে।

২১। অতয়ে ইত্যাদি—অতএব এই দুঃখ রহিল।

১২।

স্নান সময়ে দর্শন।

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী (১)।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি (২) ॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা ॥
অলকহি তিতল (৩) তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুলে কমলে বেড়ল মধুলোভা (৪) ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা (৫)।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা ॥
সজল চীর (৬) পয়োধর-সীমা (৭)।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও (৮)হিমা (৯) ॥
তুণকি করইতে চাহে কে দেহা।
অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা ॥
ঐছে ফেরি রস না পায়ব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার। (১০)
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি ॥

১৩।

গান্ধার।

কামিনী করয়ে সিনান (১১)।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা (১২)।
তিতল-(১৩)-বসন তনু লাগি (১৪)।
মুনি এক-মানস মনমথ জাগি (১৫) ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা ॥

১। নাহই—স্নান করিতে। গোরী—গৌরী, সুন্দরী।

২। কতি সঞে ইত্যাদি—ধনী কত দ্রব্য হইতে রূপ চুরি করিয়া আনিয়াছে। সঞে—হইতে (হিন্দী 'সেঁ')।

৩। তিতল—ভিজা।

৪। অলিকুল ইত্যাদি—ললাট ও কপোলের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র কেশ সকল মুখ পদ্মকে মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় বেষ্টন করিয়াছে।

"ভ্রমর চয়ং চরতমুপরি রুচিরং সুচিরং
মম সম্মুখে।
জিত কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নমজন-
কমলকং মুখে ॥"
গীত গোবিন্দ।

৫। রাতা—রক্তবর্ণ, ৬। চীর—বস্ত্র।

৭। পয়োধর-সীমা—পয়োধরের চারিদিকে সংলগ্ন।

৮। গেও—গেল।

৯। হিমা—হিম, শিশির।

১০। "সজল বস্ত্র পরিধান করিয়া দেহকে কে নীলবর্ণ করিতে চাহে? এখনি আমার (সজল বস্ত্রের) প্রতি অনাদর করিবে ও আমাকে ত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিবে। তা হলে রাধাদেহস্পর্শসুখ আর পাব না" এই ভাবিয়া সজল বস্ত্র রোদন করিতেছে, জলধারা ঝরিতেছে।

তুণকি—তুঁতের বর্ণ নীল। অবহি (হিন্দী)—এখনি। লেহা—স্নেহ। স্নেহ স্নেহ স্থানে নেহ (প্রাঃ প্রঃ ৩ পরিঃ ৬৪সূ)। পর সংস্কৃত, উচ্চারণ ও লকার ভাষাবিজ্ঞানে পরিবর্ত্তনীয়।

ফেরি—ফের, পুনরায়। রোই—রোদিতি, কাঁদিতেছে।

১১। সিনান—স্নান।

১২। মুখশশি,হইতে—আন্ধিয়ারা—কিবা মুখশশি ভয়ে (কেশ রূপ) অন্ধকার রোদন করিতেছে (রোয়ে)।

১৩। তিতল—ভিজা।

১৪। লাগি—লাগই, লাগিয়া।

১৫। মুনি ইত্যাদি—মুনিগণের একচিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে। জাগি—জাগই, জাগায়।

তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে (১)॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥

১৪।

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু (২) শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক (৩) বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মেহ (৪) বরিখে (৫) জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধোয়ল জনু কনয়া মুকুর (৬)॥
তেঞি (৭) দরশলু কুচজোরা।
পালটি (৮) বৈঠায়ল কনককটোরা (৯)॥
নীবিবন্ধ করল উদেস (১০)।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥

১৫।

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সে ধনী রাই॥
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত (১১) চাই॥
একলি চললি ধনি হুয়ে আগুয়ান।
উমতি(১২)কহই(১৩)সখি করহ পয়ান॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল (১৪) মোরি॥
কিয়ে ধনি রাগী বিরাগিনী হোয় (১৫)।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব হামে (১৬)সো ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী॥

(অপরাহ্নে দর্শন।)

১৬।

ভাটিয়ার বা বেলয়ার।

যব গোধূলি সময় বেলি (১৭)।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব
পসারিয়া গেলি (১৮)॥
ধনি অলপ বয়সী বালা।

১। কুচ ইত্যাদি—তরাসে—কুচ যুগ-রূপ চারুচক্রবাক মিথুনকে দেবগণ এক-কুলে আনিয়া মিলাইল; তাহারা পাছে উড়িয়া যায় এজন্য শঙ্কা ভুজপাশ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। স্নান-কালে স্ত্রীলোকেরা বাহু দ্বারা বক্ষের বসন আটকাইয়া রাখে। তেঞি—তাই।
২। মঝু—আমার (হিন্দী)।
৩। সিনান—(প্রাং সিন্নান) স্নান।
৪। মেহ—(প্রাং মেহো) মেঘ। "খঘথধভাংহ" প্রাকৃত প্রকাশ ২ পরি—২৭ সূত্র। ৫। বরিখে—বরিষে।
৬। বদন মোছল হইতে—কনয়া মুকুর—বদন প্রচুর রূপে, পরিপাটী করিয়া মুছিল—যেন কনক দর্পণ মার্জ্জিত করিয়া ধৌত করিল।
৭। তেঞি—তাই।
৮। পালটি—উপুড় করিয়া।
৯। কটোরা—পানপাত্র।
১০। উদেশ—উদাস, খোলা।

১১। অবনত—অবনতভাবে।
১২। উমতি—(উৎ-মন্) চঞ্চলচিত্তে।
১৩। কহই—কহিয়া।
১৪। চোরায়ল—চুরি করিল। (চুরাদি-গণীয় ধাতু)।
১৫। ধনী (রাগী) অনুরাগযুক্তা কিম্বা বিরাগিনী। ১৬। হামে—আমাকে।
১৭। বেলি—বেলা। ভেলি—হইল।
১৮। নব জলধরে ইত্যাদি—গেলি—বিদ্যুৎ রেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।

জনু গাঁথনি পুহপ (১) মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাড়ল মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা (২)।
জনু আচরে (৩) উজোর (৪) সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী দুলহ
লোচন কোণা (৫)
ঈষৎ হাসনি সনে।
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর (৬)
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

১৭।

বরাড়ী।

নাহি (৭) উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান (৮)।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ-চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি (৯)॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল (৯)।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল (৯)॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দুহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

১৮।

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়ায়ব (১০) স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
শ্যামর ঝামর (১১) কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥

১। পুহপ—পুষ্প।
২। নূনা—ন্যূনা, খর্ব্বা।
৩। আচরে—আচরণ করে, অনুকরণ করে।
"কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম।"
জ্ঞানদাস,, পঃ কঃ তঃ ৯৯ পৃষ্ঠা।
৪। উজোর—উজ্জ্বল।
৫। দুলহ ইত্যাদি—দুর্ল্লভ কটাক্ষ।
৬। পঞ্চ গৌড়েশ্বর—সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে গৌড় পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা বরেন্দ্র, বঙ্গ, গিরি, রাঢ় ও মিথিলা।
৭। নাহি—স্নান করিয়া।

৯। সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া সখীগণকে ডাকিতে লাগিল (ফুকরই) ও তাঁহার প্রতি (তঁহি) অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বদন ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে মুক্তাহার ছিঁড়িয়া সখীগণকে বলিল "আমার হার ছিঁড়িয়া গেল।" ইহা শুনিয়া তাহারা এক একটী করিয়া মুক্তা কুড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল; সেই অবকাশে রাধার শ্যাম দর্শন হইল। চুনি [(হিন্দী) চুননা—বাছিয়া লওয়া।]—বাছিয়া বাছিয়া সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কেল—করিল। ১০। কে প্রত্যয় করিবে?

জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস।
তা দেখি মনমথ উপজল হাস।
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥

১৯।

বালা ধানশী।

কানু হেরব (১) ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি (২) অবোধী (৩) মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই ন পারি॥
শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান (৪)।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা (৫)॥
না জানিয়ে(৬) কি করু(৭) মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে (৮) তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ কর চিতে মিলব মুরারি॥

২০।

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি (৯) স্বপন স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চাঁদকি মাল (১০)।
তাপর উপজল তরুণ তমাল (১১)॥
তাঁপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা (১২)॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি (১৩)।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কির (১৪), থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিণী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান (১৫)।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভালে জান॥

২১।

পঠমঞ্জুরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর (১৬)।
বাঁশী নিশাস (১৭) গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে (১৮) পৈঠয়ে (১৯) শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

১। হেরব—দেখিব। ২। তবধরি—তদবধি। ৩। আবোধী—অজ্ঞান।

৪। শ্যাঙল ইত্যাদি—দুই চক্ষু শ্যামল মেঘের ন্যায় বর্ষিতেছে (ঝরু) অর্থাৎ অবিরত অশ্রুপাত হইতেছে।

৫। রভসে ইত্যাদি—হঠাৎ (বিবেচনা না করিয়া) আপনার জীবন পরের হাতে সমর্পণ করিলাম।

৬। জানিয়ে—জানি।

৭। করু—করিল।

৮। বিছরিয়ে—বিস্মরণ করি।

৯। মানবি—মানিবে, স্বীকার করিবে।

১০। চাঁদকি মাল—চাঁদের মালা।

১১। তাপর ইত্যাদি—তাহার উপর তরুণ তমালের সৃষ্টি হইয়াছে।

১২। কালিন্দী তীর ইত্যাদি—কালিন্দী তীরে ধীরে ধীরে চলি যাইতেছে।

১৩। পাঁতি—পংক্তি।

১৪। কির—জ্যোতিঃ।

১৫। নিশান—কারণ, চিহ্ন, সঙ্কেত।

১৬। ওর—সীমা, অন্ত।

১৭। নিশাস—(নিশ্বাস) শব্দ।

১৮। হঠ সঞে (সেঁ)—বলপূর্ব্বক।

১৯। পৈঠয়ে—প্রবিষ্ট হয়।

গুরুজন সমুখহি ভাব তরঙ্গ।
যতন হিঁ বসনে ঝাঁপ সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈব সে বিহি (১) আজু রাখ লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥

২২।

(রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি।)

তিরোতা ধানশী।

ধনি, ধরণীর মণি জনম ধনি(২)তোর।
সব জন কানু করি (৩) ঝরয়ে (৪)
সো তুয়া (৫) ভাবে ভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা (৬)॥
কেশ পসারি যবহু তুহুঁ আছিলি,
উর-পর অম্বর আধা (৭)।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহু দশন দেখায়লি,
করে কর জোর (৮) হি মোর (৯)
অলখিতে দিঠি কব(১০) হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর (১১)॥
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরী,
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহু সো পুন (১২)কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

২৩।

(সখীর উক্তি।)

তুড়ি।

এ ধনি কর অবধান।
তো (১৩) বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু (১৪) ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ ধিক্ বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ (১৫)॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী (১৬)।
রূপনারায়ণ সাখী (১৭)॥

১। বিহি—বিধি (প্রাকৃত)।

২। ধনি—ধন্য। ৩। করি—জন্য।

৪। ঝরয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে।

৫। তুয়া—তোমার।

৬। মেঘ চাতক দেখিয়া [চাহি] তৃষ্ণাতুর হয় (তিয়াসল ;) ও চন্দ্র চকোরের দিকে চাহিয়া থাকে ; তরু লতাকে অবলম্বন করে ; এই সকল বিপরীত কার্য্য দেখিয়া আমার মন চমৎকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে তোমার জন্য অধীর হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য।

৭। যখন তুমি বস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল অর্দ্ধ আবৃত করিয়া কেশ প্রসারিত করিয়া

৮। জোর—মিলিত করিয়া।

৯। করে কর ইত্যাদি—আমার (সখীর) করে তোমার কর দিয়া, (বিলাস বিশেষ)।

১০। কব—একদা।

১১। "তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলা সখীর গলে।" চণ্ডীদাস।

১২। পুন ইত্যাদি—"শূন কলেবর" এরূপ পাঠ আছে ও তাহাও সঙ্গত।

১৩। তো—তোমা।

১৪। বিনু—বিনা।

১৫। ধরই ইত্যাদি—কেহ ধরিতে পারে না।

১৬। ধরই ইত্যাদি—কেহ ধরিতে পারে না।

২৪।

(সখীর উক্তি।)

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধ বিষাদে (১) ॥
চাঁদ দিনহি দিনহি দীনহীনা।
সো পুনঃ পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা (২) ॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি (৩)।
ভাঙ্গি গড়াব বুঝি কত বেরি (৪) ॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুনঃ শিরে কর হানি ॥

১। রূপনারায়ণ ইত্যাদি—এই ভণিতার প্রকৃত অর্থ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অনেকগুলি পদে এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। যথা—

[ক] "রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা পরমাণ।"

[খ] "রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা।"

[গ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।"

[ঘ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে।" ইত্যাদি। এই সকল ভণিতা দেখিয়া বোধ হয় "রূপনারায়ণ" রাজা শিবসিংহের উপাধি ছিল। (কবির জীবন চরিত দেখ)।

মাধব ইত্যাদি—মাধববধরূপ বিষাদে [দুঃখের বিষয়ে] কি সাধ? (অভিলাষ)। "কি মাধবি সাধে" এইরূপ পাঠ করিলে "মাধববধে তুমি কি সাধ পরিপূর্ণ করিবে" এই অর্থ হয়।

২। চাঁদ হইতে—ক্ষীণা—চাঁদ দিনে দিনে (দিনান্তে) ক্ষীণ (দীনহীন) হয়, কিন্তু মাধব প্রতি নিমিষে [পালটি] ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছেন। চন্দ্রের ক্ষীণতা দিবসান্তে দৃষ্ট হয় কিন্তু মাধবের ক্ষীণতা প্রতি মুহূর্তেই দৃষ্ট হইতেছে।

৩। ফেরি—ফিরে, ঘুরিয়া বেড়ায়।

৪। বেরি—বার।

২৫।

(সখীর উক্তি।)

ভূপালী।

জীবন চাহি (৫) যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ (৬) ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ কলাসম বাড়ি (৭)।
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥
তুহু যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ (৮)।
চৌরি (৯) পিরীতি হবে লাখগুণ রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকাক (১০) ইহ বড় কাজ ॥

২৬।

(সখী শিক্ষা।)

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল (১১) ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত (১২) ॥

৫। চাহি—অপেক্ষা।

৬। সুপুরুখ সঙ্গ—সুপুরুষের সহিত মিলন। ৭। ছাড়ি, বাড়ি—ছাড়, বাড়।

৮। অনুসঙ্গ—স্নেহ। ৯। চৌরি—গুপ্ত

১০। গুণবতিকাক—গুণবতিকার।

১১। সুজনক হইতে—মূল—স্বর্ণকে দগ্ধ করিলে মূল্য দ্বিগুণ হয়, সেইরূপ প্রেম বিরহানলে বর্দ্ধিত হয়।

১২। টুটইতে ইত্যাদি—যেমন মৃণাল-সূত্রকে ছিঁড়িতে গেলে তাহা না ছিঁড়িয়া বাড়িতে থাকে তেমনি

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি (১)।
সকল কণ্ঠ নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

২৭।

(শ্রীরাধার উক্তি।)

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করবি পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে (২) রভস কহ নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্ রাখব কোই (৩)॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহে তাক বিলাস॥

২৮।

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া (৪)ঠাম (৫)॥
বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনায়ত (৬) বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কি বলিব তোয়।
আজুক মিলন সমুচিত হোয়॥

২৯।

(সখীশিক্ষা বচন।)

ভূপালী।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব (৭) তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম (৮)। *
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম (৯)॥
পরশিতে দুহু করে ঠেলবি পাণি।
মৌনি করবি পহু (১০) করইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি (১১)॥
সাধসে(১২)ধরবি উলটি মোহে(১৩)কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ॥

১। সবহু ইত্যাদি—সকল (সবহু) হস্তীর (মতঙ্গজে) শিরে মুক্তা থাকে না।
২। তা সঞে—তাহার সহিত।
৩। জীউ ইত্যাদি—জীবন (জীউ) খন বাহির হইবে (নিকসব) কে (কোই) রক্ষা করিবে।
৪। পিয়া—প্রিয়। ৫। ঠাম—স্থানে।

৬। বনায়ত—বিন্যাস করে।
৭। দেয়ব—দিব।
৮। বৈঠবি শয়নক সীম—শয়নের এক পার্শ্বে উপবেশন করিবে।
"ভজন্ত্যাস্তল্পান্তম্" জয়দেব ১১শ সর্গ।
* "আধ নেহারবি বঙ্কিম-গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণী।
মৌনি করবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়া ধরি বলে নেয় নিজ পাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।
পিয় পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥ পাঠান্তর
৯। মোড়বি গীম—গ্রীবাদেশ ফিরাইবে। ১০। পহু—পুনঃ।
১১। আপি—অর্পি, অর্পণ করিয়া।
১২। সাধসে—সভয়, সসাধ্বসং।
১৩। মোহে—আমাকে।

৩০।

(সখীশিক্ষা।)

কানড়া।

শুন শুন মুগধনি (১) মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ (২)॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে (৩) না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ (৪)।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক (৫) বন্ধ॥
মান করবি কছু রাথবি ভাব।
রাথবি রস জনু পুন পুন আব (৬)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

শ্রীরাধার রূপ।

৩১।

মায়ুর।

কবরী ভয়ে চামর গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরী কাহে মোহে(৭)সম্ভাষি না যাসি(৮)
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি (৯)॥
কুচ ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু(১০)
ঘট পরবেশে হুতাশে (১১)।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহুঁ,
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন প্রতাপে॥

৩২।

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
শাঙর (১২) চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গ (১৩) হি উরল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামা হে অধিক চন্দ্রিম (১৪) ভেল।
কতনা (১৫) যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোরে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি,
হিমে গিরি না লুকায়॥

১। মুগধনি—মুগ্ধে।

২। বাত-বিভঙ্গ—বাতেপঙ্গু, জড়সড়।

৩। নিয়ড়ে—নিকটে।

৪। কন্ধ—স্কন্ধ।

৫। নীবিহক—কটিদেশের।

৬। আব—আইসে।

৭। মোহে—আমাকে।

৮। যাসি—যাইতেছ। (যাধাতু—লটের সি।)

৯। ডরাসি—ভয় করিতেছ। (লটের সি)।

১০। রহু—থাকে।

১১। ঘট পরবেশে হুতাশে—হতাশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে।

১২। শাঙর—শ্যামল (?)

১৩। সঙ্গ—একত্র। ১৪। চন্দ্রিম—শোভা।

১৫। কতনা—(হিন্দী—কেতা) কত।

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণী
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেমিল (১)
অলিভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

৩৩।

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা (২)॥
সুন্দর বদন চারু অরু (৩) লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতা-বলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা—খগপতি-চঞ্চু-ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দুউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কোপ যো জান।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

১। পেমিল (ক)—প্রমীলিত (?) ; (খ) প্রেমযুক্ত অর্থাৎ পবন ভরে আন্দোলিত। "পবনে হেলিত"—পাঠান্তর।

২। ত্রিভুবন ইত্যাদি—ত্রিভুবন বিজয়ী

অভিসার।

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

৩৪।

ভূপালী।

রজনী (৪) ছোটি অতিভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা (৫)।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি (৬) পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা (৭)।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা (৮)॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নাহি পারা (৯)॥
সব যোনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভানত লোলি (১০)॥

৪। "রয়নি" এই পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় কিন্তু ইহা স্পষ্টতই ভুল। রজনী—ভুলক্রমে রযনী-বয়নী-বয়নি-হইয়াছে।

৫। ভীম ইত্যাদি—পথ (সরণ) ভয়ানক সর্পময় (ভীমভুজঙ্গম, বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ)। ৬। বিহি—বিধি।

৭। গগন সঘন ইত্যাদি—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী পঙ্কময়।

৮। বিঘিন ইত্যাদি—বিঘ্ন (চতুর্দ্দিকে) বিস্তারিত, ভয় উপস্থিত হইতেছে।

৯। চলইতে ইত্যাদি—চলিতে [চরণ?] স্খলিত হইতেছে [খলই-স্খলিত] ও দেখিতে [লখই—লক্ষয়িতুং] পাওয়া যাইতেছে না।

১০। "সব যোনি—লোলি"—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "লোলে [লোলি] তুমি যদি [নিরাপদে] উপস্থিত হও [আওত] তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব [মানবি] যে সকল জীবকে

বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই (১)॥

৩৫।

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ (২)।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি (৩)।
পন্থ হি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার (৪)॥
বিঘিনি বিথারিত বাট (৫)।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছন নাহি হেরি আন॥

প্রভায় নত করিয়া [ভানত] ভুলাইয়াছ [ভুললি]। এইরূপ অর্থ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা অন্য কোন সুলভ অর্থ বা পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

১। প্রেমহি ইত্যাদি—প্রেমে কুলবতী অবমাননা সহ্য করে।

২। একলি ইত্যাদি—একলা প্রয়াণ করিল।

৩। মুদরি—খুলিয়া।

৪। মনমথ ইত্যাদি—মন্মথ হৃদয়ে উজ্জ্বল রহিয়াছে "মনমথে হেরি উজিয়ার" এরূপ পাঠে—মন্মথ প্রভাবে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। ৫। বাট—পথ।

৩৬।

ধানশী।

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা (৬)।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে (৭)।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী জিনি
আধ বিধুবর ভালে (৮)॥
নলিনী, চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু, জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি (৯)॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল, জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে (১০)॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরিকটক(১১)
জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥

৬। সঙ্কেত গেহা—সঙ্কেত গৃহ।

৭। অলকা ইত্যাদি—ভৃঙ্গ ও শৈবাল জিনি অলকা।

৮। আধবিধু ইত্যাদি—কপালে অর্দ্ধচন্দ্র অর্থাৎ কপাল অষ্টমীর শশীর ন্যায় অপ্রশস্ত ও সুন্দর।

৯। শ্রবণ (কর্ণ) গৃধিনীর অপেক্ষা উত্তম। বিশেখি—বিশেষি, বিশেষ হইয়া।

১০। করগবীজ—করঙ্গবীজ—নারিকেলের খোল; অথবা—কমণ্ডলু। আকারে কম্বুকণ্ঠ করঙ্গবীজ (কমণ্ডলুকণ্ঠ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১। গিরীশিখর। "গিরি জিনিয়া কঠোর কুচ সাজা।" ইতি পাঠান্তর।

লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা (১)।
নাভি সরোবর-সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণী।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দুরতন (২) জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥ (৩)
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥

৩৭।

তিরোতা।

আঁচরে (৪) বদন ঝাঁপহ (৫) গোরি।
রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি (৬) ॥
ঘরে ঘরে পহরী(৭)ছোড়ি গেলি যোয়(৮)।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় (৯) ॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি (১০)।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি (১১) ॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি ॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি (১২) বিপদক লেশ ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক ॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক ॥

মিলন।

৩৮।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই ॥
কমলিনী—কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভোখিল (১৩) মধুকর ॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনু পাঁচবাণ ॥
পরোবধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা ॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরে সহাবি ফুলধনু ॥

১। তরঙ্গিণীর রঙ্গ অর্থাৎ ঢেউ।

২। ইন্দুরত্ন—মুক্তা।

৩। "উরুবর কদলী করিবরকর জিনি
পিক বীণা অমিয়া জিনি বাণী।
কর পদ কিসলয় নবীন পল্লব
চম্পক কোরক জিনি।" ইতি পাঠান্তর।

৪। আঁচরে—অঞ্চলে। ৫। ঝাঁপহ—আবৃত কর।

৬। রাহু ইত্যাদি—যেরূপ (জনু) রাহু গ্রহণ সময়ে চন্দ্রকে চোর স্বরূপ করে।

৭। পহরী—প্রহরী।

৮। যোয়—যাহাদিগকে।

৯। অবহি ইত্যাদি—এখনি ধনি তোমাকে দেখিতে পাইবে।

১০। বিজোরি—বিদ্যুৎ।

১১। বাণীক ইত্যাদি—কথা আস্তে আস্তে কহিবে।

১২। জনি—যদি।

১৩। ভোখিল—ভোজনপ্রিয়। ক্ষুধার্ত্ত।

বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে॥

৩৯।

কামদ।

একে ধনি পদুমিনী (১) সহজেই ছোটি।
করে ধরইতে করে করুণা কোটি॥
হঠ পরিরম্ভনে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল (২)॥
বালি—বিলাসিনী, আকুল—কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান (৩)।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহিঁ সঙ্গ॥

৪০।

বালা ধানশী।

ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি (৪)।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি (৫)॥
"নহি নহি" কহয়ে. নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর (৬)॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনিথোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

বসন্তলীলা।

৪১।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড (৭)।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড (৮)॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত (৯)।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধর মাথ (১০)॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায় (১১)।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল (১২) পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥

১। পদুমিনী—পদ্মিনী।

২। হরিডরে ইত্যাদি—হরির ভয়ে (হরিণী) হরিপ্রিয়া রাধা হরি হৃদয়ে কম্পিত হইলেন, সিংহের ভয়ে হরিণীর ন্যায়। ডোল—সংস্কৃত দোল শব্দের প্রাকৃত। প্রাকৃত প্রকাশ ২য় পরিচ্ছেদ ৩৫ সূত্র।

৩। নয়নক ইত্যাদি—নয়নের প্রান্তভাগ চঞ্চলতা প্রকাশ করিল।

৪। ভেলি, গেলি—৫ পৃষ্ঠা (১) টীকা দেখ।

৬। শয়নক ওর—শয্যার সীমা অর্থাৎ এক পার্শ্বে।

৭। দিনকর ইত্যাদি—শীতান্তে সূর্য্যের দীপ্তিপ্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পৌগণ্ড—বাল্যকাল।

৮। কেশরকুসুম ইত্যাদি—মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশরকুসুম বিকাশে। ধয়ল—ধরিল।

৯। নৃপ-আসন ইত্যাদি—নূতন পীঠল বৃক্ষের পত্র বসন্তের রাজসিংহাসন (নৃপাসন) হইল।

১০। মাথ—মস্তকে।

১১। মৌলি—শিরোভূষণ। তায়—তাহাতে।

১২। আন দ্বিজকুল—অন্য পক্ষী সকল।

কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান (১)।
পাটনতুল অশোক দলবান (২)॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহু (৩) কয়ল নিরমূল॥
উধারল (৪) সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

৪২।

মায়ূর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল (৫) কিশোর।
কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন,
নব-নব-প্রেম-বিভোর (৬)॥
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া (৭)
নবকোকিলকুল গায়।
নবযুবতীগণ চিত উনমাতই (৮)
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নবন ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি (৯)॥

৪৩।

বিহাগড়া।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি (১০)।
মধুর-কুসুম-মধু মাতি (১১)॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ (১২)।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ (১৩)॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

৪৪।

কল্যাণ অথবা বসন্ত।

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ।
রসময়-রাস-রভস-রস মাঝ॥

১। কুন্দবল্লী ইত্যাদি—তরু কুন্দবল্লী রূপ নিশান ধরিল। বহু শাখাপল্লববিশিষ্ট লতাজাল বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান হইয়া রাজপতাকার শোভা করিল।

২। পাটন ইত্যাদি—দলবান্ অশোক সহর (পাটন) তুল্য হইল।

৩। সবহু—সম্পূর্ণরূপে (?)।

৪। উধারল—উদ্ধার হইল। জল হইতে বাহির হইল।

৫। নওল—নব।

৬। বিভোর—বিহ্বল, মত্ত। সমস্ত পদটী কিশোর শব্দের বিশেষণ।

৭। মাতিয়া—মত্ত।

৮। উনমাতই—উন্মত্ত করে।

৯। মাতি (মাতই) মত্ত করিয়া।

১০। পাঁতি—পংক্তি।

১১। মধুর-কুসুম-মধু কর্তৃক (পানে) মত্ত।

১২। মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ—নাচিতে নাচিতে চলিবার ভঙ্গী।

রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস-রসিকসহ রস অবগাই (১)॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই (২)।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই (৩)॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত (৪)।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব (৫) মহতি কপিনাশ (৬)।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যা-পতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান (৭)॥

৪৫।

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া (৮)॥
ডগ মগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।

১। রসে নিমগ্ন। অবগাই—অবগাহন করিতেছে।

২। নটই—(সং নটতি) নাচিতেছে।

৩। রটই—(সং রটতি) বাজিতেছে।

৪। রহি রহি ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে মধুর রাগ সকল রচনা করিতেছেন। রঙ্গিণীগণ মধ্যে মধ্যে আদ্যরসের উদ্দীপন-কারিণী রাগিণীগণের আশ্রয়ভূত বসন্তরাগ গান করিতেছেন। বসন্ত রাগের রাগিণী ললিত, রামকিরী, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি।

৫। রবাব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৬। কপিনাশ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৭। জান—জানেন।

৮। ধ্বনিয়া—ধ্বনি।

বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব (৯)॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতিমতি ক্ষোভিত হোতি (১০)।

৪৬।

কেদার।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডল লাগি (১১)॥
রহিতে সোয়াথ(১২)নাহি, নৌতুন লেহ
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধামিনী লোল ঝুট (১৩) করি বন্ধ।
পহিরণ বসন (১৪) আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনোরথ কেলি॥

৯। রাব—শব্দ।

১০। হোতি—হইতেছেন।

১১। লাগি—(লাগই) লাগিতে।

১২। সোয়াথ—(সোয়াস্তি) সুখ।

১৩। ঝুট—কবরী। ঝুঁটি।

১৪। পহিরণ ইত্যাদি—পরিধান বস্ত্র অন্যরূপে বিন্যাস করিয়া।

৪৭।

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু তৈছে বিহার॥

৪৮।

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর॥

৪৯।

ভূপালী।

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুঁহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥

৫০।

পঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়।
কেলিকলা সব কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলকামেটি গেলহি দূর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহি পূরল সকলহি গা।
বমন লেই ঘন ঘন কর বা (১)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥

৫১।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনী কি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি কার তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥

৫২।

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে(২)।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥

১। বা—বাতাস।

অলপ বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ সে লাজ ডর অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হামে হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কো জান॥
দেল হি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজিল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারি।
তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই (১)।
সো রস সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি (২)।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবক ভাগি (৩)।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল,সম্ভেদ (৪)॥

৫৪।

বালা ধানশী।

কহ সখি সাঙরি (৫) ঝমরি দেহা (৬)।
কোন পুরুখ সঞে নেয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার (৭)।
কোন লুঠল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধয়ল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহুঁ পূরবক পুণে (৮)॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা প্রমাণে॥

৫৫।

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥
হঠ করি নাহ (৯) করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
জনসি তব্ কাহে করসি পুছারি (১০)।
সে ধনি যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

১। গোই—গোপন করিয়া।
২। শাতি—শাস্তি। রস—আনন্দ।
৩। ভাগি—ভাগ্য।
৪। সম্ভেদ—মিলন। "সম্ভেদঃ সিন্ধু-

৫। সাঙরি—স্মরণ করিয়া।
৬। ঝামরি দেহা—মলিন (কৃষ্ণবর্ণ) শরীরা। ৭। পঙার—প্রবাল।
৮। পুণে—পুণ্যে।
৯। নাহ—নাথ।

৫৬।

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুন্দরী সুবদনী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লেই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥

৫৭।

কেদার।

বালা-রমণী- রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দেই দ্বিগুণ দুখ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে যেন বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক করে ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোরসি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর, মুগধিনী—নারী॥

৫৮।

ধানশী।

করে কর ধরি, যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে শপথি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন ললিত ভূষণ
ফুয়ল (১) কবরী ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার (২)॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাঁধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি (৩)
বিপদ পড়িল রাধা॥

৫৯।

ভুপালি।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কঙ্কণ কন কন
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে একু জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥

১। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

২। বিছুরি পার—তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি?

৩। উমতি—চঞ্চলচিত্ত।

৬০।

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজ কি হইল ধন্দ!
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপলে চন্দ॥
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতি কহুঁ
ঐছন সকল শোহে॥
নায়ক গোপনে, জপে নিরঞ্জনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান॥

৬১।

সুহই।

কিঁ কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র অভিলাষ॥
মানইতে নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতিঃ।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পঁহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।

৬২।

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
আপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সন্তায়ল
আতলে সুরধুনি-ধারা।
তরল তিমির শশী-শূর গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগ মগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চুরীগণ রু রু রোলে॥
প্রণয় পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

৬৩।

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর রাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়ল সেই ঠাম॥
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আন লাগই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি॥

মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস অনুমান।

৬৪।

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয়মুখ সুমুখী চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
রতিবিপরীত বিলম্বিত হার।
কনকলতাপরি দূধক ধার॥
কিঙ্কিণীশবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ী রণ বাজন বাজ॥
বিগলিত কুসুম—মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন জলে দূধতরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠাম॥

৬৫।

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগচারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে করল সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রময়িতে ভয় নাহি মান॥

প্রেমবৈচিত্র।

৬৬।

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা (১)।
সুজনক পিরীতি পাষাণে জনু রেহা (২)॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর (৩) মোড়ি (৪)॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর (৬) পিরীতি সো জন অন্ধা॥

৬৭।

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই (৭) সব্‌কোই (৮)।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই (৯)।
হরি হরি(১০) পিরীতি না কর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি॥

১। লেহা—প্রীতি, স্নেহ।
২। রেহা—রেখা, উল্লেখ।
৩। আঁকুর—অঙ্কুর।
৪। মোড়ি—মর্দ্দন করিয়া, দলিয়া।
৫। নিজ করি' জানি,—আপনার মনে করিয়া। ৬। যাকর—যাঁহার।
৭। কহই—বলে।
৮। সবকোই—(হিন্দী) সকলেই।
৯। মোই—আমাকে।

৬৮।

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম-পরিণামা (১)।
বল্কে (২) জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার একঠামা (৩)॥
ঝাপন (৪) কূপ লখই (৫) না পারনু
যাইতে পড়লহুঁ ধাই (৬)।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে (৭) চাই॥
মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহুঁ (৮) জানলু (৯) ন ভেলা।
আপন চতুরপণ (১০) পর হাতে সোঁপনু,
হৃদয়গরব দূর গেলা॥
এত দিন আন, ভাণে হাম আছিনু (১১)
অব বুঝনু অবগাহি (১২)।
আপন শূল হাম, আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব কাহি (১৩)॥

১। প্রেম-পরিণামা—প্রেমের পরিণাম।
২। বল্কে—(হিন্দী) বল্কে, অব্যয় বিশেষ। ৩। একঠামা—একবিন্দু।
৪। ঝাপন—লুক্কায়িত।
৫। লখই—লক্ষ্য করিতে, দেখিতে।
৬। যাইতে ইত্যাদি—ধাইয়া যাইতে পড়িলাম। ৭। পাছু—পশ্চাৎ। তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে।
৮। পহিলহুঁ—প্রথম।
৯। জানলু—জ্ঞাত।
১০। চতুরপণ—চতুরপণা, চতুরতা?
১১। এতদিন ইত্যাদি—এত দিন আমি অন্য ভাণে (ভাবে) ছিলাম, অর্থাৎ সংস্কার অন্যরূপ ছিল।
১২। অবগাহি—অবগাহন করিয়া।
১৩। দোখ ইত্যাদি—এক্ষণে কাহার (কাহি)

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন শুন যুবতি,
চিতে নাহি গণবি আনে (১৪)।
প্রেমকারণ, জীউ উপেখয়ে (১৫)
জগজন কো নাহি জানে॥

৬৯।

সুহই।

পাসরিতে (১৬) শরীর হোয় অবসান(১৭)
কহিতে না লয়অব বুঝই অবধান (১৮)॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জরমাহা সারী (১৯)॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ (২০)॥

৭০।

সিন্ধুড়া।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজনবোল।
মনে কিছু না গণনু ও রসে ভোল (২১)॥

১৪। গণবি আনে—অন্য গণনা করিবে না অর্থাৎ মনে করিবে না।
১৫। উপেখয়ে—উপেক্ষা করে।
১৬। পাসরিতে—ভুলিতে।
১৭। অবসান—অবসন্ন।
১৮। কহিতে ইত্যাদি—স্পষ্ট বলাও এক্ষণে বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত হয় না।
১৯। পিঞ্জরমধ্যস্থিতা সারিকার ন্যায়।
২০। লেহ—স্নেহ। প্রাকৃত প্রকাশ।
লেঠা?

কুলজা-রীতি ছোড়নু যছু (১) লাগি।
সো অব বিছুরল (২) হামারি অভাগি॥
সোঙরি (৩) সোঙরি সখি কহবি মুরারি
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি (৪)॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন- বচন অবধান (৫)॥
নারী অবলা হাম কি বলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ- গুণক-নিধান (৬)॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই (৭)॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥

৭১।

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল (৮)
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে (৯)॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই (১০)।
আপন করে হাম মূড় মুড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই (১১)॥
চোররমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই (১২)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

৭২।

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর- বিদগধ জান (১৩)॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ (১৪)

১। যছু—যাহার।

২। বিছুরল—বিস্মৃত হইল, ত্যাগ করিল।

৩। সোঙরি—মনে করিয়া।

৪। সুপুরুখ ইত্যাদি—সুপুরুষ নাগরীর দোষ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করে।

৫। করয়ে ইত্যাদি—কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন।

৬। রসনানন্দগুণকনিধান—বাক্‌পটু।

৭। এহি ইত্যাদি—এরূপ বলিবে যে, যেন দোষ ও রোষ সমস্ত কিছুই না থাকে। "অবগাই" স্থানে অবসাই হইবে। অবসাই—অবসান হয়।

৮ তৈলবিন্দু ইত্যাদি—জলে বিস্তা-

৯। সিকতা ইত্যাদি—যেমন বালুকার উপর জল শুকাইয়া যায়, তেমনি তোমার প্রীতি অল্পদিনেই গিয়াছে।

১০। তাকর ইত্যাদি—তাহার বচনে লুব্ধ হইয়া।

১১। আপন ইত্যাদি—কানুর উপর প্রেম বাড়াইয়া আপন হস্তে আপনার মস্তক (মূড়) মুণ্ডন করিলাম।

১২। সো ফল ইত্যাদি—তাহার ফল আমাই ভোগ করিতে হইবে।

১৩। নাহ ইত্যাদি—নাথ রসিককুলের শ্রেষ্ঠ জানিবে।

উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া-মাহা জাগ (১) ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ (২)।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ ॥

৭৩।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে (৩)।
কানুসে (৪) অবহি (৫) করবি প্রেমভোগে ॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া ॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস ॥

৭৪।

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান ॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজন পিরীতি কবহুঁ দূর নয় ॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা ॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায় (৬) ॥

৭৫।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ (৭) ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি (৮) সাথ ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ ॥
আন রমণী সঞে করহ বিলাস ॥
কো কহে রসিক-শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন ॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস ॥
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥

মান।

৭৬।

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি (৯) সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড় সাহস তোর ॥
মানিনি! আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥

১। উদভট—উদ্ভট। তোমার প্রেমানুরাগ নিয়মাতিরিক্ত হওয়াতে সদা (নিতি নিতি) হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবনা (জাগ) হইতেছে। মাহা—মধ্যে।

২। থেহ—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।

৩। অনুযোগে—আক্ষেপ বাক্যে।

৪। কানুসে (হিন্দী)—কানু হইতে।

৫। অবহি (হিন্দী)—এখনি।

৬। জুয়ায়—উপযুক্ত হয়, উচিত হয়।

৭। সুনেহ—সুস্নেহ।

৮। আনহি—অপর।

৯। ঝাঁপসি—আচ্ছাদন করিতেছ।

কিয়ে গিরি-বর কনয়া-কটোর (১)
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিরার উপর শম্ভু পুজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ॥
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত॥

৭৭।

ধানশী।

পীন, কনয়া-কুচ কঠিন, কঠোর।
বঙ্কিম-নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি! দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ এ মহত (২) রাখ মোর॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব ক'রে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহ বিদ্যাপতি তুহ সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান॥

৭৮।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত (৩)।
তুয়া কুচ হেম-ঘট, হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত (৪)॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়(৫)।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি (৬) যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

৭৯।

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ (৭)।
ও ধনী কামিনী পালটি না চাহ॥
বহুবিধ ব'ণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে, (৮) চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি (৯) বদন নেহারয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥

৮০।

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হের সি তাক বয়ান॥

১। কনয়াকটোর—সোণার কটোরা—স্তনযুগল। ২। মহত—মর্য্যাদা।

৩। সঞ্জাত (বোধ হয়)—সংযত, সংযম অর্থাৎ ক্রোধোপশম, দয়া।

৪। তুয়া কুচ—ধরিহাত—তোমার কুচ হেমঘট, হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ, তাহার উপরে হাত ধরি।

৫। কোয়—কাহাকেও।

৬। শাতি—শাস্তি।

৭। নাহ—নাথ।

৮। নিকসয়ে—নির্গত হয়।

৯। ঠাড়ি—দণ্ডায়মান হইয়া।

সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর-কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রস-বন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ কাল বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সঙ্গাতি (১)।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত (২)॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় উচিত॥

৮১।

গান্ধার।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর (৩)
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম করু তোর॥
রামা হে তু বড় কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-তুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগই
শুনই দেখই তোয়।
এ ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয় (৪)॥
কত পরবোধি, না নামে রহসি (৫)
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

৮২।

কামোদ।

দিবস তিল আধ বাখবি যৌবন
বহুই দিবস সব যাব (৬)।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই (৭)
কাল বিরহ তুয়া লাগি (৮)॥
বিরহ-সিন্ধু-মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ নথ দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী উধার(৯)গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই (১০)॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

৮৩।

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর (১১) কোন অপরাধে॥

১। সঙ্গাতি—মিলন।

২। একান্ত—নির্জ্জনে।

৩। বাউর—বাতুল।

৪ রোয়—রোদন করে।

৫। রহসি—রহস্য। সখিগণের সহিত কৌতকালাপ।

৬। দিবস তিল আধ—সব যাব—অল্প দিন যৌবন থাকিবে, দিন বহিয়া যাইবে।

৭। আন নাহি ভাবই—আর কিছুই ভাবে না।

৮। কাল—লাগি—তোমার নিমিত্ত বিরহ তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে।

৯। উধার—উদ্ধার কর।

১০। লেই—লও;

গগনে উদয়ে (১) কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা (২) ॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী চয় লখি না লখি (৩) ॥
শুনি ধনি মনো-হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর (৪) ॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল ॥

৮৪।

ধানশী।

সখি হে না বোল বচত আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড় (৫)।
কনয়া কলস বিখে (৬) পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই (৭) ॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ (৮)

৮৫।

গান্ধার।

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম, পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ (৯) ॥
তাকর মূলে দিনু দূধক ধার (১০)।
ফলে কছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার (১১) ॥

১। উদয়ে—উদয় হয়।

২। "চাঁদ আনহি অবতারা"—কিন্তু চন্দ্র অন্য প্রকার অবতার। চাঁদ আনহি আঁধিয়ারা—এই পাঠে চাঁদ সকলকে অন্ধকার করে এইরূপ অর্থ হইবে।

৩। আন কি ইত্যাদি—লখি—আর কি বিশেষ করিয়া (বিশেখি) বলিব ? লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীকেও অবহেলা করি। "লখিমী চরণে না করহুঁ উপেখি"—পাঠান্তর।

৪। শুনি ধনি—পূর—এই সকল কথা শুনিয়া ধনী মনে হৃদয়ে ঝুরিতে (ক্রন্দন করিতে) লাগিল। এবং তখন (তবহি) মনেতেই মনঃপূর্ণ হইল। অথবা "পুড়" এই পাঠে মনে মনে পুড়িতে লাগিল।

৫। কাঠ—গুড়—কঠিন কাষ্ঠে গুড় মাখাইয়া তাঁহাতে মোয়া [মোদক] করিল।

৬। বিখে—বিষে।

৭। কুটিকে গুটিক পাই—কোটিতে একটি মাত্র পাওয়া যায়।

৮। বিভিন্ন পাঠ আছে :—

দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান।
স্ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে ধরয়ে বাণ ॥
যাহার হৃদয় যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এ সব চাতুরি বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥

৯। কাঞ্চন—আশ—পুষ্প কাঞ্চনের জ্যোতি প্রকাশ করিল। সুতরাং আশা হইয়াছিল বৃক্ষে রত্ন ফলিবে।

১০। ধার—ধারা।

১১। ফলে কছু—ইত্যাদি—কিন্তু ফলে কিছু দেখা গেল না, কেবল ঝনুঝনা মাত্র।

জাতি গোয়ালিনী হাম মতি-হীন।
কুজনক পীরিতি মরণ অধীন (১) ॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল (২) ডুবি গেল ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান ॥

৮৬।

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ (৩) না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী(৪)ভয়া(৫)মাধব লাগে ॥
যাকর ঘরমে বৈঠয়ে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি ॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল ॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব ॥
হাম যদি জানিতু (৬) কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত ॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥

১। কুজনক ইত্যাদি—কুজনের সহিত প্রীতি করিয়া এক্ষণে মরণের (মৃত্যুর) বশতাপন্ন হইলাম। অথবা কুজনের প্রেম মরণাপেক্ষাও মন্দ।

২। মূল—আসল।

৩। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

৪। নায়রী—নাগরী।

৫। ভয়া—হই।

৮৭।

তিরোতা।

শুন মাধব! রাধা বাধীনী ভেল।
যতন হি কত পরকার বুঝায়নু
তবু সে সমতি (৭) নাহি দেল ॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী,
শ্রবণে মুদয়ে (৮) দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী (৯) ॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
হেন বুঝি কুলিশ-সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান (১০)।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান (১১) ॥

৮৮।

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি (১২) ॥

৭। সমতি—সম্মতি।

৮। মুদয়ে—আবরণ করে।

৯। তোহারি ইত্যাদি—যে তোমার পিরীতিকে প্রতিদিন নব নব মনে করিত, সেই এক্ষণে তোমার কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করে না।

১০। হেন বুঝি ইত্যাদি—বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রময় সুতরাং কিরূপে মান ভঙ্গ করিবে।

১১। আপে ইত্যাদি—এক্ষণে (আপে) অথবা আপনি কানাই স্থির (সিধা—হিন্দী) থাকিও।

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত-বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল॥

৮৯।

ধানশী।

চরণ-নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ (১)॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহু না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান (২)॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি (৩)।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে? কহ ভাল সমুঝাই (৪)॥

১। চরণ ইত্যাদি—নখরঞ্জনী (নরুন্) যেমন পায়ের এক দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত লুটাইয়া যায়, গোকুলচন্দ্র সেইরূপ ছাঁদে আমার চরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

২। রোখ তিমি—ভান—রোষতিমির যে এত শত্রু তাহা আমি জানিতাম না। তজ্জন্য রত্নও গেরিমাটী [গৈরিক] বলিয়া বোধ হইল।

৩। ভাগি—ভাগ্য!

৪। রোয়সি ইত্যাদি—রোদন করিতেছ কেন, ভাল বিবেচনা করিয়া কহ।

৯০।

গান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল॥
হাম অবলা-মতি বামা।
না গণনু ইহ পরিণামা॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ (৫)॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে (৬) মিলায়ব কান॥

৯১।

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই (৭)।
আজু বুঝব সখি তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানাওবি মঝু পরণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি (৮) শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানওবি সোয় (৯)॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥

৫। আপন ইত্যাদি—আমরই কর্ম্মের দোষ। ৬। তুরিত—ত্বরিত।

৭। চাই—চাহিয়া, দেখিয়া।

৮। বচন না বান্ধবি—কথা কহিবে না।

৯। সোয়—তাঁহাকে।

সখীগণ গণইতে (১) তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

৯২।

ধানশী।

শুনইত (২) ঐছন রাইক বাণী।
নাগর নিকটে সখী কয়ল পয়াণি (৩)॥
দূর সঞে (৪) সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি (৫)॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
"কি করহ এ সখি, আওল কাহি (৬)॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম"॥
শুনি কহে সো সখী নাগরপাশ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ॥

৯৩।

ভূপালি।

এ ধনি মানিনি কঠিন-পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥
এছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে (৭) মিলন হোয় সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কাঁসঞে (৮) সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব্ না কহব বাত॥

মানান্তে।

৯৪।

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল (৯) নাহ।
করু সঙ্কীরণ (১০) রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে (১১) উরে কর দেল।
মনহি (১২) মনোভব তব্ নাহি গেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥

১। সখীগণ গণইতে—সখীগণের গণনা করিতে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে।
২। শুনইতে—শুনিয়া।
৩। পয়াণী—প্রয়ান।
৪। সঞে—হইতে।
৫। তোড়ই ইত্যাদি—ফুল তুলিতে লাগিল ও ফিরিয়া দেখিল। যেন নাগরের নিকট যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে।
৬। কাহি—কেন।
৮। কাঁসঞে—কাহার কাছে।
৯। আগোরল—বেষ্টন করিল।
১০। সঙ্কীরণ—সঙ্কীর্ণ।
১১। সাহসে—হঠাৎ।

৯৫।

ভূপালি।

অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান ॥
সখীগণ আনন্দে নিমগণ ভেল।
দুহু জন মনোমাহা (১) মনসিজ গেল ॥
দুহুঁ জন আকুল দুহু করে কোর।
দুহু দরশনে বিদ্যাপতি ভোর ॥

৯৬।

বরাড়ি।

দুহু রসময় তনু, গুণে নাহি ওর (২)।
লাগল দুহুঁক, না ভাগই জোর (৩) ॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার (৪) ॥
যোখল (৫) সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ (৬) ॥
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসিত পানি ॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে (৭) ॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল (৮)।
বিরহ-বিয়োগ তবহু দূর গেল (৯) ॥
ভণহু বিদ্যাপতি এ তিন সুরেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ ॥

৯৭।

বিভাস।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম ॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি ॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছু নাহি দেখি ॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহ চিরথাই (১০) ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয় করি কাহে না ফেরি বয়ানি ॥

১। মাহা—মধ্যে। ২। ওর—সীমা।

৩। লাগল ইত্যাদি—উভয়ে মিলিত হইল। মিলন (জোর—জোড়) কিছুতেই যায় না। পরস্পর ভিন্ন হয় না। "ভাগই" (হিন্দী) পলায়ন করা।

৪। কে নাহি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর প্রতি অনুরাগ ও রাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি পরস্পর প্রেমসম্বন্ধে কি না অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু এ সকল বিঘ্নেও উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

৫। বোধ হয় "পেখনু" হইবেক। পেখনু—দেখিলাম।

৬। ক্ষীর নীর ইত্যাদি—দুগ্ধ ও জলের যেমন পরস্পর প্রীতি (লেহ) তেমন আর

৭। যদি কেহ একবার (জলযুক্ত দুগ্ধকে) অগ্নিমুখে আনেও জলকে বিযুক্ত করিয়া দুগ্ধকে দণ্ড দেয়, তখনি দুগ্ধ তাপে অর্থাৎ শোকে আচ্ছন্ন হয় (উমড়ি—পড়ু) ও বিরহানলে ঝাঁপ দেয়। দুগ্ধ উথলিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়ে।

৮। যদি কেহ পুনরায় দুগ্ধে জল দেয়, তাহা হইলে যেমন দুগ্ধ জলকে পাইয়া শান্ত হয়, তেমনি রাধাসহ পুনর্ম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখের অবসান হইয়াছে।

৯৮।

ভূপালি।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগী-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখে হেরইতে গদ গদ ভেল ॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝনু তব হাম স্থকপট সোয় ॥
যে কিছু কহল তব্ কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ স্থন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুর ই ॥

৯৯।

ধানশী।

জটিলা শাশ (১) ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি (২) বেরি (৩) কাহে থাড়ি (৪)।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি (৫) ॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে (৬) বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥
যোগেশ্বর ফেরি (৭) বহুরিক পাণি ধরি
'কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব (৮)॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।"
জটিলা কহে আন দেব (৯) কাহা পাওব
তুহুঁ বীজ (১০) ইহ কর দান ॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহু জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥
পুন দুহুঁ জন মন্দিরে সঞে নিকসল (১১)
জটিলা সনে কহে ভাখী (১২)।
'যব্ ইহ গৌরি- আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥"
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগী-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহে নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥

১০০।

কামদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়ন স্থখে।

১। শাশ—শাশুড়ী। ফুকরি—উচ্চৈঃস্বরে। ২ বহুরি—(বৌড়ি) বধূ।
৩। বেরি—বাহিরে।
৪। থাড়ি—দাঁড়াইয়া।
৫। সতী (রাধা) পতির অমঙ্গলের ভয়ে নিমগ্না হইয়াছেন। অন্যপক্ষে গূঢ়ভাব;—পতির কোপের ভয় হেতু এইরূপ কৌশল করা হইয়াছে।
৬। সঞে—(হিন্দী—বিভক্তি সেঁ) হইতে।
৭। ফেরি—(হিন্দী—ফের) পুনঃ, উত্তর করিলেন।
৮। যোগেশ্বর-রূপ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ রাধার করকোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বনদেব কুশল করিবেন" কিন্তু "এই একটি বাঁকা দাগে (অঙ্ক) ভয় হইতেছে" (বিশঙ্কউ—সং, বিশঙ্কতে)। ইহ—অর্থাৎ রাধার করতলে।
৯। দেব—মন্ত্রদাতা গুরু।
১০। বীজ—মন্ত্র।
১১। নিকসল—বহির্গত হইল।
১২। ভাখী—ভাষী, বাক্পটু। চতুর।

রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলতহিঁ রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ-শরে হানল
উরজি দরশি মনোবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছু বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন বাহু পসারল
তাহি মারত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভান॥

১০১।

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরী রজনী-বিলাস।
কৈছনে নাহ (১) পূরল তুয়া আশ॥
কতহুঁ (২) যতনে বিহি করি অনুমান।
নাগর-নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহি (৩) তুহুঁ বর-নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥
"পিয়াক পীরিতি হাম কহই না পার।
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামার॥
আপন মালতী মাল হিয়াসে (৪)উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোর।
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল (৫) কুবরী বান্ধল অনুপাম।
তাহে বেঢ়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই বয়ান।
আনন্দনীরে ভরল নয়ান॥"
ভণয়ে বিদ্যাপতি সখীগণ সঙ্গ।
উথলল মদন-পয়োধি-তরঙ্গ॥

১০২।

রামকেলী।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কটারি কামে নাহি আয়লু
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসলু
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলঁহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়লু
সো কি জানয়ে রতি-রঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহুঁ গোঙারিণী সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে॥

মিলন।

১০৩।

ভূপালি।

নব কুচে দেখি নখ জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙ্গার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥

১। নাহ—নাথ।
২। কতহুঁ—কত।
৩। মাহি—মধ্যে।
৪। হিয়াসে—হৃদয় হইতে।
৫। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

১০৪।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ—কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা—রতন করই সমতুল॥
যো কিছু করু নাহি কলা-রস জান।
নীর—ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাঁহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পাণ॥

১০৫।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতল কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওল ধাই।
শুতি রহল মুখে অাঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়লু তঁহি নিদ গেল॥
হেরিহি হেরিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥

১০৬।

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ।
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বদলিয়া মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহুঁ ভৈনু ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধনু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী সব রস জান॥

১০৭।

বিভাষ।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজ্ অতি নিয়ড়ে (১) করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধনে লাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি, দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম, না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি, নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম (২)।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি (৩) ওর (৪)।
বুঝই না বুঝই হরষ রোল॥

১। নিয়ড়ে—নিকটে।
২। অনুপাম—অনুপান।
৩। আরতি—আরক্তি, অনুরক্তি। আরতির ওর—অর্থাৎ নিবৃত্তি, শেষ সীমা। (এরূপ অর্থও হইতে পারে।)

১০৮।

সুপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই ॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতিক সঙ্গ ॥
বেণী বনাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে ॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন-নূপুরে ॥
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ ॥

১০৯।

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেল।
পরসঙ্গে (১) রজনী অধিক ভৈ গেল ॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ ॥
শুতি রহল হাম করি একচিত।
দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত ॥
না বোল সজনি পুন স্বপন-সম্বাদ।
সই ইথে কেহ জানি করে পরিবাদ ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাজ ॥
এক পুরুখ পুন অওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে ॥
সে ভয়ে চিকুর চির আনহি গেল (২)।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল ॥
অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব (৩) ॥

১১০।

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ। হাম চলনু গেহ ॥
অধরু আচর ওর। ফুয়ল কবরী মোর ॥
টীট(৪)নাগর চোর। পাওল হেম কটোর ॥
ধরিতে ধয়ল তায়। তোড়ল নখের ঘায় ॥
চকোরে চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমের ফাঁদ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ। পূরল দুহুক কাম ॥

১১১।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয় ॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান ॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যায়।
মলয়-শিখরি জনু হিমে না লুকায় ॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ ॥

১। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, কথায় কথায়।

২। সে ভয়ে ইত্যাদি—সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।
"সে ভয়ে চিকুর চিকিয়া নাহি গেল।" ইতি পাঠান্তর।

৩। পতিয়াব—বিশ্বাস করিবে।

৪। টীট—নষ্ট, (ঠেঁটা)

ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥

১১২।

পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দি-তীর।
অঙ্গ হি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তাহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ মোড়য়ে ঢীট মাধাই।
তনু তনু ঝাপিতে ঝাপন ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥

১১৩।

ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহিঁ রতি ঢীট পীঠ রহু চোর॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই॥
না করহ আরতি এ অবুঝ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত সুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশয়াস।
হাস কিরণে ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ, চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥

১১৪ন

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি (১) খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহুবল্লব আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব (২) দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

তিরোতা।

১১৫।

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই (৩) রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি (৪) মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত, পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ (৫)॥
ইহ বর (৬) শবদ পশলু (৭) যব শ্রবণে।
তব (৮) বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি তুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥

১। ঘগরি—(হিন্দী) ঘাগরা।
২। বুতায়ব—(হিন্দী) নির্ব্বাণ করিব।
৩। ফুকরই—উচ্চস্বরে। ৪। অনুমতি মাগিতে—বিদায় চাওয়ায়। ৫। পয়াণ—প্রয়াণ। ৬। বর—মধুর। ৭। পশলু—প্রবেশ করিল। ৮। তব (হিন্দী)—তখন।

যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস (১)।
ইবঠলি তুহুঁ তব ছোড়ি নিশোয়াস ॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥

১১৬।

বালা ধানশী।

মাধব! বিধু বদনা (২)।
কবহুঁ (৩) না জানই বিরহক বেদনা ॥
তুহুঁ পরদেশ (৪) যাবে শুনি ভই (৫) ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু, দীনা ॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি(৬) আয়াসে(৭)।
কোকিল করলবে উঠই তরাসে ॥
লোরহি (৮) কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ-ভূখণ (৯) ক্ষিতিতলে মেল (১০) ॥
আনত বয়ানে রাই, হেরত গীম (১১)।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন (১২) ॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত (১৩) ॥

১১৭।

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরা পুরে গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল ॥
রোদিতি (১৪) পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই (১৫) মাথুর মুখে ॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে (১৬) ॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত ॥

১১৮।

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন (১৭) ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরী ॥
কৈছনে যায়ব যামুন-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর ॥
সহচরী সঞে যাঁহা(১৮) কয়ল ফুল-খেরি(১৯)।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥

১। আশোয়স—আশ্বাস।
২। বিধুবদনা—রাধা। ৩। কবহুঁ—কখনও। ৪। পরদেশ (হিন্দী) দেশান্তর।
৫। ভই (হিন্দী) হইয়াছে।
৬। শুতলি—শয়ন করিল।
৭। আয়াসে—কষ্টে।
৮। লোরহি—অশ্রুতে। ৯। ভূখণ—ভূষণ। ১০। মেল—পড়িল (মিলিল)।
১১। গীম—গ্রীবা। ১২। ছীন—ক্ষীণ অথবা ছিন্ন (ইতর বাঙ্গালা ছিনে)।
১৩। বিরহিণীর সকল দুঃখ গণনা করিতে মোহ উপস্থিত হইল। ভেলি—ভেল,

১৪। রোদতি—(সং) রোদন করিতেছে।
১৫। ধাবই—(সং ধাবতি) ধাইতেছে।
১৬। বুলে—বিচরণ করে। বীরভূমাদি প্রদেশে কথাটি এখনও প্রচলিত আছে।
১৭। শূন—শূন্য।
১৮। যাঁহ (হিন্দী)—

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান (১)॥

১১৯।

তিরোতা ধানশী।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি (২) শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক আনন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ (৩)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

১২০।

গান্ধার

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় নিদারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দূরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার (৪)।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি (৫) মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশে উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

আনি দেই মোর পিউ(৬), রাখয়ে আমার জীউ
কো ইহ করুণাধান (৭)।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিতু,
তুরিতহি মিলব কান॥

১২১।

তিরোতা ধানশী।

পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ হুজে (৮) মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ পুন হবে মেল॥

১২২।

সুহই।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ (৯)।
সোঙরি সোঙরি(১০)লেহ, ক্ষীণ ভেল দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু (১১),
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।

১। কৌতুকে ছাপিত—কানাই তথা কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত (ছাপিত) আছেন।

২। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।

৩। দুঃখ হাম পাশ—দুঃখ আমার নকটে রহিল।

৪। পরকার—প্রকার, উপায়।

৬। পিউ—প্রিয়।

৭। কো ইহ করুণাধান—এখানে কে এরূপ দয়ালু আছে যে, আমার প্রিয়কে ইত্যাদি।

৮। হুজ—পঙ্ক ও গঁজা।

৯। কাহে কহব এ সম্বাদ—কাহাকে এ সম্বাদ (বিবরণ) বলিব?

১০। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।

১১। পূরব—আছনু—পূর্ব্বে আমি প্রিয়তমা নারী ছিলাম। পিয়ারী (হিন্দি)—

ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি (১), জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥

১২৩।

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালিতে ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণী গণ রাখল বারি (২)॥

১২৪।

তিরোতা ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙলে বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন (৩) কয়ল হিয়ে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥

বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরম সমাপন প্রেম ভিখারী॥

১২৫।

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখহ মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ গণইতে নৈয় (৪) মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
দিনে এক বেরি পিয়া নৈয়ে মোর নাম।
অরুণ দুর্ল্লভ করে দেয়ে জল দান (৫)॥
এই সব অভরণ দিয় পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥

১২৬।

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম শিখরসি ধাবল (৬)
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই (৭)
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জাননু বিহি প্রতিকূল॥

১। আশ নিগড় করি—আশাদ্বারা গড়বন্দী করিয়া।

২। পুররমণী ইত্যাদি—পুরের (নগরের—মথুরায়), রমণীগণ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছে।

৩। আন ইত্যাদি—ভাবিলাম এক,

৪। নৈয়—লইও, করিও।

৫। দিনে এক বেরি—ইত্যাদি—আমিত মরিলাম, এখন যেন দিনান্তে একবার আমার নাম করিয়া প্রিয়তম স্বীয় (অরুণ দুর্ল্লভ) রাগরঞ্জিত পদ্মহস্তে এক গণ্ডূষ জল দেন।

৬। ধাবল—ধাবমান হইল।

৭। উতাপই—উতাপয়তি (সং) উতা-

অনিমিখ নয়নে নাহ (১) মুখ নিরখিতে
তিরপিত (২) না হোয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহজে এত সঙ্কট
অবলাক কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত। (৩)
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥ (৪)

১২৭।

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত। (৫)
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল-কুল কলরব হি বিথার। (৬)
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥ (৭)
ইহ সুখ সময়ে সোই মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব? কো কহ তাহ (৮)?
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

১২৮।

কড়খা তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু (৯)
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু, মদন দুরন্ত (১০)॥
জাননু রে সখি কিয়ে মোর কুদিবস ভেল
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল॥
এত দিন তনু মোর সাধে সাধাওনু
বুঝনু অবহু নিদান (১১)।
অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী (১২)
কত সহ পাপ-পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥

১২৯।

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।

১। নাহ—নাথ।

২। তিরপিত—তৃপ্ত।

৩। না জানি কি ইহ পরিযন্ত—ইহার কি শেষ (পর্য্যন্ত) জানি না।

৪। নিকরুণ অন্ত—নিষ্ঠুরের শেষ, অথবা নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ।

৫। বন-অন্ত—বনান্তে।

৬। কলরবহি বিথার—কলরব বিস্তার করিতেছে।

৭। অব যদি হইতে—মন মান—এক্ষণে যদি যাইয়া কৃষ্ণকে সম্বাদ দেও তাহা হইলে তিনি আসিবেন, এইরূপ আমার মনে লইতেছে।

৮। ইহসুখ হইতে—তাহ—এই সুখ সময়ে আমার সেই নাথ (নাগর) কাহার সহিত বিলাস করিবেন; কে তাহাকে

৯। হিম হইতে—তাপায়লু—সুশীতল চন্দ্রের রশ্মিও তাপে উত্তপ্ত করিল।

১০। কান্ত হইতে—দুরন্ত—কান্ত কাক-মুখেও সম্বাদ পাঠাইলেন না, আমি এই দুরন্ত মদনে কি করিব?

১১। এতদিন ইত্যাদি—এতদিন আশায় আমার শরীরকে আশ্বাসিত করিয়াছিলাম।

১২। অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী—বিরহ অবসানের আশা উপন্যাস মাত্র

বরিষা পরবেশ(১) পিয়া গেল দূরদেশে,
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়(২) ॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি-দহন(৩) জনু
জাননু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর
মিলব পঁহু গুণবন্ত।

১৩০।

জয়জয়ন্তী।

এ সখি হামারি দুঃখে নাহি ওর(৪)
এ ভরা বাদর (৫) মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি (৬)
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন (৭) কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত, মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরি (৮), ডাকে ডাহুকি (৯)
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
স্থির বিজুরি পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

১৩১।

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ (১০) বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিহঙ্গ।
মালতি মালশিরে, নহ গঙ্গ ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু (১১)।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দুর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগ মদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার ॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল (১২) ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম(১৩)নহ, মলয়জ(১৪)পঙ্ক ॥

১৩২।

তিরোতা ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥

১। পরবেশ—প্রবেশ, আরম্ভ।

২। সজনি আজু হইতে—নিকসয়ে মোয়—সজনি আজিকার দিন আমার শমন স্বরূপ (কাল স্বরূপ) হইয়াছে; কারণ নব নব জলধর চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়াছে; দেখিয়া কৃষ্ণস্মরণে আমার প্রাণ নির্গত হইতেছে।

৩। আগিদহন—অগ্নির দহন।

৪। ওর—সীমা। ৫।—বাদর, বর্ষা।

৬। সন্ততি—অনবরত।

৭। পাহুন—প্রবাসী।

৮। দাহুরি—ভেক।

৯। ডাহুকি—ডাকপাখী।

১০। হু—হই।

১১। মস্তকে মুক্তার আভরণ, চন্দ্রকলা নহে।

১২। আমার হস্তে খেলিবার পদ্ম, নৃকপাল নহে। মহাদেবের ভিক্ষুক বেশে হস্তে নরকপাল বর্ণিত হয়।

১৩। ভসম—ভস্ম।

আওব (১) করি মোর পিয়া চলি গেল।
পূরবক (২) যত গুণ বিসরিত (৩) ভেল॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥

১৩৩।

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বসায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ (৪) সকল দুখ, মিলব মুরারি॥

১৩৪।

ধানশী।

কহত্ত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে (৫)॥
হামারি নাগর, তুথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজে শিঙ্গারে (৬)
যামুন সলিলে সব ডার রে (৭)॥
সীঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
দুখ ভেল অবশেষ রে॥

১৩৫।

তিরোতা ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই (৮)॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
খোয়নু এ তনুক আশা (৯)॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু,
খোয়নু জীবনক আশে।
হিম-কর-কিরণ, নলিনী যদি জারব,
কি করিব মাধবী-মাসে॥
অঙ্কুরে তপন-তাপে, যদপি জারব,
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব,
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব পাশ॥

১। আওব— আসিবে।
২। পূরবক—পূর্ব্বের।
৩। বিসরিত—বিস্মৃত।
৪। ভাগউ—পলায়ন করিবে।
৫। কুশল ইত্যাদি—কুশল সন্দেশ শুনিতে।

৬। শিঙ্গারে—বেশ।
৭। ডাররে—ফেলিয়া দাও।
৮। পতিয়াই—প্রত্যয় লয়।
৯। খোয়নু ইত্যাদি—এ দেহের আশা ত্যাগ করিলাম।

১৩৬।

পাহিড়া।

যাক বিরহ ভয়ে উর হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর (১) ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখব মঝু নাহি ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আনসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

১৩৭।

ধানশী।

যো দিন মাধব, পয়ান করল,
উথল সো সব বোল (২)।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাড়ল,
নয়ানে গলতহি লোর॥
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে (৩) আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈগেল আন॥
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা (৪)॥
কোন সে নগরে, হরল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি,
তোহারি নাগর চোর॥

১৩৮।

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই শমতি (৫)
রহল বদন চাই॥
মরকত স্থলী (৬) শুতলি (৭) আছলি
বিহরে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে (৮) যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে (৯)।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে (১০)॥
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥

১৩৯।

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে॥

১। আঁতর—অন্তর।
২। উথল ইত্যাদি—সেই সব কথা উঠিল।
৩। নিয়ড়ে—নিকটে।
৪। যতা—যত।

৫। শমতি—শমতা।
৬। স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; মরকত স্থলী—সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত ভূমি।
৭। শুতলি—শয়ন করিয়া।
৮। নিকষ পাষাণ—কষ্টী পাতর।
৯। শোহে—শোভে।
১০। মোহে—আমাকে।

শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোয়(১) ॥
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস (২) ॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল গোরী ॥
উরে (৩) শ্যাম বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝায়য়ে (৪) ॥

১৪০।

বরাড়ি।

লোচন লোর তটিনী নিরমাণ।
ততহি(৫) কমলমুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যদি তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই (৬)॥
ফুয়ল(৭) কবরী উলটি উর পরই।
জনু কনয় গিরি চামর ঢরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিঁদ না(৮)হোই।
অবনত আননে ধনী কত রোই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥

১৪১।

বালা ধানশী।

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু ঝর কর
যেন ঘন-সাঙণ মালা (৯) ॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল কান্তি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥
উপবন হেরি মুরছি পড় ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিসক সার ॥

১৪২।

কানড়া কামোদ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
সো নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ অনুধাই (১০) ॥

১। তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া সে (সোয়) মোহপ্রাপ্ত (মুগধি) হইল।

২। হেরই নিশ্বাস—পরীক্ষা করে।

৩। উরে বক্ষঃস্থলে।

৪। সমুঝায়ে বুঝাইয়া দিল।

৫। ততহি তাহাতে।

৬। বেরি এক—পিবই—যদি তোমার রূপ নয়ন ভরি একবার (বেরি এক) পান করে (পিবই) তাহা হইলে রাই জীবিত হয় (জীবই)।

৭। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৯। ঘন-সাঙণ-মালা—শ্রাবণ মাসের মেঘমালা।

১০। অনুধাই—চিন্তা করিয়া। অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিয়া রাধা স্বয়ং মাধব হইলেন। মাধব আবেশে তিনি আপনার গুণ চিন্তা করিয়া নিজের অবস্থা ও স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনার গুণ মনে করিয়া আপনি মুগ্ধা হইয়া-

মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোর(১) হি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী॥
রাধা সঞে যব স্মরতহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা (২)।
দারুণ প্রেম তব হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিহরক বাধা (২)॥
দুহু দিশে দারু-দহনে (২) যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ (২)।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ (২)॥

১৪৩।

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চোপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা (৩)॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ (৪)॥
চেতন মূরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জরজারি (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
ভেজল অব জগজন অনুলেহ (৬)॥

১৪৪।

গুর্জ্জরী।

মাধব যদি না পেখহ বালা।
আজি কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীত সলিল, কমল দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ অনল-সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি ধনী বোলত শিব শিব জগত,
ভরল তছু আগি॥
কাহে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

১। ভোরহি—বিহ্বলা।

২। রাধা আবেশে মাধবকে প্রাপ্ত হইলেও প্রেমের প্রতাপ খর্ব্ব হয় না, বিরহ বাধা বাড়িতে থাকে। কারণ তখন আবার রাধা রাধা করিয়া ব্যাকুল হন। যেমন দুই দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে মধ্যস্থিত জীব জন্তু ব্যাকুল হয়, যে দিকে যাইতে চাহে অগ্নির ভয়; রাধা কি বিরহাবস্থাতে, কি মাধবাবেশে, তাদৃশ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন।

সঞে—সনে, সহিত।

স্মরতহি—স্মরণ করিতে থাকেন।

৩। দেখিলে কেহ দেহ ধারণ করিতে পারে না।

৪। মাথায় বেণী সম্বরণ করে না অর্থাৎ বাঁধে না। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৫। জরজারি—জর্জরিত।

৬। কোন নির্দ্দয় দেহ (নিষ্ঠুর) জগজনের প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছে। ভেজল—পাঠাইল। অনুলেহ—স্নেহ।

১৪৫।

ধানশী।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ (১) করব সমাধা (২)॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহিঁ বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজই বিরহিণী জগ মাঝা তাপিনী
বৈরি মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ন-লোরে (৩) তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ (৪) জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ (৫)॥

১৪৬।

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিলক কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপয়ে কাণ॥
মাধব শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি (৬)
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ
চৌদশী (৭) চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছমীদেবী পরমাণ॥

১৪৭।

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥
আগে সোই আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বামকরে কপোল, লোহিত কেশ-ভার।
কর নখে লিখু মহী, আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণে শুন বর কান।
রাজ শিব সিংহ ইথে পরমাণ॥

১৪৮।

বালা ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥

১। জীউ—জীবন, প্রাণ।
২। সমাধা—শেষ।
৩। লোরে—অশ্রুজলে।
৪। ভেদ জনু অন্তর—যেন অন্তর ভেদ করিয়া।
৫। জীবন ইত্যাদি—আশাই জীবন বন্ধন অর্থাৎ আশা দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতেছে।
৬। দুবঁরি (হিন্দী) দুর্ব্বল।
৭। চৌদশী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।

১৪৯।

মায়ুর।

মাধব অবলা পেখনু মতি-হীনা।
সারঙ্গ(১) শবদে মদন সকোপিত (২)
তেঞি দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি,(৩)
জারল (৪) বিরহ-বিখ জ্বালা॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই (৫)
সোই লুঠত মহী কামে।
পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু,
ঝামর (৬) চম্পক দামে॥
সোই অবধি দিন বহু আশ আশল
তেঞি ধনি রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ান॥

১৫০।

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন
রহত করুণা(৭) পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি (৮)॥
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি (৯)।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥
দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ (১০)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি (১১)।
পরভৃতক ডর, পায়স লই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি (১২)॥

১৫১।

পাহিড়া।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ(১৩) যায়।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি (১৪) মাগিতে
ততহি পড়ল মূরছায়॥
কছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে (১৫)
লো কছু কহল বররামা।

১। সারঙ্গ শবদে—হরিণের শব্দ শুনিলে। মহাজন পদাবলী।]

২। সকোপিত—উদ্দীপ্ত।

৩। আগরি—আগার, ভাণ্ডার।

৪। জারল—জর্জরিত করিল।

৫। যিনি বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা স্পর্শ করিতে পারেন না।

৬। ঝামর—পরিশুষ্ক, মলিন।

৭। করুণা—দীনা, দুঃখিত হইয়া।

৮। নয়ন কাজর ইত্যাদি—নয়ন-কজ্জলে (বিধুন্তুদ) রাহুর প্রতিমূর্তি (লিখই) চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত কুপিত ভাবে (হিন্দী—টেরি) কথা কয়।

চন্দ্র দর্শনে বিরহ দুঃখ প্রবল হই[illegible] বলিয়া বিরহিণী রাহুর ভয় দেখাইয়া চন্দ্র[illegible] তিরস্কার করিতেছেন

৯। মাধব—ইত্যাদি—প্র[illegible] হৃদয় অতি কঠিন।

১০। গেলহুঁ পরাণ ইত্যা[illegible] ভুজঙ্গ। ইহার সম্যক্ অর্থগ্রহ হয় না। ভুজঙ্গ প্রাণ বায়ু ভক্ষণে উদ্যত হই[illegible] লাকে আশা-বায়ু দ্বারা পরিতৃপ্ত করি[illegible] ন ধারণ করিতেছে—এই অর্থ হৃদয়গ্রা[illegible] না।

১১। উপচারি—(উপচার) [illegible]।

১২। পরভৃতক ডর ইত্যা[illegible] রহিণী কোকিলের ভয়ে কাকের নিকট [illegible] করে ও পায়স দিয়া তাহাকে তুষ্ট [illegible] এবং অনুরোধ করে যে সে যেন [illegible] কাকিলকে প্রতিপালন না করে।

১৩। বিছুরণ—বিস্মরণ

২। মাথুর অনুমতি—মথু[illegible] যাইবার অনুমতি।

১৫। আখরে—অক্ষরে।

কঠিন শরীর মোর   তেঞি চলু আওনু
   চিত রহল সোই ঠামা ॥
তা বিনে রাতি   দিবস নাহি ভাবই (১)
   তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঞে   রাজ-সম্পদময়ে (২)
   আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে   নিচয়ে (৩) হাম যায়ব
   তুহু পরবোধবি রাই।
বিদ্যাপতি কহ   চিত রহল তাহ
   প্রেমে মিলায়ব যাই ॥

ভাব সম্মিলন।

১৫২।

ধানশী।

যব্ হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজাব জয়তূর ॥
আলিপন (৪) দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার-পল্লব চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেক ॥
আলিঙ্গন আহুতি গিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আগে ॥

১৫৩।

ধানশী।

পিয়া যব্ আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনায়-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে (৫)।
ঝাড়ু করব তাহে বিহানে (৬) ॥
কদলী রোপব হাম, গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥

১৫৪।

বালা ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম হসিয়া ॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন তঁহু করবে ॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥
কাচুলা ধরব যব হঠিয়া।
করে কর রাধব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর-মধু পীয়ব হামরা ॥
তৈখনে হরব মোর চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥

১৫৫।

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥
নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব্ করব মুরারি ॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরায়ব মোর ॥

১। ভাবই—ভাবি।

২। সম্পদময়ে—(হিন্দী সম্পদ মেঁ)—সম্পদে।

৩। নিচয়ে—নিশ্চয়।

৪। অঙ্গমে—(হিন্দী—অঙ্গমেঁ) অঙ্গে।

করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ওরসে পূরব হাম, মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরীতিক যাও বলিহারি॥

১৫৬।

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপন হি হেরিনু নাগর-রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়লু হাম।
প্রাণ পিয়াকে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥

১৫৭।

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা (১)॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তব হি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা (২)॥

১। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন।
২। ধনি ধনি ইত্যাদি—ধনি ধন্য তোমার নূতন প্রণয়।

১৫৮।

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে (৩) মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ-সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী(৪) পিয়া, গিরিষীর বা (৫)।
বরিষায় ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

১৫৯।

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুখ গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ (৬)॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি (৭)।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

১৬০।

সখি রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

৩। চিরদিনে—বহুদিন পরে।
৪। ওঢ়নী—চাদর, আবরণ।
৫। বা—বায়ু।
৬। পরসাদ—প্রসাদে।
৭। আধি—ভাবনা।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক-জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে (১)।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে॥

১৬১।

(মাথুরের রাধা বিরহ বর্ণন মধ্যে।)

তুড়ি।

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিপথে ফেললি,
ভেলি নিমালিক মালা (২)॥
সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল(৩) লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ে লোরা॥
তোহারি মুরলী সো দিগে ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা (৪)।
জনু সে সোণারে কোষিক পাথরে
তেজল কনক রেহা॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা।
রুখলি (৫) ভুখলি দুখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা॥
তুসসি তুসসি (৬) পড়ু খসি খসি
আলী (৭) আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা॥

প্রার্থনা।

১৬২।

ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু (৮)
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্ধা তুয়া পদ-নায় (৯)।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায়॥
যাবৎ জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি (১০)।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহ বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি,
কহিলে, কি বাঢ়ব কাজে।

১। রসের অনুভব হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (দেখা পাওয়া যায় না।)
২। ভেলি নিমালিক মালা—নির্ম্মাল্যের মালার ন্যায় শোভাহীনা হইল।
৩। নিশ্চল—নিশ্চল, স্থির।
৪। ঝামরু ঝামরু ইত্যাদি—অর্থগ্রহ হইল না।
৫। রুখলি—রূক্ষা।
৬। তুসসি তুসসি—বোধ হয় থস্‌থসে।
৭। আলী—সখী।
৮। বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম।
৯। তোমার নৌকারূপ পদে বন্ধন।
১০। নব যৌবনে মত্তা হইয়া।

সাজব বেরি (১) সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥

১৬৩।

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী-তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া করি না ছাড়িবি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী, যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥

১৬৪।

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজ (২)।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা (৩) ॥
আধ জনম হাম, নিঁদে (৪) গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা (৫)।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, (৬)
সাগর-লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি, (৭)
ভব-তারণ ভার তোহারা ॥

বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট।

১৬৫।

প্রথম মিলন।

বিহাগড়া।

সকল সখী পরবোধি,
কামিনী আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে
সো মৃগ তেজই তীখন শ্বাস ॥
বৈঠাল শয়ন সমীপে;
সুবদনী যতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেহ মনোরথ কোয় ॥

১। সাঝবি বেরি—সাজিবার কালে। 'সাঁঝব বেরি' ইতি পাঠান্তরে,—সন্ধ্যার সময়।

২। তাতল ইত্যাদি—উত্তপ্ত সৈকত ভূমিতে (বারিবিন্দুসম) পরিদৃশ্যমানা মরীচিকার মত এই পুত্র-মিত্র-কলত্র-জড়িত

৩। বিশোয়াসা—বিশ্বাস।

৪। নিঁদে—নিদ্রায়।

৫। ন তুয়া ইত্যাদি—তোমার আদি বা অন্ত নাই।

৬। তোহে ইত্যাদি—তোমাতেই জন্ম-গ্রহণ করিয়া তোমাতেই লীন হয়।

নিবিড় নীবি-বন্ধ, কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম, কঠোর কামিনী,
মানে নাহি পরবোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি,
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে, পরাণ পরিহর,
পূরব কি রতি আশ?
কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।
কি জানি পরকার
অব তুহু কছু নাহি অবধায় (১)॥
দিবস চারি গোঙাও মাধব,
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজস বড়ই ধীরত
সিংহ ভূপতি ভাণ॥

১৬৬।

গোপনে মিলন।

বিভাস।

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লেই লুবধ মাধব
আওল হামার পাশ॥
সখি হে! কানু সে ঐছন ঢীট (২)।
হরষে পরশে অধিক লালসে,
বিষম তাকর দিঠ॥
জাগাইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক গাগরী (৩) বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর॥

দীপের ছটায় ঝুটিতে জাগনু
ভরমে কহনু চোর।
ডরে চোর পাশে আন্ধারে পশিনু
সে মোরে কয়ল কোর॥
হাসির রভসে বান্ধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতিপতি বেকত কহয়ে
চোরের নিলাজ মুখ॥

১৬৭।

শ্রীরাধার বিরহ।

পঠমঞ্জরী।

ধায়ল বিরহিণী কালিন্দী-রোধ।
সহচরী বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিণী যৈছে গতি ধাওয়ে।
ঐছে চললি, কোই লাগি না পাওয়ে॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মূরছিত হই তঁহি হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম-নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥
সখিগণ লেই করু কুঞ্জে পরবেশ।
চম্পতি-পতি হেরি তনু ভেল শেষ॥

১৬৮।

লঘুমান।

কামদ।

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষ নাশই
একগুণে বহু দোষ নাশা॥
কি করব জপতপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর কুল, শীল, ধন, জন, যৌবন,
কি করব লোচন-হীনে॥
গরল সহোদর, গুরু-পত্নী-হর,

১। অবধায়—অবধার্য্য, নিশ্চয়।
২। কানুসে ইত্যাদি—কানু সে এমনই নই।
৩। কনক গাগরি—কনক কলস,

বিরহ হুতাশন,   বারিজ-নাশন,
শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥'
পরসুতে অহিত   যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট-রস-পানী।
সো সব অবগুণ   সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পিরীতি   কি কহব রে সখি
সবগুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি   শপথি করে শত শত
তবহু প্রতীত নাহি বোলে ॥
বর পরিরম্ভন   চুম্বন, আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে (১)।
আন রমণী সঞে   সো নিশি বঞ্চল
মোহে করব নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দুর,   নয়নক অঞ্জন,
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন   অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশগুণ অধিক   অনলে তনু দাহিল
রতি-চিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়ক   পুর যব মিলব
তব্ মিলব হরি সঙ্গে ॥

১৬৯।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ।

ধানশী।

মদন-কুঞ্জ পর,   বৈঠল নাগর
বৃন্দা-সখী মুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর,   মিনতি করত কত
"তুরিতে মিলায়বি রাই ॥
হাম পর রোখি,   বিমুখ ভৈ সুন্দরী,
যবহু চললি নিজ গেহা।
মদন হুতাশনে,   মঝু মন জারল,
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
তহু অতি চতুরি   শিরোমণি, নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী?
তুহু বিনে হামারি   মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি ॥
পবন, চাঁদ চন্দন,   ভেল রিপু সম,
বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত,   ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনমথ শেল।"
ছল ছল নয়ন   বয়ান ভার রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
"হা হা সো ধনি   হামে না হেরব"
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥

১৭০।

বৃন্দোক্তি।

ধানশী।

মদনকুঞ্জ তেজি   চলল চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি   দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উত্তর নাহি দেল ॥
চতুর দোতী তব্   মনোহি বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভৈ   বৈঠলি তুয়ার
কি ভেল আজুক বাত ॥
হেরি ললিতা সখী   মৃদুমৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর   কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি ॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই বৈঠল দোতী
কহতহি মুধরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে   রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সেয়ানী?
উঠ উঠ সুন্দরি   মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।

১। বিশোয়াসে—বিশ্বাসে।

ফটকি (১) হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর ॥
রাইক বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত ॥
ভূপতি নাথ রোখে তব বোলত
যবহু ফটকল (১) হাত ॥

১৭১।

জয়জয়ন্তী।

বিরহে ব্যাকুল বকুল তরুমূলে
পেখনু নন্দ-কুমার।
নীল-নীরজ নয়ন নাহক (২)
ঝরই নীর অপার ॥
লেপি মলয়জ, পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘনসার।
নিজ পাণি পল্লবে মুদল লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার ॥
বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর।
জনু প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥
অধিক বেপথু; টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতা-মাল।
অনিল ভরে জনু তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল (৩) ॥
মান-মতি তেজি চলহ সুন্দরি যাঁহা
রসিক-রায়-রসাল।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি ভূপতি কণ্ঠ হার ॥

১৭২।

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই ॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখে লিখি ॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান ॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে, অবধি না পাই ॥
সো জগ-জীবন জন।
তাকর জলত পরাণ ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥

১৭৩।

অখিল-লোচন তম-তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে জানি,
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥
সুন্দরি বুঝনু তুয়া পদ প্রতিভাতি (৪)।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তে আহিরিণী জাতি ॥
সকল জীব-জন জীব সমীরণ,
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মরুতে ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ-পত্র পরশে যব নাশয়ে,
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥

১। ঝট্‌কা দেওয়া।

২। নাহক—নাথেরে।

৩। অধিক বেপথু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ থর থর কাঁপিতে লাগিলেন; তাহাতে তদীয় উজ্জ্বল কণ্ঠহার শতধা ছিন্ন হইয়া গেল, মুক্তাবলি ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল, যেন তমালতরু সমীর সঞ্চালনে অজস্র

৪। প্রতিভাতি—প্রতিভা, বুদ্ধি,

ক্ষণে ক্ষণে সকল কুসুম মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্বক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতি-পতি অতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥

১৭৪।

কামদা।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুর পাশ।
পন্থক-শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশ্বাস॥
"মাধব-দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুকরয়ে এহ আধ বাণী॥
'কা' বোল বোলাইতে শুনইতে না পারই
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুনঃ পুনঃ ফুকরই
বজর-শবদ সম মানি (১)॥
তুয়া গুণ-নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে,
কৈছে মিলায়ব আনি॥

নীল বসন-বর নীল চুড়ি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করি-রদ চুড়ি কর, মোতি মাল বর,
পহিরল অরুণিম সারী॥
অসিত চিত্রকর উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ তিলক, ধোই দৃশঞ্চল,(২)
কুচমুখ চন্দনে ছাপাই॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল,
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল
সবহু ছাপায়াল বামা॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
শ্যামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখী পিকু দূরে নিবাস॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহি উঠি রোষাই।
পঞ্জর পটকিতে ঝটকি ফটকি কর, (৩)
ধাই ধরল হাম যাই॥
মধুকর ডরে ধনী চম্পক তরুতলে,
লোচনে জল ভরি পূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল(৪)
টুটি ভৈগেল শত চূর॥
মেরু-সম মান, কোপে সুমেরু সম
দেখি ভেনু রেণু সমান।"
চম্পতি পতি অব রাই মানাইতে
আপসি ধাবহ কান॥

১। 'কা' বোল ইত্যাদি—মানিনীর এমনই মান-মোহ হইয়াছে, যে,কানু পদের আদ্যক্ষর 'কা' শব্দ উচ্চারণ করিতে না করিতে, রাধা শুনিতে না পারিয়া, দুই হস্তে কর্ণবিবর আচ্ছাদন করেন, এবং বজ্রধ্বনি মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ 'জৈমিনি'

২। দৃশঞ্চল—নয়নকোণ।
৩। পঞ্জর ইত্যাদি—রাধা পিঞ্জর ভাঙ্গিতে (পটকিতে) গেলেন, পাখী ঝট্ ফট্ করিতে লাগিল।

১৭৫।

গান্ধার।

শুন শুন নিঠুর কানাই।
যাইয়া পেখহ রাই॥
কিশলয় রচিত কুটীরে।
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
সো অবলা কুলবালা।
কত সহে বিরহ জ্বালা॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ।
গলি গলি যায়ত সেহ॥
ননীক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়॥
হেরি সখী হরল গেয়ান।
কণ্ঠহি আয়ত পরাণ॥
দীঘল দিবস না যায়।
কান্দিয়া রজনী পোহায়॥
কবহু ঐছে মূরুছান।
যামিনী দিবস না জান॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
পুন নাহি হেরবি সোয়॥

১৭৬।

গান্ধার।

মাধব! নিপট (১) কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়নু
বাত না রাখলি মোর॥
সো বর-নাগরী সহজই সুন্দরী,
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়নু
কাহে উপেখলি (২) রামা॥
তুহু অতি লম্পট করলহি বিপরীত,
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমী চরণ পরে ডারসি (৩)
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল (৪)
রজনী গোঙয়াল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি॥
মোহন মানস বুঝি দূতী আয়ল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥

১। নিপট—(হিন্দী) সম্পূর্ণরূপে।
২। উপেখলি—উপেক্ষা করিল।
৩। ডারসি—ঠেলিয়া ফেলিতেছে।
৪। আগিসম উপজল—অগ্নিসমা হইল।

বিদেশিনী।

১৭৭।

শ্রীরাগ।

বর নাগর সাজই নাগরী-বেশা।
মুকুট উতারি সঁীতি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে (৫)।
চরণ-কমল পাশে যাবক-রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলি মাঝ কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভন-কুচ (৬) আভা।

৫। করকঞ্জে—করপদ্মে।
৬। আরম্ভন-কুচ—কুচকোরক।

অরুণাম্বর বর সারী পহিরল
বক্ত বিলোকন শোভা॥
ধরি পরিবাদিনী (১) শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়াগতি লচ্ছণ (২) ভানে॥
ঐছন চরিতে মিলল যাঁহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠারি।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারল (৩)
কো ইহ নথই না পারি॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা (৪)।
"এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিনী
"আও" ফুকারই রাধা॥
শুনইতে শ্যাম হরখী চিতে আয়ল
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পাকড়ি, নিজ আসনে বসায়ল
কত কত হরখিত ভেল॥
তহি বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণিমাল (৫)।
"ঐছে বাজায়ত হামারি মন্ত্রিয়া
মোহন-যন্ত্র-রসাল॥

সুর অপছরী কিয়ে, নাগ-কুমারী তুহু,
স্বরূপে কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল মানলু
দুর্লভ দরশন তোয়॥
নাম গাম কহ কুল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।"
"সুখময়ী নাম, মথুরাপুর, যদুকুল,
গুণীজনে পীড়ই রাজা॥"
ধনী কহে "তুয়া গুণে রিঝি (৬) প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়।"
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান-রতন দেহ মোয়॥"
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥

প্রেমোন্মাদ।

১৭৮।

শ্রীগান্ধার।

ভ্রমর দূত করি কি তোহে সম্বাদব
মধুরসে সো মাতোয়ারা।
মলয় পবন দেই, কি তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দ আচারা॥
মাধব! কা দেই সম্বাদব তোয়
যব তুহুঁ আয়ব, সবহু নিবেদিব,
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥
আছু না ঐছন, চতুর সখীগণ,
যা দেই, সম্বাদ পাঠাই।
গুরুয়া লাজ বড়, যে দেশ দেশান্তর,
তে হাম একলে না যাই॥

১। বীণা। ২। লচ্ছন—লক্ষণ।

৩। তন্ত্র সোঙারল—তন্ত্রগুলি সারিয়া লইল ঠিক করিয়া লইল। "তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিৎ।"—ইতি মেঘদূত। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় 'সীঁতি সোঙারোল' আছে; অর্থ—সীতি সারিয়া স্মরিয়া পরিল।

৪। শুনইতে ইত্যাদি—রাধার শুনিতে ইচ্ছা হইল।

৫। রিঝি—ইত্যাদি (রিধি) রাধা বিদেশিনীর হৃদয়ে (রিঝি) মণিহার প্রদান করিলেন।

তো বিনু দুঃখ যত তা বা কহিব কত,
দারুণ বিরহ বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি, কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম-উনমাদ ॥

১৭৯।

বর্ষা।

সুরট মল্লার।

মোর বল, মোর বল, সোর শুনত
বাঢ়ত মনোরথ পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আয়ল
অবহু গগণ গভীর ॥
দিবস বয়ানা আরে সখি কৈছে
মোহন বিনু জাওয়ে ॥
আওয়ে শাঙণ বরিখে ভাঙন
ঘন সোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটতরে, কৈছে
জায়ে বিরহিণী নারী ॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।
নিয়ড়ে ডর ডর ডাকে ডাহুকী
ছুটত মদন বন্দুক (১) ॥
অছুহ আশীন গগণ ভা খীণ (২)
ঘনন ঘন ঘঘ রোল।
সিংহ ভুপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাসকি রোল (৩) ॥

সম্ভোগ।

১৮০।

(বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত)

বালা ধানশী।

এসখি এসখি লই জনি যাহ (৪)।
মুঞি আতি বালী সো আরত(৫)নাহ ॥
পাশ যাইতে জিউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর ॥
মো ইছে (৬) কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ (৭)।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান ?

১৮১।

ধানশী।

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ ॥
আজু পেখনু ধনী বড় বিপরীত।
ক্ষণে অণুমতি ক্ষণে মানই ভীত ॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পায়ল মদন মহোদধি সাথি ॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্ক।
মিল-লহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্ক ॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাড়ারক (৮) চোরি ॥
ফুয়ল বসন হি তুলে ভুজ সাটি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি ॥

১। বন্ধুক—খধূপ, হাউই।

২। গগণ ভা খীণ—রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেল।

৩। ঐছন ইত্যাদি—এ চারি মাসের রোল—এই রূপই বটে।

৪। যদি লইয়া যাও (সঙ্গে করিয়া)।

৫। আরতি বিশিষ্ট।

৬। মো ইছে কি—আমি ইচ্ছায় কি ?

৭। [illegible]

বিদ্যাপতি কি বুঝব বল, হরি।
তেজি উলপ (১) পরিরম্ভন বেরি॥

১৮২।

ধানশী।

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবথণ রহু আচরে হাত।
লাজে সখী গণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তনু ছোড়ি নাহি পারি॥

১৮৩।

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝল বনমালি॥
হামারি শপথ যদি হেরত মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সবব হি হামার পরাণ॥
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

১৮৪।

প্রবাস।

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছাড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম, আশে তনু গাঁথিল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জিয়ব কথি লাগি।
যা বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে,
সো ভেল পর অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥

কবিরঞ্জন।

১৮৫।

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচবাণ॥
আগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বাল, নাহি লেওত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু, না ধর চীর।
হাম্ অবলা অতি রতি রণ ভীর (২)॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপ ধনে দারদ পিয়াস॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহি নাহি ভুখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥

কহ কবিরঞ্জন নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥

১৮৬।

তিরোতা ধানশী।

কি কহব রে সখি কানুক লেহ।
এক জীউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছয়ে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনা দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে (১) পানি নাহি পীব॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভরে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥

১৮৭।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন।
নয়নে নেহারিতে না বাসব (২) ভিন(৩)॥
এ সখি এ সখি নিবেরন তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচ-যুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি (৪) বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস॥
রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর।
সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥

ঐছন কাতর নাগর-ভাব।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ।

১৮৮।

সিন্ধুড়া।

পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি, দুখ নাহি-ওর॥
বড় অভিলাষে ভজিনু বর নাহ।
দৈব বিমুখ ভেল কি কহব কাহ (৫)॥
দরশন দুলহ দুলহ নবলেহা।
বিরহ বিকল মন জীবন সন্দেহা॥
অপরূপ রূপ মধুর রস লীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা (৬)॥
অনুচিত কাজ সহজ মঝু ভেলা।
সোঙরি সে তনু, নব যৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হোয় লাজ।
দারুণ দৈব করল কোন কাজ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভাণ॥

রায় বসন্ত।

১৮৯।

মঙ্গল।

চলই সুধামুখী ভেটইতে (৭) কান।
আরতি অতিশয় পহুঁকে ধেয়ান॥
কি কহব আজুক রস অভিসার।
মনমথ নীত চিত অনিবার॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
ভেটব নাগর-গুরু মনে অনুমানি॥

১। পিয়াসে—তৃষ্ণায়।
২। না বাসব—ভাবিব না।
৩। ভিন—ভিন্ন।

৫। কাহাকে কি বলিব?
৬। কষণক শিলা—কোষ্টি প্রস্তর।

তুহুঁ অবলোকন চুম্বু মুখচন্দ্রে।
দূরেহুঁ দূরে রহু দ্বিজ-রাজেন্দ্রে (১)॥
মধুর যামিনী, মধুমাস বসন্ত।
মধুর গাওত রায় বসন্ত॥

১৯০।

ধানশী।

তোহারি সম্বাদে, আসিতে মাধব,
কাননে যামুন তীর।
চন্দ্রা কলাবতী, পথেতে ভেটল,
ধরল মাধব চীর॥
করে কর ধরি, ভুজে ভুজে বেঢ়ি,
লৈ গেল আপন গেহ।
সহজে ভ্রমরা, মধুপানে মাতল,
পাই কমলিনী লেহ॥
তোহারি বচনে, রহল এ ধনি,
পুন কি পায়ব কান?
পন্থ হেরি হেরি, নীদ নাহি আয়ত,
নিশি ভই গেও (২) অবসান॥
রায় বসন্ত কো, বচন শুনি ধনী,
মনে পড়ি গেও ধন্দ।
অধর বান্ধুলি মলিন ভই গেও
যৈছন দিবসক চন্দ॥

১৯১।

শ্রীরাগ।

সুখে থাকিতে বিহি লাগল রে,
ভুলনু কানু আশোয়াসে।
আপনক কুমতি পরিতাপহু রে,
দারুণ মদন হুতাশে॥
মুঞি পাপিনী যদি জানতহু রে,
পিরীতি পরিণামে।
স্বপনেহু সাধ না করতুহু রে,
শুনইতে পুরুখ নামে॥
না বোল না বোল সখি! সম্বাদহু রে,
নাহি মোর লেহ অভিলাষে।
রায় বসন্ত চিত দুখিত ভেলহু রে,
রাইক নিকরুণ ভাষে॥

১৯২।

ধানশী।

কিশলয় শেযি, শুতল নবনাগর,
জরজর মনমথ বাণে।
উঠই পড়ই, পন্থ নেহারই,
ক্ষণে ক্ষণে তোহারি ধেয়ানে॥
সুন্দরি! কি কহব তোহারি সোহাগ।
ঐছন এ তিন ভুবনে, নাহি দেখনু,
যৈছন তুয়া অনুরাগ॥
সই পুরুখ অতি, তুয়া গুণে আরতি,
অতিশয় সহজ স্বভাব।
অঙ্গ পরশ রস, মিলন দূরে রহুঁ,
দেখবি দরশন লাভ॥
সো পঁহু মিনতি অতি, শুন বর-যুবতি,
ধর ধর শ্যাম অঙ্গের মালা।
অধর সুধারস, যৌবন সরবস,
পূরহ নাগরি বালা॥
রসময় নাগর, তুহুঁ রস নাগরী,
এ মধুনিশি পরকাশে।
রায় বসন্ত ভণে, তেজহ কঠিন পণে,
পুরাহ কানু মন আশে॥

১৯৩।

সুহই।

কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন,
মূরছি পড়ল তছু ভোরি।
কাহিনী বোলত, শ্যাম নাহি আয়ত,

১। চন্দ্র অতি দূরে ছিলেন।

রাইক বিপতি দেখি, সহচরী আকুল,
করতহি বিবিধ উপায়।
কোই কোরে আগোরি, বসনে মুখ মুছই,
শ্রবণে কানুর গুণ গায়॥
রায় বসন্ত ভণ, সমুচিত ঔখধ,
সো নাম-লুবধ ধনী গোরী।
শ্যাম নাম শ্রবণে, যব পৈঠল,
অমনি উঠল তনু মোড়ি॥

১৯৪।

গান্ধার

বুঝনু মরমক ভাব।
ইহ নব-প্রেম ভুরি, সুখ সম্পদ ছোড়ি,
বরজ-পুর কাহে যাব?
সম্প্রতি পুরপতি, ভূপতি মহামতি,
কাঁহা সোই পশুপতি ভাণ?
তাঁহা গোদল, শিঙ্গা, বংশী মূরলীরব,
ইহাঁ কত রাজ নিশান॥
কালিন্দী তট বট, নিকট ছায়ে বাস,
নিজ তনু হেরিতে সে নারে।
হিয়া(১) অট্টালিকোপরি, রতন পরিযঙ্ক
মুকুর জড়িত কত পুরে॥
তাঁহা নব পল্লব, বীজই দুর্লভ,
গলে বনফুল মাল।
ইহাঁ কত চামর, দাসে ঢুলায়ত,
ভূষিত মতি প্রবাল॥
আভীর নাগরী নিরগুণ পরাধিনী,
যতনে কাননে মেল।
ইহাঁ কত পুরনারী, স্বতন্তরী পথোপরি,
কুবুজা ভুরি সুখ নেল।
ভালে ভালে তুহুঁ দশদিন গোঁয়ায়লি,
গোকুল গতি ইতি কহনা॥
বসন্ত রায় গেহে, আগ দেই আয়লি,
তাপই নিরবধি দহনা॥

১৯৫।

ধানশী।

রাইক শেষ দশা শুনি মাধব
লোচন ঝর ঝর পানী।
অবনত মাথে কর অবলম্বন,
বদনে না সরয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি, দূতী বদন হেরি,
পুছই গদ গদ রায়।
দুই এক দিবসে হাম যাওব দূতি,
তুহুঁ প্রবোধবি তায়।
নাগর বচনে, হরষিত চিতে দূতী,
বরজ করল পয়াণ।
রায় বসন্ত কহ, ইহ আশোয়াসে,
রাই ধনী রাখব পরাণ॥

১৯৬।

বেহাগ।

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ন মণি জীবন-জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনু ভীন।
পরাণে মরয়ে জনু জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী (২)।
মূলে বিকালাঙ (৩) আর কি দিব নিছনি?
কি করিবে গুরুভয় গৃহের করম।
ত্যজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজে মজিনু মুঞি তোমার চরিতে।
রায় বসন্ত কহে এ হয় উচিতে॥

১৯৭।

ধানশী।

অহে নাথ মোর আর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল, মরি তোমার বালাই লয়া,
আর সাধ মনে নাহি ভায়॥

১। হিয়া (হিন্দী)—এখানে।

২। বিক্রীত। ৩। [illegible]

যে তুহুঁ পরাণধন, মিলল নয়ন মন,
এ বড়ই বিষম বিষাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কারে ঘটে হেন পরমাদ?
গৃহে গুরু গঞ্জন, আর নিন্দে বন্ধুগণ,
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কি আপন কিবা ভীন, দোষে মোরে অনুদিন
এ দুখ দহনে দহে মোয়॥
তুয়া সুখে সুখী হই, এ সকল দুখ সই,
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ, চাঁদের কলঙ্ক যেন,
অপযশ গোকুল সমাজ॥

১৯৮।

সুহই।

সখীগণ কহে বঁধু কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনীর ঘরেতে পয়ান॥
দারুণ নগরের লোক, কি না জান তুমি?
ক্ষণেক ধৈরজ ধর, এ লালস ক্ষমি॥
কত গুরু গঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা॥
তোহার পিরীতে ধনী সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য এ কাহিনী॥

১৯৯।

শ্রীরাগ।

সুন্দরি, স্বরূপহি করবি পয়ান।
যে মোয় বচন হিত, তাহে নহ পরতীত,
হেন বুঝি আন অবধান॥
তোহারি পিরীতি আশে ত্যজি সুখ গৃহবাসে,
সাধ মোর ভেল বনবাস।
সহজই তোমা বিনে, উতপত মোর প্রাণে
ধিক্ মোহে রহুঁ পরবাস॥
বিশেষ বদন, সখি! বিরস অধিক দেখি,
রায় বসন্ত কয়, হিয়ায় কি হেন সয়,
সজল নয়ান ভেল রাই॥

২০০।

বিভাস।

প্রাণ নাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন॥
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ ত্যজি গুরুগণ॥
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ॥
নয়ান পুতলি মোর, তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে দুঁহে এক মন॥

২০১।

বিভাস।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি॥
অঙ্গ আভরণ তুমি, শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসী।
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি॥

২০২।

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি,
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্র নীল মণি, কেতকে (১) জড়িত,
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়ানে, মিলিত নয়ানে,
উলসিত অরবিন্দ।

১। বৃক্ষবিশেষ; নিম্বলী বৃক্ষ। কিরূপ

শ্যাম সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি,
চাঁদের উপরে চন্দ ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিকুকুল গান।
মরমে মদন বাণ, দুহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহে মৃদু,
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন,
কহয়ে রায় বসন্ত ॥

২০৩।

বেলোয়ার।

কি হেরিনু নাগর নবীন কিশোর,
শরদ শশধর, বয়ন মনোহর,
রঙ্গিনী-নয়নহি লুবধ চকোর ॥
নীল ইন্দিবর, সুন্দর লোচন,
অঞ্জন অরুণ, তরুণ চিত চোর।
মাণিক অধরে, মনোহর বংশী,
রসের তরঙ্গিম মতি মোর ॥
অমিয়া বচন, শ্রবণ অনুরঞ্জন,
গঞ্জন নীরদাভাস।
এক অনুপম, জগমন মোহন,
হাসি জনু বিজুরী প্রকাশ ॥
নাসা তিলফুল রঙ্গিম, মুকুতা ঝরকত,
কুণ্ডল গণ্ড হিল্লোল।
চাঁচর কেশ পাশ, নব মালতী তঁহি পর,
শিখী পাখা চাঁদ উজোল ॥
কুস্কুম বিরচিত, তিলক বিরাজিত,
রাজিত জনু দ্বিজরাজকি রাজ।
ও তনু আভরণ, তড়িদিব নবঘন,
উরপর বনি বনমাল বিরাজ ॥
নীল লাবণি, অবনী ভরল রূপ,
নখমণি দরপণি তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন, সেবই অনুক্ষণ,
ঐছন চরণ কমল মধু আশে ॥

২০৪।

মঙ্গল।

সজনি! কি হেরিনু নাগর কান।
কানড় কুসুম তুল, নীলমণি ঢল ঢল,
বরণ চিকণ অনুপাম ॥
নবীন নীরধর, কিয়ে মরকত বর,
কি মোহন দরপণ ভান।
লাখ লাখ যুবতী দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ ॥
চরণ কমল ছবি লজ্জিত শশী রবি,
নিরুপম ও মুখ চাঁদ।
কনক জড়িত মণি কুণ্ডল শ্রুতি বনি,
তিলক তরুণী মন ফাঁদ।
কুসুম রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ,
বনাইল কতেক বন্ধান।
রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়,
নিহারনি মরম সন্ধান ॥

২০৫।

বেলোয়ার।

কি হেরিনু সুন্দর নাগর রাজে।
রূপ গুণ লাবণি অসীম অনুপম,
মনমথ বয়ন মলিন করু লাজে ॥
কাঞ্চন আভরণ মেঘে তড়িত যেন,
পীত বসন, মণি কিঙ্কিণী সাজে।
রতন হার হিয়ে শোভন কি কহব,
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে ॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মালা সাজে,
আঁধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা ॥
আর এক অপরূপ তাহে শিখীচন্দ্রক,
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা ॥
ও মুখ কমল ছবি ছাঁদে চাঁদে কাঁদে,
মণি কুণ্ডল রবি মণ্ডল স্বন্দে।
চরণারবিন্দ নখচন্দ্রমা সুন্দর,

২০৬।

ভাটিয়ারি।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীতবসন, তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কণক হার হিয়ে, বিজুরী তরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী মন পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী গভীর ধ্বনি, মদন তরঙ্গ।
রমণী রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ কমলে মণি নূপুর বিরাজে।
রায় বসন্ত মন নখমণি মাঝে॥

২০৭

সুহই।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি,
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল ঢল ঢল,
দরপণ নবীন রসাল॥
কিয়ে নবনীল, নলিনী, কিয়ে উতপল,
জলধর, নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর, কুসুম অতি সুকোমল,
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর,
সুন্দর অধর পরকাশ।
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিনী বিলাস॥

২০৮

ধানশী।

সই লো মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরি প্রাণ, কিজানি কেমন করে,

অগুরু কর্পূর ভার মৃগমদ কেশর,
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয় ঘন চন্দন,
আবৃত, অলিকুল সংঘ॥
রঙ্গিণী যূথ নিশি- বাসর আগোরল,
আরোপিল নয়ন চকোর।
রায় বসন্ত পহু রসিক শিরোমণি,
বিচহি (১) করত উজোর॥

২০৯

ধানশী।

সজনি কি হেরিনু ও মুখ শোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা॥
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর,
মুকুর কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকির্ত(২) চিত,
কিয়ে নিরমল শশী শোহা (৩)॥
বরিহা (৪) বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল,
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসি খানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিনু তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে
দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ॥

১। (হিন্দী) মধ্যে।
২। স্থগিদ, স্থির। ৩। শোভা।

চরণে নূপুর মণি স্থমধুর ধ্বনি শুনি,
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ সাগরে রস হিলোলে নয়ন,
মন আটকল রায় বসন্ত ॥

২১০।

ললিত।

প্রাতহি জাগল, রাধা মাধব,
মন্দির গমন বিধানে।
করহ বিদায়, শেষ রজনী ভেল,
অব পরণাম তুয়া চরণে ॥
তুলহ বচন শ্রবণে, কানু কাতর,
জল পূরল তুহুঁ নয়নে।
হিয় গদগদি, কছু কহই না পারই,
হেরি রহুঁ রাইক বয়নে ॥
না তেজই কাছ, পাছু অনুসরই,
আগোরই গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে, রাই সমুঝাই,
কুলশীল গেল অভিমানে ॥
লাজ ডুবল হঠ, না করহ ঐছন,
যৈছনে লোক নাজান।
রায় বসন্ত কহ, হঠ ছাড়ি গমন কর,
না দেখহ ভৈ গেল বিহান ?

২১১।

কানড়া।

তরু মূলে হরি কালা কানু।
বাওত স্থমধুর বেণু ॥
শবদে যে গলয় পাষাণ।
যমুনা বহয়ে উজান ॥
গোপীগণ শুনিয়া শ্রবণে।
বিগলিত তুকূল পরাণে ॥
সব সখী আকুল হইয়া।
রাইক নিকটে যাইয়া ॥
কাতরে কহে সবে বাত।
ছোড়য়ে দীঘ নিশাস।
স্থবদনী কহে মৃদু ভাষ ॥
শুনিয়া মুরলী আলাপন।
রায় বসন্ত আন মন ॥

২১২।

ধানশী।

সখিহে শুন শুন বাঁশী কি বা বোলে।
আনন্দ আধার, কিয়ে সে নাগর,
আইলা কদম্ব তলে ॥
বাঁশীর নিশান, শুনিতে পরাণ,
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল, ভেল কলেবর,
মন মূরছই তায় ॥
নাম বেচাজাল, খেয়াতি জগতে,
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু উপদেশে, কেবল কঠিন,
কামিনী মোহন ফাঁসি ॥
কি দোষ কি গুণ, একই না গণে,
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের, পহু বিনোদিয়া,
তাহে কি লোকের লাজ ?

২১৩।

কানাড়া।

সখী কর ধরি ধনী কাতর বাণী।
কহে ও মুখ কবে দেখব শয়ানি ॥
নাসা পুট যুত মতি রসাল।
চন্দ্রাঙ্কুর কিয়ে ধরল তমাল ॥
সিন্দূর অরুণ কিয়ে অধর প্রকাশ।
মণিবর প্রতিম স্থরবি বিকাশ ॥
আকর্ণারুণ নয়ন চকোর।
চাহনি রঙ্গ বঙ্ক রমণী চিত চোর ॥
ভাঙ বিভঙ্গী হিয়ে জাগয়ে মোর।
রাহু কলানিধি হরলি আগোর।
চমকিয়া চাঁদ তিলকে পড় ভোর।

রাসলীলা।

রায়-বসন্ত।

২১৪।

ধানশী।

পিয়াপরসঙ্গ রঙ্গ রূপ হইতে,
অতি আকুল ধনী ভেলা।
জনু-কুহু-পক্ষ পরশে কলানিধি
মলিন ক্ষীণ ভই গেলা॥
শিথিল বলয়া করত বলি কঙ্কণ
বসন না সম্বরে অঙ্গে।
ভাব হাব উর কম্পিত কলেবর,
লোচনে লোর তরঙ্গ॥
কুবলয় নীল- বরণ তনু সাঙরি,
ঝামরি পিউ পিউ ভাষ।
জনু দিন মাঝ তপনে নব পল্লব
জীবয়ে ইন্দুক পাশ॥
হিয় ধক্ ধক্ ধনী ধরণী লোটাই
তেজই দীঘ নিশ্বাস।
রায় বসন্ত হেরি, রাইকে থির করি,
কহয়ে বচন আশোয়াস॥

২১৫।

ধানশী।

সুন্দরি! থির কর আপনক চিত।
কানু অনুরাগে অথির যব হোয়বি
কৈছে বুঝবি তছু রীত?
সমুচিত বেশ বনায়ব অব তুয়া
মিলাওব নাগর পাশ।
তাসঞে নিরুপম নটন বিলাসবি
পূরবি সব অভিলাষ॥
কালিন্দী তীর সমীর বহই মৃদু,
কত কত কেলি বিলাসবি কানু সঞে,
করবি অমিয়া অবগাহ॥
এত কহি বেশ বনাওত সহচরী
সুন্দরী চিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া সমুচিত উপহার,
রায় বসন্ত কহ কেল (১)॥

২১৬।

কল্যাণী।

সখীক বচনে ধনী, হিয়া আনন্দিত
পিয়া মিলন অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পুন, পরশ বিলোকন,
সহচরী পরম উল্লাসে॥
কেহ কঙ্কতি করে, কেশ বেশ করু,
কবরী মালতী মালে।
করি করে দরপণ বদন বিলোকই,
বিমল করত সীঁতি ভালে॥
সুন্দর সিন্দুর, তাহে বনায়ই,
অঞ্জন রঞ্জই নয়নে।
মৃগমদ চন্দন, তিলক নব কুঙ্কুম,
পত্রাবলী নিরমাণে॥
কেহ তঁহি সোঁপল, রতন সীঁথিফল,
সো ছবি উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল,
হেন অনুমানে॥
নাসায়ে বেশর, মোতিম মধুর ছবি,
মণি কুণ্ডল বনি শ্রবণে।
মুদরিক কঙ্কণ, বিবিধ বিভূষণ,
নীল বসন পরিধানে॥
উপরপর মোতিম, হার মনোহর,
কিঙ্কিণী সুমধুর কলনে।
মণিময় মঞ্জরী, ঘুঙ্গুর বাজত,
ক্বণয়তি রাতুল চরণে॥

১। রায় বসন্ত (কেলি) রাস বর্ণন

করীবর ভাঁতি (১), গমন অতি মন্থর,
কত লাবণি অভিসারে।
পদপল্লব ভূষণ, অবনী ভেল ভূষিত.
রায় বসন্ত বলিহারে॥

২১৭।

কল্যাণী।

রসময়ী রাসে করই অভিসার।
সহচরী রঙ্গিণী, সঙ্গিনী আবৃত,
রূপযৌবন উপহার।
কোই রঙ্গিণী কর. কর পঙ্কজ ধর,
স্মিত অবলোকন নয়নে।
যৈছে কমলোপরি, মধুমাতল অলি,
শোহনি মৃগমদ চিবুক সদনে॥
গন্ধ চতুঃ সম, তনু অনুলেপন,
শ্যাম মিলব সুখ হিয়রে।
সহচরী কেলি কলারস সঙ্গীত
রঙ্গ রঙ্গি রঙ্গ বিহরে॥
কেহু রঙ্গিণী, কর চালনী শোহনি,
অতি বিচিত্র গতি চরণে।
রসভরে রস- পরসঙ্গ কহই কেহু,
রসবতী আরতি কারণে॥
রসিক রমণীবর, পরাগ পুঞ্জ ঝর,
কোমল রঙ্গিম বরণে।
তঁহি পর সুভগ,(২) অতুল অতি রাতুল,
চরণাম্বুজ মৃদুগমনে॥
রূপমোহিনী বনি,(৩) রমণী শিরোমণি;
আপহি মোহন বীজ।
রায় বসন্ত কহ, ঐছনে রসময়ী,
মিলিত রসময় রীঝ (৪)॥

১। গমনে করীবর ভ্রান্তি হয়।
২। অশোক ফুল।
৩। মোহন বীজ—বশীকরণের বীজমন্ত্র।

২১৮।

কল্যাণী।

বৃন্দাবন মনোমোহন ধামে।
শশী কিরণাঞ্চিত, বিবিধ কুসুম যুত,
অলিকুল ঝঙ্করু কোকিল গানে॥
নৃত্যতি ময়ূর, কপোত শুক বোলত,
ফিরি গাওত পিকু শারী বিলাসে।
পারাবত বনি করত মধুর ধ্বনি,
চাতকী পীয়ত পিয় ভাষে॥
যমুনা সমীপে, নীপপর বৈভব,
সৌরভ কুন্দ কুমুদ, মৃদুপবনে।
সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে॥
শিব নারদ অজ, গাওত অবিরত,
সতত উদয় দ্বিজরাজে।
রাধামন্ত্র জপন, অনুশীলন, আনন্দ-
কন্দ নন্দসুত রাজে॥
কনক ভূবিপর, কলপ তরুবর,
মণিময় মন্দির সুন্দর সাজে।
কনকাঞ্চিত, রতনাসন শোহন,
কুসুম পুঞ্জ সুখ-শেজ বিরাজে॥
তঁহি মিলল ধনী, প্রেম পরশ মণি,
মোহন পিয়া মনোমোহনে।
রায় বসন্ত ভণ, রাই কানু মিলন,
অবলোকই তঁহি উলসিত নয়নে॥

২১৯।

ভূপালী।

রসবতী রসিক শিরোমণি পাশে।
মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে॥
চন্দ্রবদনী ধনী কানু চকোর।
নব বারিদে জনু চাতক ভোর॥
নাগর চিত-রতি নয়লি বিলাস।

লীলা লাবণি আনন্দ দান।
রসিক শিরোমণি আনন্দ সিনান ॥
দুহুঁ বিদগধ সুখ কো করু ওর।
প্রেম অবশ দুহুঁ আপহি ভোর ॥
দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর।
রায় বসন্ত তঁহি জয় জয় বোল ॥

২২০।

শ্রীরাগ।

কানু কলাবতী মরম সন্ধান।
রাস রভস রস দুহুঁ ভালে জান ॥
করতল চুম্বন চিবুকহি হাত।
ধনী বিহসি ভুজ রাখল মাথ ॥
নাহ বাহুগতি, সুবিনয় বোল।
স্মিত-মুখী সব সনে হাসই থোর ॥
ইঙ্গিতে নাগর তেজল বিচার।
করই আলিঙ্গন বাহু পসার ॥
হিয় মিলনে প্রিয় অতি উতরোল।
ধক ধক অন্তর, গদগদ বোল ॥
বিলসই নাগর নওল কিশোর।
রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর ॥

২২১।

বেলোয়ার।

নাগরী বিলসয়ে গোপী সমাজে।
নবঘন-মালে, তড়িত কিয়ে মরকত,
হেম মণি মাঝে বিরাজে ॥
কাহুক অংস, বাহু অবলম্বন,
আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু চিবুক গহি, চুম্বই পুনঃ পুন,
প্রেম রভস প্রিয়রন্তে ॥
কাহুক কঞ্চুক, বসন উতারই,
শিথিল কর নীবিবন্ধে।
কাহু অঙ্গ গহি, রসভরে নাচত,
কাহুক শিরপর, কর-পঙ্কজ ধরু,
বিহরই আনন্দ কন্দে।
রায় বসন্ত পহু, (১) লুবধ চকোর,
রঙ্গিণীগণ সুখ চন্দে ॥

২২২

কেদার।

রাস মণ্ডল মাঝে বিলসই
সঙ্গে শত শত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর, সঙ্গে নাচত,
রণিত নূপুর কিঙ্কিণী ॥
চিত্রপদগতি, চারু চাহনী,
অঙ্গভঙ্গী কর-চালনী।
ক্বণিত কঙ্কণ, তরল বলয়া,
গণ্ডে কুণ্ডল দোলনী ॥
উরজ মণ্ডল, হার চঞ্চল,
বয়নে শ্রমজল শোহনী।
মূরলী বীণাযন্ত্র সুমধুর মুরজ,
থই থই থই বোলনী ॥
অলসে দুহু মেলি, অঙ্গ হেলাহেলি,
বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন,
রায় বসন্ত পহু (১) কাননে ॥

২২৩।

কানড়া।

নাগর নাচত নাগরী সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদ তরঙ্গ ॥
মৃদি মৃদি মৃদি মৃদি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বীণ মুরলী উপাঙ্গ ॥
বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণী বলনে।
ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু বাজত চরণে ॥

১। পহু শব্দে—প্রভু, এবং পঁহু শব্দে—পুনঃ; কীর্ত্তন গায়কেরা এই প্রভেদ বুঝে না, সুতরাং অনেক সময় পাঠেরও ঠিক

আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব।
রস ভরে গিরত মিলিত-পরিরম্ভ ॥
কমলে মোতি কিয়ে—মুখে শ্রমবারি।
রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি ॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ চিত চোরি।
রায় বসন্ত পহু রহু হিয়ে জোরি ॥

২২৪।

কেদার।

সহজে সুনাগর রসময় অঙ্গ।
তিলেক না তেজই রসবতী সঙ্গ ॥
রসভরে রসবতী করু রসরঙ্গ।
রঙ্গী রসিকবর রহু তিরিভঙ্গ ॥
মুরলী মিলিত মুখ, দুহুঁ এক সঙ্গ।
পরশনে তনু তনু, উদয় অনঙ্গ ॥
পীবই অধর রস, ঘন ঘন চুম্ব।
করহুঁ কলাবতী প্রেম পরিরম্ভ ॥
যুবতী যূথ মাঝে যুগল কিশোর।
বিজুরী বলাহক (১) রহল আগোর ॥
করি কুম্ভ কুচ কিয়ে চারু চকোর।
রায় বসন্ত পহু তঁহি রহু ভোর ॥

২২৫।

কল্যাণী।

রাধা মাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতী কলাবতী, সঙ্গহি শত শত,
কেলি কলারস নিপুণে ॥
কোই কোই ধনী বনি, নাচত প্রিয় সঙ্গে,
কেহু কেহু গাওত রঙ্গে।
কেহু অঙ্গ ভঙ্গ গতি, চারু কর-চালনী,
শোহনি গুরুয়া নিতম্বে ॥
কেহু আনন্দ মতি, চিত্র চরণ গতি;
কহে থৈ থৈ পরসঙ্গে।
কেহু কহে ভালে, কানু সান্তাল জলে,
রাধা নয়নতরঙ্গে ॥
বিহসি রসিকবর, বয়ন কমল পর,
মধুকর জনু মধু পানে।
অধর অমিয় ফল, রস পিবি ভুলল,
রায় বসন্ত গুণগানে ॥

২২৬।

বিহাগড়া।

রাধামাধব করয়ে বিলাস।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁক উল্লাস ॥
দুহুঁক বয়নে ঝরয়ে শ্রমবারি।
হেম নীল কমলে মোতিম নেহারি ॥
দুহুঁ হরষিত মন বয়ন নেহারি।
শোভা অবধি দুহুঁ কহে বলিহারি ॥
অলস অবশ দুহুঁ হেলন অঙ্গ।
উদয় জনু ঘন দামিনী সঙ্গ ॥
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক অংস অবলম্ব।
দুহুঁ বিলসই পুনঃ পুন পরিরম্ভ ॥
তিরপিত নহ দুহুঁ নিমিখে চিতভীত।
রায় বসন্ত কহে ঐছে পিরীত ॥

২২৭।

বিহাগড়া।

রজনী বিহরি দুহুঁ আলসে বিভোর।
আওল নিকুঞ্জহি কিশোরী কিশোর ॥
বৈঠল রতন সিংহাসন মাঝ।
সেবন পরায়ণ সহচরী সাজ ॥
কেহু করু বীজন, কেহু দেই পানী।
চরণ পাখালই ঝরঝরি আনি ॥
কর চরণ গ্রীবা মৃদু মৃদু চাপি।
বিগত করল শ্রম সেবন আপি (২) ॥
কত কত উপহার ভোজন পান।
করিয়া শীতল ভেল নাগর কান ॥
সখী সঙ্গে সুবদনী অবশেষ পাই (৩)।

২। জলপান করিয়া শ্রম দূর করিল। অথবা (সখীরা) সেবা করিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিল।

বৈঠল শেজপর। তাম্বুল খাই ॥
সখীগণ শুতল নিজ নিজ শেজে।
শুতলি নাগরী নাগর রাজে ॥
কো কহু দুহুঁ জন ও সুখ অন্ত।
দূরহি দূরে রহু রায় বসন্ত ॥

২২৮।

বিহাগড়া।

ভুজে ভুজে বন্ধনে, নিবিড় আলিঙ্গনে,
ঘুমল রাধা কান।
কুসুম শেজপরে, নিচল কলেবর,
নীলমণি হেম বনান (১) ॥
দেখ সখি দুহুঁ জন লেহ।
বদনহি বদন- চাঁদ মধু পীবত,
ঘুমে থকিত করি দেহ ॥
অরুণহি অরুণ, তিমির লাগি ভাগত,
এমতি অপরূপ রঙ্গ।
ভুজগিনী মোর, ভোর করু সঙ্গম,
গিরিপর জলধি তরঙ্গ (২) ॥
চাঁদকি নিয়ড়ে, কমল ভেল বিকশিত,
সুরপাশে (৩) কুমুদ বিকাশ।
কিয়ে ঘন দামিনী থিরে বিরাজই,
রায় বসন্ত রসে ভাষ ॥

২২৯।

ললিত।

নিশি অবশান ভেল সহচরী দেখি।
জাগল সবজন তঁহি পরতেকি ॥
সবে মেলি আওল দুহুঁ জন পাশ।
ঘুমে বিভোর দুহুঁ হেরি সখী হাস ॥
হৃদয়ে বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।
জাগল দুহুঁ জন আভরণ রোলে ॥
উঠি বৈঠল নিজ শয়নক মাঝে।
অম্বর সম্বরু পাইয়া লাজে ॥
সখীগণ দুহুঁ জনে কয়ল নিদেশ।
ইঙ্গিতে বুঝাওল নিশি অবশেষ ॥
কাতর অন্তর দুহুঁ মুখ হেরি।
বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি ॥
রায় বসন্তে কহে দুহুঁ জন প্রেম।
কৈছনে তেজবি নাথবাণ হেম ॥

২৩০।

বিভাস।

অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ ইঙ্গিত, গমন বিচার ॥
বিশেষ অবোধ নিশি বোধ না মান।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ ॥
বিধি কুলবতী করি কৈল নিরমাণ।
ধিক ধিক পরবশ রমণী পরাণ ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরস বদন নহ কহিনু তোমারে ॥
অহে সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায় বসন্ত কহ রাখ কুলমান ॥

২৩১।

বিভাস।

সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি জানয়ে ব্যথা,
ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ ॥
তুহুঁ হাম তনু ভীন শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক ?
হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি

১। কনক জড়িত নীলমণি।

২। (শ্যাম) ময়ূর (রাধা) ভুজঙ্গিনী স্বচ্ছন্দে (ভোর) সহবাস করিতেছে। আমাদের বোধ হয় এই রূপ পাঠ হইলে ভাল হয়।—"ভুজ গীম মোর" অর্থাৎ বাহুযুগল গ্রীবা বেষ্টন করিয়া (মোর) = মুড়িয়া)

না দেখিলে কিবা হয় পলক অলপ নয়,
ইথে আঁখি অধিক তিয়াষ।
পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ ॥
পরশে লাগিয়া তোর হিয়া কাঁপে থর থর,
নিমেষের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি অবনত মুখ ধনী,
জড় মতি ভেল প্রেম ভরে ॥

২৩২।

ললিত।

রাইক পিরীত- বচনে কানু উলসিত,
লোচনে আনন্দ বারি।
শ্রবণে মনোরম, পুলকে পূরল তনু,
পুন পুন কহে বলিহারি ॥
রিঝি রিঝি, হিয়ে হিয়ায়মিলায়ই,
কত যে সাধ অছু মরমে।
রস ভরে মুখে মুখ, নিবেশিয়া নাগর,
রহে রসনা রস মিলনে ॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, এক হৈয়া,
প্রেম ভরে কছু নাহি জানে।
এমন পিরীতি আর, কতিহুঁ না পেখিয়ে,
দুহুঁ এক শকতি বিধানে ॥
হর গিরিজা জনু, মিলল আরাধনে,
কতয়ে বাঢ়য়ে রতি রঙ্গে।
অনঙ্গ রঙ্গ ভেল, দুহুঁ তনু মিলল,
রায় বসন্ত সখী সঙ্গে ॥

২৩৩।

ললিত।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান ॥
অরুণ পূরব দিশে ঈষৎ প্রকাশ।
তরুলতা বক দেখি শশধর পাশ (১) ॥
দিনমণি আগমে মলিন দ্বিজরাজ।
কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ ॥
করকুন্তে কামিনী বারিবিলাস।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতি পাশ ?
শিরে কর ধরি কহু না ভাবিহ আন।
তোমা অনুগত চিত্ত, তুমি সে পরাণ ॥
এবে রাইক গেহ গমন উচিত।
রায় বসন্ত পহু ভেল চমকিত ॥

২৩৪।

ললিত।

সখি হে তুয়া হিয় কঠিন সমান।
রাই বিনে কৈছনে ধরব পরাণ ?
না যাইহ সহচরী শুন মোর বোল।
অবসান নহ নিশি নহ উতরোল ॥
ক্ষণেকে রহিয়া সখি শুন নিবেদন।
সুবদনী-গত মোর ভেল তনুমন ॥
রায় বসন্ত কহে ধৈরজ ধরিবে।
ক্ষণেক কারণে কিয়ে সব ঘুচাইবে ?

২৩৫।

ললিত।

প্রাণনাথ! তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুলশীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু ॥
না জানি মিলন আজি কি ক্ষণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল ॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল, হইল এমনি ॥
সব দুঃখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি ॥

২৩৬।

ললিত।

ধনি তুয়া কিশের গঞ্জনা ?
তুমি আমি একই পরাণ দুইজনা ॥
তোমার আমার গুতি মূরতি এক ভাব।

১। (পূর্ণিমার) চন্দ্রের নিকটে তরুলতা বক দেখিতেছি, অর্থাৎ চন্দ্র দিক্‌ চক্রবাল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দিকে

তুমি মোর ত্রিজগন্ড বিভব বিহার।
পরাণ পুতলি মোর হিয়ে মণিহার॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত পহু পিরীতির সার॥

২৩৭।

বিভাস।

শুন মাধব কি কহব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান?
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ।
পরাণের সনে পুড়ি, বড় পাই দুখ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষমা॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্ত পহু পরশিল ভালে॥

২৩৮।

বিভাস।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন, করে উচাটন,
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন,
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত,
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমেষের আধ, পাসরিতে নারি,
ঘুমালে দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন, হারাই যে আমি,
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাই বাঁধি॥

২৩৯।

রামকেলি।

সুন্দরি হম বলিহারি তোহারি।
বচনে নিছনি প্রাণ, অলপে ঝুরয়ে যেন,
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ার মাঝারে যেন, অনুক্ষণ রাখি দেই,
সদা দেখিয়ে তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরশন, জনম ভাগ্যে পুন,
বসন পবনে অঘহারি (১)।
সো অঙ্গ সঙ্গে সফল মঝু জীবন,
করো হিয়ে বাহু পসারি॥
পুরুষ রমণী কত অন্তরে অনুভব,
সো পুন কহি নাহি পারি।
রায় বসন্ত ভণ, পুরুখ মধুপ সম,
চাতক রীত কুল নারী॥

২৪০।

বিভাস।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জরাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

২৪১।

বিভাস।

বঁধু! তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর!
আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিণী।
গহিন (২) পিরীতি তোর
আমি কিবা জানি?

আমি লোহা, তুহুঁ বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম নাথবাণ॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দূর করি ধরি।
হার বনাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥

২৪২।

বিভাস।

উদিত গগনে, নিকরুণারুণ,
সখীগণ কুঞ্জে যাই।
চরণ ধরিয়া, চেতন করিয়া,
বলে গেহে চল রাই॥
কহে সুবদনী, বঁধুরে রাখিয়া,
কৈছনে যাওব গেহে।
সাধের বন্ধুয়া, ছাড়িতে নারিব,
পরাণ থাকিতে দেহে॥
কি কাজ আমার, কুলের গৌরবে,
কি কাজ আমার ঘরে ?
বন্ধুয়া লইয়া, যেথায় থাকিব,
রহিব স্বরগপুরে॥
তোমরা সকলে, যাও ছার গেহে,
আমি হইনু বনচারী।
এ রায় বসন্তে, কহে ধনি ধনী,
বালাই লইয়া মরি॥

২৪৩।

বিভাস।

অহে রাই যে কহিলে হয়।
তোর লাগি মোর প্রাণ স্থির নাহি রয়॥
ধৈরজ ধরণ নহে ঝুরি দিন রাইতে।
হিয়ার পুতলি কাঁদে তোমার পিরীতে॥
কহিতে নিয়ত মোর গদ গদ ভাষ।
রহি রহি নয়নেতে নীর পরকাশ॥

২৪৪।

বিভাস।

আর না কহিও বঁধু বিদগধ রাজ।
এবে সে সকল দূরে গেল লোক লাজ॥
শুনিতে পরাণ সনে হিয়া মোর কাঁপ।
মরিব তোমার লাগি জলে দিব ঝাপ॥
পীরিতি আরতি নিতি অশেষ হুলাল।
সে মোর হইল এবে জীবনের কাল॥
কেমন করিব বঁধু কর উপদেশ।
তোমার মিলন বিনা মৃত্যুই সন্দেশ॥
এঘর করণ মোর বাসিয়ে জঞ্জাল।
শকট করণে যেন সঞ্চারিল শাল॥
মরমের মনোরথ যত সাধ মোর।
রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি ভোর॥

২৪৫।

বিভাস।

অহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার॥
গুরুজন ভয়ে দিনু তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার॥
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে এই কথা সার॥

২৪৬।

বেলোকলী।

শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারে থার॥
না যাইব ঘরে বঁধু, রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে ?
তুয়া পায় সুঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন॥